অধ্যাত্মতত্ত্বের আলোচনা

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র ঘোষ

মূল্য—ভগবানে ভক্তি ও সর্ব্বস্ব ত্যাগ
করিয়া মোক্ষের জন্য দিবানিশি
ঈশ্বর চিন্তা।

প্রকাশক—

শ্রীমদনচন্দ্র ঘোষ এডভোকেট্

১৬নং বেথুন রো,

কলিকাতা

উৎসর্গ

আমার এই পুস্তকখানি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিলাম।

১০ই আশ্বিন ১৩৪৫
১৯এ তেলিপাড়া লেন,
কলিকাতা

অমূল্যচন্দ্র ঘোষ

শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে আমি জানি। তিনি নিজে বিদ্বান্ ও বিদ্যানুরাগী। তিনি বিচারক ছিলেন। তিনি বৃদ্ধ বয়সে নানাপ্রকার জ্ঞান চর্চ্চায় রত থাকিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি নিজের চিত্তকলায় "অধ্যাত্মতত্ত্বের আলোচনা" নামে একখানি পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। আশাকরি পাঠকগণ তাঁহার জ্ঞানের পরিচয় পাইবেন। ইতি—

(মহামহোপাধ্যায়)

শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ

প্রিণ্টার—শ্রীশশিভূষণ পাল
মেটকাফ্ প্রেস
৬নং রাজকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা

গ্রন্থকারের সবিশেষ নিবেদন ঃ—

যেহেতু এ জীব কোনরূপ ভাল তত্ত্বজ্ঞান পায় নাই সেজন্য জ্ঞানসংক্রান্ত অন্য অন্য পুস্তক পড়িয়া জ্ঞান পাইবার ইচ্ছা করিয়াছিল এই কারণে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রাম-দয়ালের গীতা, যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণ ও তাহার অনুবাদ, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন কৃত শ্রীমৎভাগবৎ অধ্যাত্ম রামায়ণ, (তত্ত্ববোধ) দয়ানন্দস্বামীর ৺কালিসিংহ মহাশয়ের মহাভারত শান্তিপর্ব্ব, শক্তিগীতা, শম্ভুগীতা, দেবি ভাগবৎ ও কয়েকখানি উপনিষদ এবং পঞ্চদর্শী ইত্যাদি পাঠ করিয়া কিছু কিছু আত্মতত্ত্ব জানিতে পারিয়াছে এখন মুমূর্ষু অবস্থায় হৃদয়ে একখানি ধর্ম্মপুস্তক ছাপাইবার প্রয়াসে এই সকল পুস্তকের সাহায্য লইয়া ঐ সকল পুস্তকের রচয়িতা পণ্ডিতগণের অনুবাদ সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে দেওয়া হইয়াছে সেজন্য উহাদের নিকটও বিশেষ উপকৃত আছি। মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে উপকার পাইয়াছি। শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ স্বামী কর্ত্তৃক প্রণীত আত্মযোগও পাঠ করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত পাঠে কতক কতক ভক্তিযোগের আস্বাদ পাইয়াছি। এই সকলের মধ্যে যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণ

সংস্কৃত ও পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের অনুবাদকে পড়িয়া বিশেষ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি সুতরাং তর্করত্ন মহাশয়কে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি ও উপরোক্ত পণ্ডিতগণের নিকট কতক ঋণী আছি। জ্ঞানী পণ্ডিত রামদয়ালের বাড়ীতে গিয়া মধ্যে মধ্যে শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনিতাম মহামহোপাধ্যায় সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়কে কয়েকবার বাড়ীতে আনিয়া জীবন্মুক্তের কথা চর্চ্চা করিয়াছিলাম সেজন্য ইঁহাদের নিকট বিশেষ ঋণী আছি (দয়ানন্দ স্বামীর সহিত কাশীধামে সাক্ষাৎ হইয়াছিল ও সেখানেও অধ্যাত্মতত্ত্বের আলোচনা হইয়াছিল। বৃন্দাবনের কেশবানন্দ স্বামী এ অধীনের গুরুদেব হইতেছেন উহার নিকটও অনেক জ্ঞান পাইয়াছি।

এই পুস্তকে লিখিত সকল গ্রন্থকারগণের নিকট আমি ঋণী আছি ও তাঁহারা সকলই এবিষয়ে আমাকে মাপ করিবেন।

১৬ নং, বেথুন রো,
কলিকাতা,
শ্রাবণ, ১৩৪৫ সাল।

বিনীত
শ্রীঅমূল্যচন্দ্র ঘোষ
গ্রন্থালোচক।

অধ্যাত্ম তত্ত্বের আলোচনা

প্রথম সঙ্কল্প।

জীবন্মুক্তের কথা॥

"তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"—অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানিলে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, ও সকল দুঃখের নিবৃত্তি হয়। ইহা ভিন্ন মোক্ষের অন্য উপায় নাই।"

"অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে"—অর্থাৎ বেদ-বোধিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের দ্বারা অবিদ্যাকে জয় করা যায় ও অমৃতত্বলাভ করা যায়, পরে দেবতাচিন্তারূপ বিদ্যার দ্বারা অমৃত (ক্রমমুক্তি) লাভ করে।"

ওঁ পরমাত্মনে নমঃ।

ভগবৎকৃপাপ্রার্থী নিষ্কাম কর্ম্ম অর্থাৎ ফলসন্ন্যাস করিয়া আসক্তিরহিত হইয়া কর্ম্ম করিবে, শুভকর্ম্ম ভগবানে অর্পণ করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে সমত্বযোগে কর্ম্ম করা ভগবান প্রাপ্তির জন্য। রজঃ কর্ম্ম তমঃ কর্ম্ম করিবে না। কেবল সত্ত্বকর্ম্ম করিতে হইবে। আত্মসংস্থযোগে (অর্থাৎ "আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা" ভগবৎগীতা) ভগবানকে পাওয়া যায়। (অনন্যচেতাঃ

সততং যোমাং স্মরতি নিত্যশঃ” গীতা) দিবানিশি অবিচ্ছিন্ন-ভাবে ভগবান্‌কে স্মরণ করিলে তাঁহাকে পাওয়া যায়। “সর্ব্ব প্রথমে ভগবান্‌কে জানা চাই, ভগবান্‌কে জানিতে গেলে তাঁহার শক্তিগুলিকে জানা চাই। আত্মার জ্ঞান হইলে অর্থাৎ আত্মা কি ? আত্মা দেহ নহে, আত্মা অহংভাবাপন্ন আমি নহি, আত্মা সর্ব্ব-শক্তিমান্ এইরূপ সামান্য জ্ঞান হইলে পর আত্মতত্ত্ব কি তাহা শাস্ত্রের দ্বারা, উপদেশ দ্বারা ও সৎসঙ্গের দ্বারা বিশেষরূপে অবগত হওয়া যায় প্রধানতঃ অব্যক্ত বা মূলপ্রকৃতি, এই মূল-প্রকৃতি আবার সত্ত্ব রজঃ তমোগুণে ত্রিবিধ অর্থাৎ সত্ত্বপ্রকৃতি রজঃপ্রকৃতি, তমঃপ্রকৃতি। সত্ত্বপ্রকৃতি আবার সত্ত্ব রজঃ ও তমো ভাগে তিন, রজঃপ্রকৃতি এইরূপ তিন, ও তমঃ প্রকৃতি ঐরূপ তিন, মোট নববিধা। হরিহরাদি সত্ত্বগুণের অবিদ্যাংশের সাত্ত্বিকভাগ জীবন্মুক্ত। জীবশক্তি যথা—ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি, মনই অবিদ্যার সহিত জড়িত হইয়া জীবের যত কর্ম্ম করে, সেইজন্য মনই ইচ্ছাশক্তি, বুদ্ধির দ্বারা বস্তুর জ্ঞান হয় সুতরাং বুদ্ধিই জ্ঞানশক্তি, প্রাণ স্পন্দনদ্বারা ক্রিয়াশক্তি উৎপন্ন করে প্রাণই ক্রিয়াশক্তি, আবার চিৎ বুদ্ধিশক্তি মায়া মনন বা সঙ্কল্পদ্বারা সৃষ্টি করিয়া থাকেন, ব্রহ্মাই মহামন, আমি কে তাহা জানা উচিত। ঐ চিৎশক্তি বা মায়ার দ্বারা জীবভাব আত্মাতে উৎপন্ন করেন, এবং আত্মাই জীবভাব ধারণ করেন সুতরাং জীবই প্রকৃতির হাত হইতে মুক্ত হইলেই শাশ্বত ব্রহ্ম হয়। জীব, মায়া বা প্রকৃতি উপহতচৈতন্য

এই কারণে তত্ত্বমসি ব্যাপারে জীবাত্মাই পরমাত্মা বলিয়া অভিহিত হয়। জ্ঞান দ্বারা চিজ্জড়গ্রন্থি বিচ্ছেদ হয় বলিয়া ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রজ্ঞকে পৃথক্ জানিতে পারিয়া প্রকৃতি হইতে ভূতের বিক্ষোভন জানাই পরমাত্মাকে জানা হয়। সত্ত্বরজস্তমের সাম্যাবস্থা যাহা তাহাই অব্যক্ত বা মূলপ্রকৃতি। আত্মতত্ত্ব জানিতে গেলে সৃষ্টিতত্ত্ব জানা আবশ্যক। প্রথমতঃ তুরীয় চৈতন্য বা ব্রহ্ম কূটস্থ হইয়া কিরূপে সৃজন করেন তাহা জানিতে হয়। গুণক্ষোভে জায়মানে মহান বা বুদ্ধি হয় এই মহান হইতেই অহঙ্কার, নির্গুণ ব্রহ্ম মায়া অবলম্বনে যেন গুণবান্ মত হয়েন, এবং অবুদ্ধিপূর্ব্বক প্রথম সৃষ্টি হয়, যথা প্রকৃতি বিকৃতি অব্যক্ত মহান্ বা বুদ্ধি এবং বুদ্ধি হইতে অহংকার, অহঙ্কার জাগিলেই বুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টি হইয়া যায়। নির্গুণ চিৎ ক্রমশঃ মায়া বা সঙ্কল্প বলে পঞ্চতন্মাত্রা অবলম্বন করিয়া মন বুদ্ধি অহঙ্কারের সহিত সূক্ষ্ম বা আতিবাহিক দেহ ধারণ করেন। ক্রমে ঐ দেহ হইতে স্থূলভূত আশ্রয় করিয়া পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন করিয়া চিৎই জীবরূপে প্রতিভাত হন। আতিবাহিক বা সূক্ষ্মভূতের দেহই পূর্য্যষ্টক, অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্রা মন বুদ্ধি ও অহঙ্কার। এই পূর্য্যষ্টকই জীব। চিৎ চিত্ত বা সঙ্কল্প বা জগৎভার ধারণ করেন এবং চিত্ত নির্ম্মূল করিয়া সমস্ত সৃষ্টির নাশ করিয়া থাকেন। এইরূপে প্রতিপন্ন হইল যে চিত্ত বা মন বাসনা উৎপন্ন করিয়া জীবকেও অবিদ্যাতে জড়িত করে (মনোবৃত্তিতে প্রতিফলিত

আত্মচৈতন্য আশ্রয় করিয়া জীবজগৎ স্ফুরিত হইতেছে) সুতরাং আত্মজ্ঞান উপার্জ্জন করিতে গেলে বাসনা ত্যাগ, সঙ্কল্পত্যাগ ও চিত্তক্ষীণ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হয়। পরে তত্ত্বজ্ঞান হইতে ব্রহ্মাকারা বৃত্তি অবলম্বন করিলে জীবই ব্রহ্মপদে প্রতিষ্ঠিত হয়। চিত্তকে ব্রহ্মভাবে ভাবিত করিলে চিত্তক্ষয় হইয়া যায়, তখন চিত্ত সত্ত্বনামে অভিহিত হয় ও জীব ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয় ইহাই জীবন্মুক্তি। প্রাণায়াম দ্বারা মনকে বশীভূত করিয়া চিত্তনিরোধ করিতে পারিলে বাসনা ক্ষীণ হয়, ক্রমে নির্ব্বাসনাত্ব পাইয়া তত্ত্বজ্ঞানের বলে চিত্তনাশ হইয়া যায় ও মুক্তি হয়। নির্গুণ উপাসনায় দ্রষ্টা দৃশ্য দর্শনক্ষয় করিয়া ধ্যান যোগে ব্রহ্মপদ পাওয়া যায়। বিশ্বরূপ উপাসনায় সাংখ্যজ্ঞানে ব্রহ্ম হইতে বিশ্বরূপ ইহা ধারণা করিয়া পরে "প্রকৃতেঃ ভিন্নমাত্মানং বিচারয় সদানঘ" এই বিচার বিবেকবলে করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়া যায়। অহংভাব থাকিতে জীব কখনও মুক্ত হইতে পারে না। সূক্ষ্ম শরীরে তিনটী কোষ মনোময়, বিজ্ঞানময় ও প্রাণময়। স্থূলশরীরে অন্নময়, বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময় ও আনন্দময় এই পাঁচটী কোষ, এই কোষ ধরিয়া বিচার করিলেও জীবের যে ব্রহ্মের সহিত সাদৃশ্য আছে তাহা জানা যায়। ব্রহ্ম রূপ গুণ ও উপাধি রহিত, "অজ্ঞানরূপ মোহজনিত চিৎএর যে চেত্যাকারে ভাবনা বা অনুভব তাহাতেই বাসনা সকল স্পন্দিত হইতে থাকে, ঐ বাসনা দ্বারাই চালিত হইয়া চিৎ স্বস্ব রূপের বিস্মৃতি পূর্ব্বক অলীকভাব স্মরণ করিতে

থাকে।” ব্রহ্ম কেবল সাক্ষী চেতা সচ্চিদানন্দ জ্ঞানস্বরূপ অস্তি ভাতি প্রিয়। অস্তিতা অর্থাৎ “আছে” ভাব চিৎ বা অনুভূতি-ভাব ও আনন্দভাব অবাঙ্‌মনস গোচর। “সাধক এই ব্রহ্মকে পাইবার জন্য উগ্রইচ্ছা করিলে ব্রহ্মই সেই লোকের নিকট নিজতনু প্রকাশিত করেন অর্থাৎ অনুভাবিত করান অর্থাৎ প্রত্যক আত্মা যখন পরমাত্মাকে জানিতে উগ্র ইচ্ছা করেন তখন প্রত্যক আত্মাই পরমাত্মাই যে নিজেই তিনি তাহা জানিতে পারেন, সাধক নিজের আত্মাকেই যে বরণ করেন অর্থাৎ প্রার্থনা করেন বরণকারী সেই আত্মা কর্ত্তৃক আত্মাই অর্থাৎ নিজেই নিজের লভ্য বা জ্ঞেয় হন। স্বীয় আত্মাই যাহার একমাত্র কামনার বিষয় হয় সেই (পণ্ডিত দুর্গাচরণ মহাশয় টিকা হইতে) আত্মকামের নিকট আত্মা আপনার পারমার্থিকতনু প্রকটিত করিয়া থাকেন অর্থাৎ যথার্থস্বরূপ বিবৃত করিয়া থাকেন।” উপরোক্ত মুক্তি ধ্যানযোগে ও সাংখ্য জ্ঞানযোগে হয়। ধ্যানযোগে উপাসনায় আত্মাকে ও সাংখ্য জ্ঞানযোগে আত্মাকে বিশ্বরূপে উপলব্ধি করা যায়। সগুণ উপাসনায় ক্রমমুক্তি হয়। ভক্তিযোগে জীবন্মুক্তির কথা, প্রথমে উপাস্যের রূপ ও গুণের “শ্রবনম্, কীর্ত্তনম্, স্মরণম্, বিষ্ণুপাদ সেবনম্” অর্চ্চণং বন্দনং, দাস্যম, সখ্যম, আত্মনিবেদনম্ এই নববিধ। এই নববিধা ভক্তিতে চিত্তশুদ্ধি হয় পরে মানসপূজা ধ্যান ও অষ্টাঙ্গ যোগদ্বারা চিত্তকে একাগ্র করিয়া ইষ্টদেবতার ধ্যান করিতে করিতে

তাঁহার দাস হইয়া মানস পূজায় ভগবানের দর্শন হয়, এবং মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া সেইখানে বাস করিয়া ক্রমে পরা ভক্তিলাভ করিয়া জ্ঞান বলে মহাপ্রলয়ের শেষে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিয়া থাকেন।

নির্গুণ উপাসনায় সদ্যমুক্তি হয়। মোটামুটি ইহা জানা উচিত আমি, আমার, বিষয় বাসনা, জগৎ সংসার, দৃশ্য, দর্শন, দেহে আত্মাভিমান, ভোগে রুচি, রজঃ ও তমোগুণ স্বীকার এই সকল থাকিতে জীবন্মুক্তি সুদূরপরাহত। মৈত্রী, মুদিতা করুণা উপেক্ষা দ্বারা সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি, অপৈশুন "অমানিনা মানদেন কীর্ত্তণীয়ঃ সদাহরিঃ।" গীতায় ভক্তিযোগে ১২ অধ্যায়ে যে সকল গুণ থাকা ভাল বলিয়া লিখিত আছে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ ১৩ অধ্যায়ে যে সকল গুণ লিখিত আছে ও ১৫ অধ্যায়ে যে সকল গুণ লিখিত আছে এই সকল থাকিলে, রাগ, দ্বেষ কাম, ক্রোধ, লোভ এই সকল দোষ না থাকিলে আত্মতত্ত্ব শীঘ্র জানিতে পারা যায়। উপরোক্ত সদ্‌গুণগুলি আত্মদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে হইয়া থাকে, ইষ্টদেবতাকে, আত্মাকে, বিশ্বরূপকে ব্রহ্মরূপে হৃদয়ে ভাবনা করিয়া পূজা করা ও এই পূজা আত্মতত্ত্ব বিবেক ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ দ্বারা মনকে অন্তর্মুখী করিয়া ধ্যানদ্বারা করিতে হয়, ইহাই অন্তর্পূজা। বাহ্যপূজা ও নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি তাহার পর গুরুমুখে বা শাস্ত্রমুখে আত্মার "স্বরূপ" জানিয়া বোধ, শমতা, ও শান্তিরূপ পুষ্প দিয়া আত্মদেবের পূজা করিতে হয়। ক্রমে বিচার জ্ঞান পাইলে

একান্তে ধ্যান দ্বারা মহাদেব আত্মার অন্তর পূজা করিতে হয়। আত্মার স্বরূপ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ভক্তি বা উপাসনা (যদিও এক) এই দুইটীর দ্বারাও চিত্তশুদ্ধি হয়। তাহার পর ধ্যানের জন্য চিত্ত উপযোগী হইলে সেই সময় দিবারাত্র অবিচ্ছিন্নভাবে (তৈলধারাবৎ) ইষ্টদেবতাকে হৃদয়গুহাতে বিশ্বরূপ হৃদয়দেবতা মায়াশ্রয়ে সগুণ ব্রহ্মের সহিত একীকৃত ধ্যান করিতে করিতে শেষে ঈশ্বরের সহিত সাযুজ্য পাওয়া যায়, তৎপরে পরা ভক্তির উদয়ে তত্ত্বের সহিত ভগবানকে জানিয়া পরব্রহ্মে স্থিত হওয়া যায়, ইহারই নাম ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা তুরীয়াতীত অবস্থা যতক্ষণ না পরমার্থ-জ্ঞান হয় ততক্ষণ তুরীয় পদ পাওয়া যায় না। উহার পরে পরম জ্ঞান পাইয়া জীবচৈতন্য ও ঈশ্বরচৈতন্যের অভেদ জ্ঞান হইলে নির্ব্বাণ বা তুরীয়াতীত অবস্থা হয়। পরম জ্ঞানই পরা ভক্তি, ঐ পরাভক্তির দ্বারা স্বদেহেই পুরুষকার প্রযত্নে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হয়। সৎ শাস্ত্র ও সৎসঙ্গজনিত যে বিবেকবুদ্ধি ও বৈরাগ্য তাহার দ্বারা অবিদ্যা বা সংসার মায়া বিনষ্ট হয়। আত্মকথা ও আত্মবিচার ব্যতীত সংসারক্লেশ নষ্ট হইতে পারে না যে কোন উপায়ে হউক মনকে আত্মসংস্থ করিয়া দিবারাত্র অনন্যচেতা হইয়া ব্রহ্মই ইষ্টদেবতা এইরূপ একতা হৃদয় গুহায় ধারণ করিতে পারিলে পরমাত্ম দর্শন হয়। অন্য কোন চিন্তা থাকিলে কি ভোগের ইচ্ছা থাকিলে কি অবিচ্ছিন্নতৈলধারাবৎ ধ্যান না হইলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই জ্ঞান দৃঢ় হইলে নির্গুণ

উপাসনায় আত্মদর্শন হয়। পণ্ডিতপ্রবর রামদয়ালের গীতা হইতে "প্রথমে মনকে বাহিরের দৃশ্যের মধ্যে ভগবান্ আছেন এই ধারণা করাইতে হইবে। তাহার পর মনোবৃত্তির মধ্যে হৃদয়ে বুদ্ধি দ্বারা ধ্যান দ্বারা জীবত্মাকে ঈশ্বর আত্মাতে শেষে সমাধির দ্বারা জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে দর্শন করিবে।" অষ্টাঙ্গযোগে এইরূপ মুক্তিলাভ হয়। চিত্ত জয় করিয়া অচিন্ত হইলেও দৃশ্য দর্শন মার্জ্জন করিতে পারিলেও ব্রহ্মদর্শন হয়। তত্বজ্ঞান, বাসনাত্যাগ, মনোনাশ ও প্রাণায়াম সমকালে করা চাই ইহাতেও আত্মদর্শন হয়। জগৎ বা সংসার নাই এ বোধেও আত্মজ্ঞান হয় ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান এই তিনটীর দ্বারা আত্মদর্শন হয়। ইহার মধ্যে জ্ঞান দ্বারা দর্শন হইলে সদ্যো মুক্তি হয়। যোগে বা ভক্তিতে ক্রম মুক্তি হয় যোগশাস্ত্র আজকালকার দিনে অভ্যাস করা অতি কঠিন, সুতরাং অষ্টাঙ্গযোগ যথা যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যা-হার এই পাঁচটী আজকালকার দিনে শিক্ষা করিতে পারা যায় সুতরাং এই পাঁচটীর দ্বারাও আত্ম দর্শণের অনেক সাহায্য পাওয়া যায়। অষ্টাঙ্গযোগের অন্তরঙ্গ সাধনা, ধারণা ধ্যান ও সমাধি এই তিনটী ও উপরোক্ত ঐ পাঁচটী বহিরঙ্গ সাধনা যুক্ত হইয়া আত্মদর্শন লাভ হয়। এবং ঐ সকল যোগ দ্বারা ও শমদমাদি সাধন চতুষ্টয়ের দ্বারা মনকে ও ইন্দ্রিয় দিগকে নিগ্রহ করিতে পারিলে ভগবানের পূজায় বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। গীতার ঐ শ্লোকগুলি যথা "মৎকর্ম্মকৃৎ মৎপরম মদ্ভক্ত

সঙ্গবর্জ্জিত নির্ব্বৈর সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব"। "মন্মনা ভব মদ্‌ভক্ত মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু মামেবৈষ্যাসি সত্যং তে প্রতি-জানে প্রিয়োইসি মে"। কর্ম্মযোগে কর্ম্ম করিয়া সম্প্র-জ্ঞাত সমাধি অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা দ্বারা আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মকে পাওয়া যায়। নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া চিত্তশুদ্ধি হইলে পর চিত্তনিরোধ বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্ত সমত্ব লাভ করিয়া বিচার অর্থাৎ শ্রবন, মনন, নিধিধ্যাসন দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়া ঐ আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপে পাওয়া যায়। মোট কথা এই যে মনকে সংযত করিয়া একমাত্র ভগবানে সমর্পণ করিতে পারিলে ও সর্ব্বভাবাপন্ন সর্ব্ববস্তুকে ব্রহ্মাকারা বৃত্তিতে দেখিয়া অদ্বৈত জ্ঞান হইলে জীবের ও ব্রহ্মের একতাজ্ঞান হয়। এই সংসারে আস্থা করিবার কিছুই নাই এবং শোক করিবারও কিছুই নাই এইরূপ বিচার করিতে পারিলে মনের শান্তি হয়। মনের শান্তিতে সঙ্কল্পত্যাগ হইলে মনের নাশ হয় এইরূপে চিত্তক্ষয় করিতে পারিলে তত্ত্বজ্ঞানেরও সুবিধা হয় কিন্তু প্রথম হইতেই বাসনাত্যাগ, চিত্তক্ষয়, সঙ্কল্পত্যাগ, ও তত্ত্বজ্ঞান, সম-কালে অভ্যাস করিলে আত্মদর্শনের সুবিধা হয়। ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করিতে গেলে নিজের অহং ভাবটা ঈশ্বরে অর্পণ করা চাই এবং এই অহং ভাবটা কাটিয়া গেলে ও ফলাসঙ্গ ছাড়িয়া দিয়া কাজ করিলে নিষ্কাম কর্ম্ম হইয়া যাইবে, ও আসক্তিদ্বারা কার্য্যটী হইবে না। কোন বিষয়ে আসক্তি না থাকিলে সঙ্গ ত্যাগ হইয়া নিঃসঙ্গ পুরুষ হইয়া

যাইবে ও এইরূপে আত্মদর্শনের পথ পরিষ্কার হইয়া যাইবে। গীতার ১৩ অধ্যায়ে ২৪ ও ২৫ শ্লোকে মৃত্যু অতিক্রমণের ও আত্মদর্শনের উপায় কথিত আছে, অর্থাৎ ধ্যানের দ্বারা সাংখ্য যোগের দ্বারা কর্ম্মযোগের দ্বারা আত্মদর্শন ও গুরু বাক্যাদি শ্রবণে বিশ্বাসযোগে মৃত্যু অতিক্রমণ করা যায়। অষ্টাঙ্গযোগের বহিরঙ্গ সাধনা অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার দ্বারাও মন সংযত হয়।

সেই কারণে বিশ্বরূপে কি মূর্ত্তিতে মনকে ধারণা করা হয়, পরে শ্রবণ, মনন দ্বারা আত্মার ধ্যান করিয়া বুদ্ধির দ্বারা হৃৎপদ্মে স্থিত প্রত্যক চেতনের অনুভব হয় ও ঐ প্রত্যক চেতনই যে ধ্যানকারী আমি তাহা প্রতীতি হয়, শেষে সমাধিতে আমি প্রত্যক্ চেতনই যে বিশ্বরূপ বা পরমাত্মা তাহা অনুভবে আইসে। এক ব্রহ্মই আছেন জগৎ সৃষ্ট হয় নাই, আর কিছুই নাই এ একটী ব্রহ্মের রূপ, আর "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই একটী ব্রহ্মরূপ, ব্রহ্মই সমস্ত এই জ্ঞান হইলেও যাহা কিছু আছে সমস্তই ব্রহ্মাত্মক ও চিত্তকে ব্রহ্মাকারে ভাবিত করিলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। মোট কথা এই যে দিবারাত্র আত্মদেবকে লইয়া থাকিতে পারিলে কি ইষ্টদেবতাকে লইয়া থাকিতে পারিলে জগতের যা কিছু সমস্ত ভুল হইয়া যায় ও কোনরূপ ভোগেচ্ছা থাকে না এবং ঠাকুর ঠাকুর করিয়া পাগল হইতে পারা যায় ও শান্তি বা নির্ব্বাসনত্ব লাভ করা যায় ইহাতেই সঙ্গত্যাগ হইয়া ব্রহ্মেতে স্থিতি হয়! "বাসুদেবে ভগবতি

ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ তদ- ৮
হৈতুকম্”। ভক্তিযোগে বৈরাগ্য ও জ্ঞান হয়, জ্ঞান না হইলে ব্রহ্মকে পাওয়া যায় না। (১) শম, দম, তিতিক্ষা শ্রদ্ধা, (গুরু ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস) উপরতি ও সমাধান ষট্‌সম্পত্তি সাধনা। (২) নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক অর্থাৎ ব্রহ্মই নিত্য আর যাহা কিছু আছে সকলই অনিত্য। (৩) ইহামুত্রচ ফলভোগ বিরাগ। (৪) মুমুক্ষুত্বম্ সাধন চতুষ্টয় যোগের দ্বারা প্রাণ-স্পন্দন বন্ধ করা যায় ও প্রাণস্পন্দন না হইলে মন ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যায়' একের নাশে অপরের নাশ হয়। অভ্যাস-যোগে অভিষ্ট দেবতাতে একাগ্রতা জন্মিলে ও প্রাণ স্পন্দন নিরোধ হয়, ইহা ভিন্ন প্রাণায়াম ও অপর যোগ দ্বারা চিত্ত-স্পন্দন বন্ধ হয়। যোগবাশিষ্ট রামায়ণের নির্ব্বাণ প্রকরণের পূর্ব্বভাগ অষ্টসপ্ততিতমসর্গ হইতে প্রাণনিরোধের বিশেষ বিশেষ যোগ জানিতে পারা যায়। একাগ্রতা আনিতে গেলে সজ্জন সংসর্গ, শাস্ত্রালোচনা, ও বৈরাগ্য চাই। সংসারের মূল দগ্ধ করিতে হইলে চিদাত্মাকে চিত্ত হইতে পৃথক্ কৃত ভাবিতে হইবে। চিত্ত হইতে পৃথক্ কৃত চেতনকেই প্রত্যক চেতন বলে। সর্ব্বদা একাগ্রভাবে অন্তঃস্থ চৈতন্য মাত্রেরই অনুসন্ধান তৎপর হইলে বাসনা ক্ষীণ হইয়া যাইবে ও মন মননের উপযোগী হইবে। যেহেতু এক বই আর দুই নাই তখন কিছু শোক করিবার নাই ও কিছু খেদ করিবার নাই সেইজন্য মায়া মমতা কিছুই নাই একমাত্র ব্রহ্মই আছেন। প্রকৃতি হইতে জীব-

ব্রহ্মের যে কলুষভাব হয় সেই সকল কলঙ্ক কলুষভাব জীবকে আত্মতত্ত্ব অভ্যাস করিয়া আত্মা হইতে যে প্রকৃতি ভিন্ন এই বিচার করিতে পারিলে জীবই ব্রহ্ম হইয়া যাইবে। যখন একমাত্র ব্রহ্মেরই স্ফুরণ তখন আর যাহা কিছু সমস্ত অলীক ও মিথ্যা, সুতরাং তাহাতে আস্থা রাখা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। বিশ্বাস একটী গুণ, যাহার দ্বারা ব্রহ্মেরও উপলব্ধি হয়। যখন শক্তিমান্ ও শক্তি জড়িত থাকে তখন সৃষ্টি হয় না, আর তখন শক্তি নির্গুণা, শক্তিপূজায় নির্গুণা শক্তিই বুঝায় আর শক্তিমান্ ও নির্গুণ। শক্তিগীতাতে শক্তিই মহাদেবী বলিয়া কথিতা ও ইনিই নির্গুণা, চিৎ চেত্যভাব ধারণ করিলে সগুণ হন। চেত্যভাবটী মায়াশক্তি, চেত্যভাবরহিত চিৎই নির্গুণ, চেত্যভাবই চিৎএর স্পন্দন। আত্মদর্শনের উত্তম উপায় যথা (১) বাসনাকে ত্যাগ করিয়া চিৎরূপে পরিশোধিত অখণ্ডানন্দপদে অবিনাশিণী স্থিতিকে যথার্থরূপে আশ্রয় করা। (২) মধ্যম উপায় জগৎকারণে সত্তা সামান্য বুদ্ধি রাখা। (৩) সৎচিৎ স্বরূপে চিন্তাপরায়ণ হওয়া। ইহাতে বহুকাল সময় লাগে। (উপশম প্রকরণ ৯২ সর্গ যোগাবাশিষ্ট পণ্ডিত পঞ্চানন কৃত) ইহার মধ্যে প্রথমটীতে যে বাসনাত্যাগ করা তাহার উপায় তত্ত্বজ্ঞান, প্রাণস্পন্দন বন্ধ করিয়া চিত্তনিরোধ, বাসনাত্যাগ, চিত্তক্ষয়, প্রাণায়াম ও তত্ত্বাভ্যাস সমকালে করিতে হইবে। জ্ঞানদৃষ্টির দ্বারা সজ্জন কি গুরুর সহিত জগৎ কি? দেহ কি বস্তু ও কাহার সহিত ইহার সম্পর্ক এই সব বিষয়ে নিরন্তর বিচার

পরায়ণ হও। এরূপ করিলে ব্রহ্মস্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। বিচার বলে সম্যক্‌দর্শন হইলে জীবের অবিদ্যা ছুটিয়া যায় ও জীব আত্মপদে অধিরূঢ় হয়। জগৎ চৈতন্যেরই আভাষমাত্র, সৎও নহে অসৎ নহে এইরূপ কল্পনা করিয়া অন্যবিধ কল্পনাত্যাগ করার নামই সম্যক্ জ্ঞানলাভ। শরীরের নশ্বরতা দর্শন করিলে বাসনালতা ক্ষীণ হইয়া যায়। যে সময় যেরূপ অবস্থায় থাক না কেন সমস্ত সময়ই ব্রহ্মস্বরূপ লাভের জন্য যত্নবান্ হওয়া চাই। দিবারাত্র ভক্তিযোগে ভগবানের পূজা করিলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া সেই পূজকের নিকট বিবেকনামক দূত প্রেরণ করেন তাহাতেই বিচারণা লাভকরা যায়। যে ব্যক্তি বৈরাগ্যবলে বিচারপ্রাপ্ত হয় সে শমদমাদি গুণে ভূষিত হয় ও সম্যকবিচার বলে আত্মস্বরূপ লাভ করে বিচার হইতে উত্থিত যে বিজ্ঞান তাহাকেই বুধগণ জ্ঞান কহেন এবং এই জ্ঞানের মধ্যেই জ্ঞেয় স্বরূপ অবস্থিত আছেন যেমন জলমধ্যে মাধুর্য্য। চিত্তকে অন্তরাভিমুখী করিলে ক্রমশঃ বাসনা ক্ষয় হইবে। শাস্ত্রোজ্জ্বলা বুদ্ধি বলে বিচার দ্বারা ব্রহ্মপদে বিশ্রাম করা যায় ও তখন আর লোভাদি রিপুগণ জীবকে আক্রমণ করিতে পারে না। জগতের যে কিছু বস্তু তাহা সমস্তই সংবিদের স্পন্দনমাত্র, এই সংবিদই ব্রহ্মসত্তা ও ব্রহ্মজ্ঞান। যদি কর্ম্মে কোনরূপ সঙ্গ বা আসক্তি না থাকে তাহা হইলে জীব ঐ কর্ম্মের কর্ত্তা হয় না। সঙ্গবিহীন হওয়াতে জীব নির্লিপ্ত হয়। আসক্তি শূন্য মানসে কর্ম্ম করিলে

মনোরাজ্যের শৃঙ্খলাদিবিভব নষ্ট হয়, ও ফলাভিশূন্য হইয়া সুখে বা দুঃখে লিপ্ত হন না এই সঙ্গ বা আসক্তি হইতেই জীবের সংসার হয় ও আশারূপ রজ্জুতে জীব বদ্ধ হয়। প্রিয় বস্তুতে আনন্দ ও অপ্রিয় বস্তুতে যে বিবাদ তাহা এই সঙ্গের দ্বারাই উৎপন্ন হয়। এবং ইহাই বাসনা, ক্রোধ। ভেদবুদ্ধি, পরিত্যাগ ফলাভিসন্ধিত্যাগ, ব্যবহারপরায়ণ ও আত্মবিচার করিলে সমাধির প্রকাশে বিশুদ্ধা বুদ্ধির দ্বারা ব্রহ্মপদ পাওয়া যায়। আত্মা যখন জীবাদিরূপ কলুষে আবৃত থাকেন সেই সময়ের চিত্তই অবিদ্যানামে কথিত। ঐ চিত্তই জীবের চিত্ত। জীব যখন এই চিত্তকে নিজে পৌরুষবলে তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে নির্ম্মল করিতে পারে ও ক্রমে অচিত্ত হইয়া যায় তখনই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। "এই সময়ের চিত্ত সত্ত্বনামে অভিহিত হয়। প্রকৃতরূপে জানিয়া শুনিয়া বাসনার যে পরিহার সেই প্রকৃত পরিহার ও এই পরিহার বশতই চিত্তের যে সামান্য রূপবত্তা তাহাকেই কৈবল্যপদ বলিয়া জানিও।" স্থাবরাদি অবস্থাতে বাসনার প্রকৃত পরিহার হয় না বলিয়া সত্ত্বা সামান্যরূপবত্তা হয় না ও জড়তাই দুঃখদায়ী কারণ সে অবস্থায় মূকের ন্যায় অন্ধের ন্যায় জড়ের ন্যায় সত্ত্বামাত্রেই পর্য্যবসিত থাকে সুতরাং তথায় মুক্তি অনেকদূরে, বৃক্ষলতাদি স্থাবরজড়পদার্থ তাহদের যে সুষুপ্ত জড়তা তাহা শীঘ্র মুক্তির কারণ নহে কারণ তাহাদের বাসনা অন্তরে থাকে সেইজন্য তাহারা বার বার জন্মগ্রহণ করে।"

স্থাবর তরুলতাদির যে রসাকর্ষিণী শক্তি থাকে তাহাও চিৎ শক্তি এবং চিৎশক্তিবলে বসন্তকালে ঐ তরুলতা নবফল-পুষ্পাদিতে সুশোভিত হয়। সমস্ত বস্তুতে প্রাণীতেও যে কিছু সংসারে দেখিতে পাও তাহাতেও বিবিধভাব সকলে পরমাত্মা আছেন (যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণ) ও এই সকলই যে পরমাত্মা ভিন্ন কিছু নয় এইরূপ বিচার ও মনন করিতে পারিলে সমস্ত বিষয়ই যে ব্রহ্মময় তাহা বুঝিতে পারিবে ও ইহাই চিত্তকে ব্রহ্মাকারে ভাবিত করার ফল, এইরূপ ব্রহ্মাকারা বৃত্তি উপার্জ্জন করিতে পারিলে অচিরে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। শ্রীগীতার ২ অধ্যায়ে সাংখ্যযোগ বর্ণিত হইয়াছে ঐ যোগ মোটামুটি হইতেছে যে—আত্মা কি ও দেহ কি ? আত্মা চিরকালই আছেন ও তিনি মায়াসংযোগে জীবভাব ধারণ করেন, এই জীবও শাশ্বত ব্রহ্ম, অর্থাৎ জীব যখন সাধনা বলে অবিদ্যামুক্ত হন্ তখনই পরম পদে অবস্থিত হন্। দেহই অনিত্য, আত্মা নিত্য, দেহই নষ্ট হয় আত্মা কখনও নষ্ট হন্ না, তিনি অব্যয়, দেহধারী অজ্ঞান জীবেরই জন্ম মৃত্যু শোক মোহ ও ক্ষুৎপিপাসা। মানুষের যখন মরণ হয় তখন কেবল দেহই নষ্ট হয়। সুতরাং ইহাতে শোকের কিছুই নাই, অসতের ভাব নাই এবং সতেরও অভাব নাই। দেহ অগ্রে ছিল না পরেও থাকে না মধ্যে কিছুকাল থাকে বলিয়া কি সে নিত্য বস্তু হইতে পারে। নিশ্চয় স্বভাব বুদ্ধিই শ্রেয়মার্গে লইয়া যায়। সঙ্গত্যাগ করিয়া যোগস্থ হইয়া সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাব হইলে উহাকে সমত্বযোগ বলে।

(গীতা) এই সমত্বযোগের দ্বারাও নিষ্কাম কর্ম্ম হইয়া থাকে। কারণ তখন আসক্তি থাকে না। ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ, আসক্তি ত্যাগ, ও কর্ম্মফলের হেতু না হওয়া এই তিনটী নিষ্কাম কর্ম্মের অঙ্গ। ইন্দ্রিয় সংযমনের কথা এই ২ অধ্যায়ে আছে। ইন্দ্রিয় সংযম করিতে পারিলে স্থিতপ্রজ্ঞের গুণ পাওয়া যায়। রাগদ্বেষ ত্যাগ করিয়া বিষয় দর্শন করিলে মোহ আসে না, মোহ না আসিলে আত্মপ্রসাদ পাওয়া যায়। এবং ঐ প্রসাদেই আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখের বিনাশ হইয়া জীব বুদ্ধির দ্বারা আত্মস্বরূপের জ্ঞান পাইয়া নিশ্চলী হইয়া যায় ও আত্মভাবনার দ্বারা ব্রহ্মে যুক্ত হয় ও জীব তখন শান্তি পায়। যখন মানুষ সমস্ত কামনা ত্যাগ করিয়া মমতাশূন্য ও অহঙ্কারশূন্য হয় তখন সে শান্তি পাইয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ পাইয়া থাকে। মায়াই সঙ্কল্প বা প্রকৃতি, প্রকৃতির দুইটী গুণ, আবরণ ও বিক্ষেপ। মায়াই পরমাত্মার স্বরূপ আবৃত করিয়া অন্যরূপে দেখান। বিক্ষেপ শক্তি-বলে স্বপ্নরূপী বিশ্ব আবির্ভূত হয়, ও বিক্ষেপ শক্তির শান্তিতে তিরোহিত হইয়া যায়। স্বপ্নে সৃষ্টি, জাগ্রতে স্থিতি, ও সুষুপ্তিতে প্রলয়। বুদ্ধি হইতে অহংকার উৎপন্ন হয়। (দয়ানন্দ স্বামীর তত্ত্ববোধ হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত) "তত্ত্ববোধের কথা শরীর ত্রিবিধ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। স্থূল শরীর পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতে নির্ম্মিত। স্থূল শরীর দ্বারা কর্ম্ম জন্য সুখ দুঃখাদিভোগক্ষেত্র হইয়া থাকে এবং বর্ত্তমান আছে, উৎপন্ন হয়, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, পরিণাম লাভ করে, ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও বিনশপ্রাপ্ত হয় ইহা ষট্-

ভাববিকারবিশিষ্ট। সূক্ষ্ম শরীর অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত হইতে নির্ম্মিত সুখদুঃখাদিভোগের সাধন। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চবায়ু, একমন, একবুদ্ধি এই সপ্তদশ কলার সহিত বিদ্যমান আছে। হৃদয়গ্রন্থি (মায়ামোহ) জড় ও চেতনের গ্রন্থি বন্ধনের সময় উৎপন্ন হয়।

অনাদি জীবপ্রবাহে পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্টির প্রারম্ভে জড় এবং চেতনের গ্রন্থিবন্ধনের সময় যে প্রথম দশা উৎপন্ন হয় উহা জীবের কারণ শরীর। সূক্ষ্মশরীরে সংস্কার পৃথক্ হয়। এইরূপ নিজ নিজ সংস্কার অনুসারে পৃথক্ বিচিত্রময় স্থূল শরীর ধারণ করিতে হয়। অনাদি অবিদ্যামুলক এবং অপর দুই শরীরের মূল কারণ এবং চিদাত্মার বিকারহীন যে দশা উহাকে কারণ শরীর বলে। "তত্ত্বমসি—অবিদ্যা ও তৎকার্য্য কর্ত্তৃত্বাদিগুণ বিশিষ্ট শরীরাভিমানী জীবই ত্বংপদের বাচ্যার্থ হয়। অবিদ্যা রূপ উপাধিশূন্য সমাধিদশাপ্রাপ্ত অবিদ্যা ও তৎকার্য্যরহিত চিন্মাত্র শুদ্ধ চৈতন্যই ত্বং পদের লক্ষ্যার্থ। মায়া ও তৎকার্য্য সর্ব্বজ্ঞত্বপ্রভৃতিগুণসম্পন্ন ঈশ্বরই তৎপদের বাচ্যার্থ।" "মায়ারূপ উপাধিহীন শুদ্ধচৈতন্য মায়া ও তৎকার্য্যরহিত চিন্মাত্রই তৎপদের লক্ষ্যার্থ। যখন অবিদ্যারূপ উপাধির ভ্রম নষ্ট হইয়া যায় তখন আত্মসত্ত্বাই লক্ষ্যার্থরূপে অবশিষ্ট থাকে; এই প্রকার যখন মায়ারূপ উপাধির মহত্ত্ব তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা প্রতিপন্ন হয় তখন লক্ষ্যার্থরূপে আত্মসত্ত্বাই অবশিষ্ট থাকে। এইরূপে তত্ত্বজ্ঞানী জীবন্মুক্ত মহাত্মা জীবও ঈশ্বরের অভেদসত্ত্বা অনুভবকরতঃ

কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন।" পরোক্ষজ্ঞান গুরু বেদান্তবাক্যদ্বারা সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্রের দ্বারা হইয়া থাকে। অপরোক্ষজ্ঞানই জীব ও ব্রহ্মের একতা জ্ঞান। ইহা জীবন্মুক্ত পুরুষের হইয়া থাকে। "আমি ব্রহ্ম" এই প্রকার অপরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা সকল কর্ম্মবন্ধনের নিবৃত্তি হয়। যেরূপ আমি দেহ আমি পুরুষ আমি ব্রাহ্মণ আমি শূদ্র এই প্রকার দৃঢ় বিশ্বাস হয় সেইরূপ আমি দেহ নহি আমি পুরুষ নহি আমি ব্রাহ্মণ নহি আমি শূদ্র নহি পরন্তু আমি নিজস্বরূপে সত্যজ্ঞানানন্দ স্বরূপ স্বপ্রকাশ-রূপ সর্ব্বান্তর্য্যামী চিদাকাশ স্বরূপ এইপ্রকার দৃঢ় নিশ্চয়ই অপরোক্ষ জ্ঞান শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন কৃত যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের বঙ্গানুবাদ চিৎতত্ত্বঃ—"অবিদ্যা হেতুই জীবাদি কল্পনা, জীব-পুর্য্যষ্টকাদি যাহা কিছু তাহা অবিদ্যার ভ্রম, চিৎতত্ত্ব যখন বাহ্যবস্তুদর্শনোৎসুক তখন কলারূপ কলঙ্কে আচ্ছন্ন হইয়া পুর্য্যষ্টকরূপ ধারণ করতঃ জীবত্ব প্রাপ্ত হন্। তখন যে বস্তু যেরূপ ধারণা করেন তখন চিৎতত্ত্বও সেইভাবে তাহা অনুভব করেন। ঐ জীবরূপ চৈতন্যই পঞ্চতন্মাত্রতার সত্যতা ধারণা করিয়া দেন ও নিজে সেই জীবরূপে ধারণা করেন। ঐ পঞ্চতন্মাত্র হইতে বাহ্যিকপঞ্চভূত উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ঐ পঞ্চভূত হইতে বিবিধপ্রকার উৎপন্ন দৃশ্যসকল পঞ্চতন্মাত্র হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিক উভয়ই এক জীব তাহাতেই ইহা ইন্দ্রিয় প্রাণাদি আন্তর বস্তু ও ইহা ঘটাদি বাহ্য বস্তুভাবকে যথার্থ বলিয়া ধারণা করতঃ যেরূপ বাসনা করে সেইরূপই দৃঢ়তা

অবলম্বন করে। চিদাত্মা লিঙ্গশরীর অমূর্ত্ত এবং বাসনাবশে এই লিঙ্গশরীর সৃষ্ট হয়। অতিবাহিক দেহ বা লিঙ্গ-শরীর পূর্য্যষ্টকাত্মক, উহার পঞ্চীকৃত আকাশত্বই অতিস্থূলতা বা অসম্ভব, উহার বায়ুতা দেহতারূপ পঞ্চভূতাত্মক আকার নাই, ঐ বাসনার আধিক্য থাকিলে সুষুপ্তিভাব ঘটে, এই গাঢ় বাসনাবলে জীব স্থাবরাদি ভাব প্রাপ্ত হয়। জীবের বাসনা মধ্যম হইলে তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হয়। এবং বাসনা অল্প থাকিলে মনুষ্য গন্ধর্ব্বাদি ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জীবের সুষুপ্তিই জড়তা, স্বপ্নাবস্থায় চিত্তভ্রমণই সংসার, জাগ্রত অবস্থাই তুরীয়াবস্থা, আর যাহা প্রবোধ তাহাই মুক্তি। চিৎতত্ত্ব উপরোক্তরূপে বুঝা যায় যে চিৎ একাই সব, আর যাহা কিছু দেখা যায় তাহাই চিৎ ভিন্ন অপর কিছু নহে মিথ্যা আভাস মাত্র, বাসনাই অবিদ্যার মূল ও বাসনাই দেহ গঠন করে সুতরাং দেহনাশ না হইলে জীবের মুক্তি নাই আর দেহনাশ হইতে গেলে বাসনার ও নাশ চাই নির্ব্বাসনত্বহেতু লিঙ্গশরীর নষ্ট হইলে আর দেহ উৎপন্ন হয় না, চিত্ত হইতেই বাসনা, চিত্ত ক্ষয় করা চাই চিত্তক্ষয় করিতে গেলে প্রাণ নিরোধ চাই, এই প্রাণ নিরোধের বিষয় পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। প্রারব্ধকর্ম্ম ঃ— "এইস্থূল শরীরের উৎপাদক এবং এই শরীরের সুখ দুঃখাদি প্রদাতা পূর্ব্বাজ্জিত কর্ম্মই প্রারব্ধকর্ম্ম" জ্ঞানাগ্নি দ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম দগ্ধ হইয়া যায়। তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মা জ্ঞানের দ্বারা জীবন্মুক্ত দশা প্রাপ্ত হইলেও শরীরের অন্ত পর্য্যন্ত স্থূল শরীরের উৎপাদক

প্রারব্ধ ভোগ করিয়া থাকেন। প্রারব্ধকর্ম্ম কেবল ভোগের দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত এক ব্রহ্মকোটীর জীবন্মুক্ত অপর ঈশকোটীর জীবন্মুক্ত। ব্রহ্মকোটীর জীবন্মুক্ত মৌনী ও আত্মারাম, আর ইশকোটীর জীবন্মুক্ত ঈশ্বরের প্রতিনিধি হইয়া জগতের কল্যাণে রত থাকেন।

শ্রীগীতা ১ম অধ্যায়। প্রথম অধ্যায় বিষাদযোগ বিষাদযোগে বিষাদ বা বৈরাগ্য না জন্মিলে জ্ঞানলাভ হয় না।

গীতায় ২য় অধ্যায়ে সাংখ্যজ্ঞান পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

৩য় অধ্যায় কর্ম্মযোগ ঃ—কর্ম্মযোগে কাম, ক্রোধ কামনা ও দ্বেষ জয় করা। নিষ্কাম কর্ম্মযোগ দ্বারা চিত্তশুদ্ধ হইলে পর চিত্ত নিরোধ করিয়া চিত্ত সমত্ব লাভ করিয়া বিচার অর্থাৎ শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপে পাওয়া যায়। চতুর্থ অধ্যায় জ্ঞানযোগ, অবতার কথা এই ৪র্থ অধ্যায়ে আছে। ব্রহ্ম সগুণ, নির্গুণ, আত্মা ও অবতার এই চারিবিধ রূপই গীতাতে আছে। জ্ঞান পাইতে হইলে কর্ম্মে অকর্ম্ম ও অকর্ম্মণি কর্ম্ম দেখিতে হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মের কর্ম্ম কিছুই নাই সবই ব্রহ্মময়, আর অকর্ম্মণি কর্ম্ম দেখিলে ব্রহ্মে যাহা কিছু কর্ম্ম হয় সমস্তই মায়ার কর্ম্ম বলিয়া জানিতে হয়। শ্রদ্ধাবান্ সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করিয়া শান্তি পাইয়া থাকেন অজ্ঞ অশ্রদ্দধান সংশয়াত্মা ইহাদের ইহলোক পরলোক কি অন্য কোনরূপ সুখ নাই।

যে লোক যোগে কর্ম্ম সন্যস্ত করিয়াছেন ও জ্ঞানের দ্বারা আত্মসংশয় ছিন্ন করিয়াছেন সেই আত্মবন্ত ব্যক্তির কর্ম্মের বন্ধন হয় না। গীতার ৫ম ও ষষ্ঠ অধ্যায় যোগের কথা পঞ্চম অধ্যায় সন্ন্যাসযোগ, ষষ্ঠ অধ্যায় ধ্যানযোগ, সন্ন্যাসযোগ ও কর্ম্মযোগ করিলেও ধ্যানযোগে জ্ঞানলাভ হয় কিন্তু কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগের শ্রেষ্ঠতা গীতা দিয়াছেন। জীব কর্ম্মযোগ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিয়া প্রাণায়াম দ্বারা চিত্তনিরোধ করিয়া ভগবানের উপাসনা করিতে করিতে চিত্ত একাগ্রতা লাভ করে, শেষে সমাধি বলে প্রিয় আত্মাকে দর্শনলাভ করিতে পারে। যোগী হইতে হইলে সমস্ত সঙ্কল্প সন্ন্যাস (ত্যাগ) করিতে হয়। অভ্যাস দ্বারা মনকে আত্মসংস্থ করিতে হয়। কর্ম্মযোগ সহায়ে কর্ম্মের ফল সন্ন্যাস করিলে ভগবানকে শীঘ্র পাওয়া যায়। কেবল কর্ম্মসন্ন্যাস করিলে সিদ্ধি অনেক পরে হইয়া থাকে।

৭ম অধ্যায়

জ্ঞান বিজ্ঞানযোগ।

"ভূমি, আপ, অনল, বায়ু, আকাশ, বুদ্ধি, মন, অহংকার" এই আট প্রকার প্রকৃতি এবং জীবভূতা পরা প্রকৃতি মোট ৯টী প্রকৃতি, ইহা হইতে বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, সেইজন্য আমি এই সকলের মূল কারণ। ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নাই, আমার মায়া ত্রিগুণময়ী এবং ইহার দ্বারাই সমস্ত জগৎ মোহিত হইয়া

রহিয়াছে। আমি কিন্তু নির্ব্বিকার, এই মায়া সুদুস্তরা, আত্ম-দর্শন হইলে মায়াকে অতিক্রম করা যায়। আত্মদর্শন করিবার অনেক প্রকার উপায় পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে অতি দুর্লভ আমার ঈদৃশভক্ত বহুজন্মের শেষে জ্ঞানবান্ হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডই বাসুদেব এইরূপ সর্ব্বত্র আত্মদৃষ্টি দ্বারা আমাকে লাভ করেন। "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান না হইলে মহাত্মা হইতে পারে না।

গীতার ৮ম অধ্যায়

অক্ষর ব্রহ্মযোগ।

ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম্ম, অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ কি? "অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবঅধ্যাত্মমুচ্যতে" অর্থাৎ কিছুতেই যাহার ক্ষয় নাই জগতের সেই মূল কারণই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম তাঁহার ভাব উৎপত্তি অর্থাৎ অংশক্রমে জীবরূপে উৎপন্ন সেই ব্রহ্মই দেহাবলম্বনে সুখদুঃখাদির ভোক্তা এজন্য অধ্যাত্ম নামে খ্যাত। জীবের উৎপত্তি স্থিতি ও বৃদ্ধিকারক যজ্ঞকর্ম্ম ধনদানাদিক্রিয়া কর্ম্মশব্দবাচ্য। বিনশ্বর দেহাদি পদার্থ অধিভূত, হিরণ্যগর্ভ পুরুষই অধিদৈব অর্থাৎ সূক্ষ্মশরীর; অধিযজ্ঞই বিষ্ণু (কৃষ্ণ)। আমি অর্থাৎ যে পুরুষ দেহতে আছেন। অব্যক্ত ব্রহ্ম হইতে লোক সৃষ্টি হয়। এই অব্যক্ত হইতে অন্য অব্যক্তভাববিশিষ্ট

সনাতন পুরুষই অক্ষরপুরুষ, ইনিই পরমাগতি ইহার বিনাশ নাই, এই পুরুষই ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্ম, পুরুষোত্তম পুরুষ অক্ষর পুরুষ হইতে উচ্চ ও তিনিই পরমাত্মা। (রামদয়াল পণ্ডিতের গীতা হইতে) "ঈশ্বরের তুইটী রূপ (১) ধ্যেয় সগুণ ঈশ্বর, (২) জ্ঞেয় নির্গুণ ঈশ্বর, যাহরা ধারণাভ্যাসী তাহারা ধ্যেয় ঈশ্বর লইয়া থাকেন, ধ্যেয় ঈশ্বরে সমাধি করিলে ক্রমমুক্তি হয়। হৃদয়ে সগুণ ঈশ্বরের ধারণা ধ্যান ও সমাধি করিতে পারিলে ক্রমমুক্তি লাভ হয়। (ব্রহ্মলোকে গিয়া পরে মুক্তি হয়) ধ্যেয় ঈশ্বর সাকার ও জ্ঞেয় ঈশ্বর নিরাকার। আমার অব্যক্ত মূর্ত্তিদ্বারা আমি জগৎ ব্যাপিয়া আছি এই মূর্ত্তিটি "পরমভাব" অর্থাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপ ও সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা। জ্ঞেয় ঈশ্বরকে জানিলে সদ্য মুক্তি হয়।"

"পরম ভক্তিভরে প্রাণেশ্বর আমাতে সর্ব্বদা লাগিয়া থাকা, বেদান্তবিচার, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ, ব্রত ইত্যাদি প্রতিপালন দ্বারা আমার পরমভাব সমূহে দৃঢ় নিদিধ্যা-সন হইলে সাধক যে ভাবের উপাসনা করে সেই ভাবপ্রাপ্ত হয় ও তখন "অহং ব্রহ্মাস্মি" তত্ত্বমসি ইত্যাদি" অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মে"। নবম অধ্যায় রাজবিদ্যা রাজগুহ্যযোগ। ঈশ্বরার্পণ ঃ—সমস্ত কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিলে কর্ম্মে কর্ত্তৃত্ব বা আসক্তি থাকে না। সুতরাং ইহার দ্বারা ভক্তি উৎপন্ন হয় ও কর্ম্মের বন্ধন হয় না। এইরূপে সন্ন্যাসযোগ যুক্তাত্মা হইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে আমাকে একমনে ভজনা করিলে ভক্ত হইয়া

শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হয় ও নিত্য শান্তি লাভ করে এবং সে কখনও দুর্গতি পায় না। আমার ভক্তির অধিকারী সকলে, যে আমাকে ভক্তি করে সে পরমগতি প্রাপ্ত হয়। তোমার মনকে আমার ভজনায় নিযুক্ত কর। সেবা করিয়া আমার ভক্ত হও। আমাকে পূজা কর। আমাকে নমস্কার কর এইরূপ করিলে তোমার অন্তঃকরণ আমাতে সমাহিত করিতে পারিবে এবং আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।

আমাতে ভূত সকল অবস্থিত আছে কিন্তু বাসুদেব আমি ঐ ভূত সকলে অবস্থিত নহি। আমাতে সমস্ত বিশ্বই অবস্থিতি করিতেছে কিন্তু আমার সহিত তাহাদের মিশ্রতা নাই আমি প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া স্বভাব বশাৎ প্রাণীসমূহকে বারংবার সৃষ্টি করিয়া থাকি। মহাত্মাগণ আমাকে সর্ব্ব ইন্দ্রিয়াদির অগোচর জানিয়া একমনে উপাসনা করে। যে সকল লোকে অনন্য ভাবে আমাকে চিন্তা করিয়া আমার উপাসনা করে আমি তাহাদের অর্জ্জন ও রক্ষণের ভার লইয়া থাকি।

গীতাদশম অধ্যায় "বিভূতিযোগ"

আমার নিরুপাধিক স্বভাব কেহই জানে না, উপাধিক স্বভাব ও রূপ সহজে জানা যায়। ত্রিভুবনে যাহা কি ভাববান্ বিষয় বস্তু আছে তাহা সমস্তই "আমি"। আমি ভিন্ন আর কিছুই নাই। এই সব ভাববান্ ও রূপবান্ বস্তু সমস্তই চিৎশক্তি দ্বারা প্রকাশিত। এক কথা বলিতে গেলে আমি আমার এক অংশে সব হয়েছি।

১১ অধ্যায় "বিশ্বরূপ দর্শনযোগ"

"মৎপরমো মৎকর্ম্মকৃৎ মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব"। ঈশ্বর কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বিভূতিযোগের কথা বলিয়া বিশ্বরূপ দর্শন করাইলেন। এই বিশ্বরূপ দর্শনে পরা ভক্তি যোগ দৃঢ় হয়।

১২ অধ্যায়।

"ভক্ত্যাত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোর্জ্জুন জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ"। এই অধ্যায়ে উপরোক্ত ভক্তিযোগ উক্ত হইয়াছে এবং ক্রমে ভক্তিযোগ দৃঢ় হইয়া জ্ঞানের দিকে মন অগ্রসর হয়। সেইজন্য গীতার শেষ ৬ অধ্যায়ে জ্ঞানের কথা অধিক আছে ভক্তি বিনা বৈরাগ্য ও জ্ঞান জন্মিতে পারে না।

ঈশ্বরে ভক্তি না জন্মিলে বৈরাগ্য ও জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, সেইজন্য বলা হইয়াছে "বিনা ভক্তিং ন চ বৈরাগ্যং ন চ জ্ঞানং ন চ মুক্তিঃ" ভক্তিযোগের প্রকার ভেদ যথা (১) বিশ্বরূপে মন স্থাপন কর অর্থাৎ মনেবৃত্তিগুলিকে বিশ্বরূপ-বিষয়ে নিযুক্ত কর। (২) অভ্যাসযোগে চিত্তকে সমাধান করিয়া (একাগ্র করিয়া) বিশ্বরূপের ধ্যান করা। (৩) মৎকর্ম্ম-পরম অর্থাৎ আমার প্রীতির জন্য কর্ম্মপরায়ণ হও। আমি আছি এই বিশ্বাসে মদ্ভক্তি উৎপাদক কর্ম্মই মৎকর্ম্ম। শ্রবনাদি নয় প্রকার ভক্তি উৎপাদক কর্ম্মই মৎকর্ম্ম। (৪) মদেক-শরণ হইয়া সর্ব্বকর্ম্মফল ত্যাগ কর।

১৩ অধ্যায় ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞবিভাগ যোগ।

ক্ষেত্র ক্ষরপুরুষ, ক্ষেত্রজ্ঞ অক্ষর পুরুষ, ক্ষেত্র অর্থাৎ শরীর কে যে জানে সেই ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মা। ক্ষরপুরুষ অর্থাৎ প্রকৃতি ও সংঘাত। ক্ষেত্রজ্ঞই ঈশ্বর ইনি ক্ষেত্রে থাকেন। এই অধ্যায়ে ক্ষেত্রের ধর্ম্মগুলি কথিত আছে। জ্ঞানের অংশ ও ধর্ম্মগুলি কথিত আছে এবং জ্ঞেয় ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের ভাবগুলি বর্ণিত আছে প্রকৃতি পুরুষের বিষয় ও আত্মদর্শনের কথা কথিত আছে, যথা নিগু'ণ উপাসনা, - ধ্যানযোগ, বিশ্বরূপ বা সগুণ উপাসনা সাংখ্যযোগ বা কর্ম্মযোগ, অন্যের নিকট ও গুরুর নিকট শুনিয়া ভগবান আছেন এই অটল বিশ্বাসে আত্মদর্শন করা যায়।

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞসংযোগেই যাহা কিছু স্থাবর জঙ্গম সত্ত্ব-পদার্থ উৎপন্ন হয়। যে ব্যক্তি জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের অন্তররূপ অর্থাৎ বৈলক্ষণ্য দেখিতে পান এবং অবিদ্যা ও জীবচৈতন্যের পৃথক্স্থিতি বুঝিতে পারেন তিনিই মুক্ত হন অর্থাৎ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন।

১৪ অধ্যায় গুণত্রয় যোগ।

মহৎব্রহ্ম বা মহৎতত্ত্বই অব্যক্ত প্রকৃতি, প্রকৃতিই ব্রহ্মের যোনি বা গর্ভাধান স্থান, আর ব্রহ্ম বীজপ্রদ পিতা, ব্রহ্মশক্তি বা প্রকৃতির দ্বারা ধান্যবীজাঙ্কুর জন্মিয়া ভক্ষিত হইয়া পিতার দেহে প্রবেশ করিয়া রেতঃ উৎপাদন করে ঐ রেতঃ মাতার

জরায়ু যোনিতে পতিত হইয়া সন্তান উৎপাদন করে। ব্রহ্ম-শক্তিই ধান্যবীজাঙ্কুর হইয়া উৎপন্ন হয় ও তাহা পিতা ভক্ষণ করেন এইরূপে সৃষ্টি হয়। প্রকৃতি হইতে সত্ত্ব রজঃ ও তম এই তিন গুণ জন্মে। এই তিন গুণ জীবকে দেহে বদ্ধ করে, এই তিন গুণের বৈষম্য হইলে সৃষ্টি হয় আত্মচৈতন্য ঐ বৈষম্যের অহং অভিমান করিয়াই সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মা রজো-গুণ আশ্রয় করিয়া বিষ্ণু সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিয়া ও রুদ্রতমো গুণ আশ্রয় করিয়া যথাক্রমে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাকেন। সত্ত্ব গুণই যখন রজঃ ও তমোগুণ হইতে পৃথক্ থাকেন তখনই জীব অধ্যাত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া শিব বা ব্রহ্ম হইয়া যান।

অব্যভিচারিণী ভক্তিযোগের দ্বারা জীব গুণাতীত হইয়া যায় এবং এইরূপে গুণাতীত হইয়া ভক্তিযোগ দ্বারা জীব ব্রহ্মত্ব লাভ করে।

১৫ অধ্যায় "পুরুষোত্তম যোগ"।

ক্ষর পুরুষ অক্ষর পুরুষ ও এই দুইয়ের উপরে পুরুষোত্তম পুরুষ এই পুরুষোত্তম পুরুষই পরমাত্মা। এই অধ্যায়ের অশ্বত্থবৃক্ষই প্রকৃতিপুরুষ সংযোগ দ্বারা প্রকাশিত আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত জগৎ বা সংসার। এই সংসারের উৎপত্তি চিত্ত বা বাসনা হইতে। এই জগৎ বা সংসারকে মিথ্যা বলিয়া না জানিতে পারিলে জীবের মুক্তি নাই এবং চিত্তক্ষয় ও

বাসনাত্যাগ হইলে জগৎ মিথ্যা হইয়া যায়, এই সংসার বৃক্ষকে অসঙ্গশস্ত্র অর্থাৎ সঙ্গত্যাগরূপ শস্ত্র দ্বারা ছিন্ন করিতে পারিলে পরমপদ পাওয়া যায়। ব্রহ্ম মায়াসংযোগে সগুণ হইয়া সৃষ্টিকালে জীবভাব প্রাপ্ত হন ও তাহাতেই জীবের উৎপত্তি হয় অর্থাৎ ব্রহ্মাই পঞ্চতন্মাত্রা মন বুদ্ধি অহঙ্কার এই এই আটটী লইয়া পূর্য্যষ্টক হইয়া জীবভাব ধারন করেন। ক্ষর ও অক্ষর এই দুইপ্রকার পুরুষ, ক্ষরটি বিনশ্বর এবং অক্ষরটীই অবিনশ্বর কূটস্থ ঈশ্বর।

১৬ অধ্যায় দেব অসুর সম্পদযোগ।

এই অধ্যায়ে কতকগুলি গুণ আছে, যাহার দ্বারা দেবী সম্পদযুক্ত ও আসুরীসম্পদযুক্ত হয়। শাস্ত্রবিধিত্যাগ করিয়া নিজ ইচ্ছামত কর্ম্ম করিলে সিদ্ধি সুখ বা পরা গতি পাওয়া যায় না। শাস্ত্রপ্রমাণে শাস্ত্রবিধানোক্ত কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য বিধি।

১৭ অধ্যায় শ্রদ্ধাত্রয়যোগ।

শ্রদ্ধা ত্রিবিধা সাত্ত্বিকী রাজসী ও তামসী, সাত্ত্বিকী রাজসী ও তামসী শ্রদ্ধার কর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। এই ত্রিবিষয়ে আহার সম্বন্ধে ও পৃথক্ পৃথক্ বলা হইয়াছে। যজ্ঞ ও তিন গুণ লইয়া তিন রকম, তপঃ ও তিন রকম, যথা—"শারীরং আত্ময়ং ও মানসং" ইহা হইতে সাত্ত্বিক রজস ও তামস হইয়াছে।

১৮ অধ্যায় মোক্ষসন্ন্যাসযোগ—কর্ম্মসন্ন্যাসযোগ

অর্থাৎ একেবারে কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মযোগ অর্থাৎ কর্ম্মের ফলাকাঙ্খাত্যাগ এই দুইরূপে মোক্ষ পাওয়া যায়। নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা শীঘ্র পাওয়া যায়। উপরোক্ত দুইপ্রকার যোগের দ্বারা কিরূপে ব্রহ্মলাভ করা যায় তাহা পূর্ব্বে বিশেষ রূপে বলা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে চারিবর্ণের পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মগুলি বর্ণনা করা হইয়াছে, যথা—ব্রাহ্মণের "শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তি আর্জ্জবং এব চ। জ্ঞানং বিজ্ঞানং আস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥ বৈশ্য ও শূদ্রের যথা—"কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যং বৈশ্য-কর্ম্ম স্বভাবজম্। পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্।" ক্ষত্রিয়ের "শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্। দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্" ইত্যাদি। এই বর্ণাশ্রম কর্ম্ম পালন করিয়া মানুষ সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। নিজ বর্ণ কর্ম্ম কিছুতেই পরিত্যাগ করা উচিত নহে। স্বধর্ম্ম অন্য জাতির কর্ম্ম অপেক্ষা দুরনুষ্ঠেয় বা নীচ হইলেও তাহার পক্ষে মঙ্গল-জনক। এইপ্রকারে নিজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কর্ম্ম শ্রদ্ধার সহিত পালন করিয়া নিষ্পাপ হইয়া যায় ও উহাতে চিত্তশুদ্ধি হইয়া উপাসনার উপযোগী হয়। অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসমধিগচ্ছতি॥

ঈশ্বরই জীবের হৃদ্‌দেশে অবস্থান করিয়া সর্ব্বভূতকে যন্ত্রারূঢ়বস্তুর ন্যায় ভ্রমন করাইতেছেন, সেই ঈশ্বরে সর্ব্বতো-ভাবে শরণ লইলে তাঁহার প্রসাদে ব্রহ্মাখ্য শান্তি স্থান

পাওয়া যায়। ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া সর্ব্ব কর্ম্ম করিলে তাঁহার প্রসাদে শাশ্বত অব্যয় পদ পাওয়া যায়। গীতা বলিতেছেন সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যাগ করিয়া আমারই শরণ লও, আমিই তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব। উৎপত্তি প্রঃ ১ম সর্গ সংসার বন্ধনহেতুই জীব ব্রহ্মরূপে প্রকাশ পায় না, সংসার বন্ধন জীবে অর্থাৎ প্রত্যক্ আত্মায় স্বপ্নবৎ অবস্থিত।

"ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি" ব্রহ্মকে জানিলে জীব ব্রহ্ম হইয়া যায়। যতদিন সংসারবন্ধন না নাশ হয় ততদিন আত্মার স্বপ্নবন্ধন যায় না। সংসারবন্ধন নষ্ট হইলে আত্মার মায়া আবরণ ছুটিয়া যায় ও আত্মা স্বয়ং প্রকাশ হন্। (জগৎপ্রপঞ্চ ব্রহ্মেই অধিষ্ঠিত, যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম সেইরূপ জগৎ ব্রহ্মেই পর্য্যবসিত ও জগতের পৃথক্ সত্ত্বা নাই।) পরমাত্মা শুদ্ধ চিৎস্বভাব হইয়াও জড়রূপে বিবর্ত্তিত হন ও জীবভাব পরিগ্রহ করিয়া থাকেন, ঐ চৈতন্য বস্তু, পরে মনোভাব প্রাপ্ত হইয়া সঙ্কল্প বিকল্প বলে জড়ভাব বৃদ্ধি করিয়া প্রাণরূপ পঞ্চভূতরূপ পরিগ্রহ করেন। চিৎ আপনাকে অন্যরূপে দেখেন বলিয়া ঐসকল ভাবাপন্ন হন এবং নিজে আপনাকে নানারূপে দেখেন এবং এইরূপে ইন্দ্রজালোপম জগতের আবির্ভাব হয়। ব্রহ্ম এইরূপ নানা-ভাবাকারে ঈশ্বর বলিয়া কথিত হন। ব্রহ্মের ঋত, সত্য, পরব্রহ্ম, আত্মা প্রভৃতি নাম কল্পনা আছে। যেমন সমুদ্রের তরঙ্গ জল হইতে পৃথক্ নহে যেমন সুবর্ণ কটকাদি সুবর্ণ

হইতে পৃথক নহে সেইরূপ জগতের কোন বস্তুই ব্রহ্ম হইতে পৃথক নহে অর্থাৎ সমস্তই ব্রহ্ম।

মরণ ও আয়ুর বিচার

স্বীয়ধর্ম্মকার্য্যের হ্রাস হইলে আয়ুর হ্রাস, বৃদ্ধি হইলে আয়ুর বৃদ্ধি ও সাম্য থাকিলে সমতা হইয়া থাকে। বাল্যকালে মৃত্যুপ্রদ কর্ম্ম করিলে বাল্যকালে মৃত্যু ঘটে, যৌবনে মৃত্যুপ্রদ কর্ম্ম করিলে যৌবনেই মরিয়া থাকে, বৃদ্ধাবস্থায় মৃত্যুপ্রদ কর্ম্ম করিলে বার্দ্ধক্যেই মৃত্যু হয়। যে ব্যক্তি যথাশাস্ত্র আরম্ভ করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন তিনি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট আয়ুষ্কাল ভোগ করিয়া থাকেন। সত্য যুগে ৪০০ বৎসর, ত্রেতায় ৩০০ বৎসর, দ্বাপরে ২০০ বৎসর ও কলিতে ১০০ বৎসর, ধারণাভ্যাসী ও যুক্তি যুক্ত হইয়া সুখে দেহ পরিত্যাগ করেন। যাহারা ধারণাভ্যাসী নহেন ও যুক্তিমান নহেন তিনিই মূর্খ। এই মূর্খব্যক্তিই মৃত্যুকালে অশেষ দুঃখ ভোগ করে। বিষয়াসক্তব্যক্তি বাসনার আবেশে মৃত্যুকালে অনেক দুঃখ পায়। (উৎপত্তি প্রকরণ ৩য় ও ৪র্থ সর্গ) দৃশ্যের উপশম না হইলে দ্রষ্টা বোদ্ধা কৈবল্যলাভ করিতে পারে না, দৃশ্য অসম্ভব হইলে বোদ্ধাতে বোদ্ধৃভাব শান্ত হয়। এই শান্তিতেই কৈবল্য বা মুক্তি হয়। মনের উচ্ছেদ না হইলে দৃশ্যের বিনাশ হয় না। মনোনাশ বা চিত্তক্ষয় করিতে হইলে তত্ত্বাভ্যাস, প্রাণায়াম, ও বাসনাত্যাগ সমকালে করা চাই দৃশ্যপ্রপঞ্চের বিবিধ নাম যথা

"অবিদ্যা, সংস্থৃতি, চিও বা মন মায়ামোহবন্ধন তমঃ। যখন দৃশ্য দর্শন থাকে না তখন দ্রষ্টাই অদ্রষ্টা হন এবং ইহাই কৈবল্য। চিত্তস্পন্দন যখন আত্মাতে একতাপ্রাপ্ত হয় তখন রাগদ্বেষাদি ও বাসনাসমূহ দূরীভূত হয়। যাহা আছে তাহা কদাচ বিনাশ নাই। পর পর অবস্থা দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থা পরিবর্ত্তন হয় মাত্র। দৃশ্যের বীজ বা সংস্কার চিত্তে বা বুদ্ধিতে থাকিয়া পুনঃপুনঃ জন্মজন্মান্তরে দৃশ্যরূপ ধারণ করে ও যতদিন না দ্রষ্টা কৈবল্যপ্রাপ্ত হয় ততদিন দৃশ্যজগৎ মন হইতে মার্জ্জিত হয় না। দৃশ্যই জগৎ ও ব্রহ্ম ব্যতিরেকে জগৎশব্দের নামান্তর নাই। সত্যই এই জগৎ বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অলীক তথাপি যে ইহা প্রকাশ পাইতেছে ইহা কিছুই নহে যেহেতু পূর্ব্বে সৃষ্টিকালে উৎপন্ন হয় নাই, ইহা স্বপ্নানুভূত বস্তুর ন্যায় মনের ভাবমাত্র, এই মন ও অনুৎপন্ন ও অশরীরী। স্বপ্ন যেমন স্বপ্নান্তরকে দর্শন করায় সেইরূপ মন স্বয়ং অসৎ হইলেও নিজ ইচ্ছায় স্বদেহ কল্পনা করিয়া তাহা দ্বারা মিথ্যা জগৎ শোভা বিস্তার করিয়া থাকে।" মনই স্ফুরিত হইতেছে, সংহার করিতেছে, যাচনা করিতেছে, নীচগামী হইতেছে যাতায়াত করিতেছে, ভ্রমণ করিতেছে, নিমগ্ন হইতেছে ও মুক্তিলাভ করিতেছে।" সকলই মনের কার্য্য, অসৎ মন হইতে উৎপন্ন বিশ্ব ও অসৎ জানিবে। পূর্ণানন্দ ব্রহ্মকে নিজ শরীরেই পাওয়া যায়। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। সাধুসঙ্গ ও সংশাস্ত্রের অনুশীলন এই দুইটী তত্ত্বজ্ঞানের উপায়

তত্ত্বজ্ঞানের জন্য লোক ও শাস্ত্রের অবিরোধী যথাসম্ভব জীবিকায় সন্তুষ্ট থাকিয়া ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিবে। একমাত্র "দৃশ্যসকল মিথ্যা ভ্রান্তির পরিণাম" এই জ্ঞানব্যতীত চিত্তের চেত্যোন্মুখতা নিরোধ করা যায় না। দৃশ্যমাত্রেই অসম্ভব" অর্থাৎ মিথ্যা এ বোধ ব্যতীত দৃশ্যাতীত চিৎস্বরূপ মোক্ষের সম্ভাবনা নাই জীব যখন জীবভাব ত্যাগ করিয়া পরম ভাব গ্রহণ করিতে পারে তখনই দুঃখ সমুদয় এককালে দূর হইয়া যায়। বাহিরের প্রপঞ্চসমুদয় ব্রহ্মেরই প্রতিবিম্বমাত্র। যাহাতে দ্রষ্টা দৃশ্য ও দর্শন থাকিয়াও নাই ও যাহা আকাশ না হইয়া আকাশের সহিত তুলনা দেওয়া যায় সেইটীই পরমাত্মার রূপ ও ইনিই সাক্ষীচেতা। আত্মবিচার ও আত্মকথা ব্যতীত সংসার ক্লেশ নষ্ট হয় না, যাঁহাদের জীব ও ব্রহ্মের একতাজ্ঞান হয় তাঁহারাই জীবন্মুক্ত, এই জীবন্মুক্ত পুরুষ দেহান্তে জীবন্মুক্তি পরিত্যাগ করিয়া বিদেহমুক্ত হন ও ব্রহ্মের স্বরূপ হন। আত্মচৈতন্য প্রতিবিম্বিত জগৎপ্রপঞ্চই চিদাভাস।"

"৫৫ সর্গ উৎপত্তি সংসার মরণাবস্থা বর্ণন"

বায়ুরোধ বশতঃ নাড়িস্পন্দন প্রশান্ত হইলে জড়দেহ মৃত হইল বলা হয়, সেই দেহ শবরূপে পরিণত হইলেও প্রাণবায়ু মহানিলে লীন হইলে চেতনা বাসনাযুক্ত হইয়া স্বাত্মতন্ত্রে অবস্থিত হয় কিন্তু সূক্ষ্ম ঐ চেতনা পূনর্জন্মের বীজিভূত বাসনাবিশিষ্ট হইয়া থাকায় জীবনামে কথিত হয়, ঐ জীবই

ব্যবহারিক অবস্থায় "প্রেত" শব্দে নির্দ্দিষ্ট হয়। এই জীব বা প্রেত তখন প্রাক্তন দেহাদি দৃশ্য পরিত্যাগ করিয়া অন্য দৃশ্যদেহাদি দর্শনে প্রবৃত্ত হয় ও স্বপ্নসদৃশ স্ববাসনারূপ পরলোগমন ও তত্রত্যভোগাদি অনুভব করে। পরে তথায় মৃতিমূর্চ্ছা অনুভব করিয়া জন্মান্তরীয় বাসনা অনুভব করিয়া পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে। চিদাকাশই (ঈশ্বরই) জীববিভাগ করিয়া থাকেন, সেই অংশই সংবিদ্ নামে কথিত হয়। এই চিদাকাশই চাক্ষুষাদি বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা বাহ্যার্থের প্রকাশ করে।"

"ব্রহ্মজ্ঞান পাইবার ক্রম উপায় ১২২ সর্গ উঃ পঃ"

"নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা বিশুদ্ধ চিত্ত হইবার পর সৎসঙ্গ শাস্ত্রালোচনা দ্বারা বিবেক প্রাপ্ত হইলে ভালমন্দ বিচার করিতে মানুষ সক্ষম হয়। এই বিচার সামর্থ্য লাভ করিলে শুভেচ্ছানাম্নী বিবেক-ভূমিতে অধিরূঢ় হয়। ক্রমে ক্রমে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়া অসাধুবাসনা ত্যাগ করিতে পারে ও মন ক্রমে ক্রমে সংসার ভাবনা ত্যাগ করিতে শিখে। সংসারভাব ক্ষীণ হইলে বাসনা ক্ষীণ হইয়া যায়। তাহার পর যোগমার্গবর্ত্তী হইয়া পুরুষ ঐরূপে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করে ও বাসনার ক্ষীণবশতঃ পুরুষ অসংসক্ত নাম ধারণ করেন তখন সে কোন বিষয়ে আসক্ত হয় না ও কর্ম্মফলে আবদ্ধ হয় না। বাসনা ক্ষীণ হইতে থাকিলে অসত্য বাহ্যবিষয়ের

ভাবনাও ক্ষীণ করিতে অভ্যাস করে, এইরূপে আমি ব্রহ্ম এই ভাবনায় দৃশ্য পদার্থের মার্জ্জনা করিতে করিতে সমাধিস্থ হন। তখন মনকে স্বাত্মাতে ধারণ করিতে অভ্যাস করেন ও রুচিপূর্ব্বক কোন বিষয়েরই সেবা করেন না, এই অবস্থায় যোগী অর্দ্ধসুপ্ত ও অর্দ্ধপ্রবুদ্ধ মূঢ়ের ন্যায় বাহ্যকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন, তাহার পর স্বীয় চিত্তকে সূক্ষ্মতম একমাত্র ব্রহ্মরসময় করিয়া থাকেন ও বাহ্য বিষয়ের অভাবস্বরূপ যোগভূমিকাতে অধিরূঢ় হন এবং অন্তর্লীনচিত্ত হইয়া কতিপয় বৎসর ব্রহ্ম-ভাবনার অভ্যাস করেন, তৎপরে বাহ্যকর্ম্ম করিলেও একেবারে তদ্গত, ভাবনাশূন্য ও ক্রমে তুরীয় ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত হন ও জীবন্মুক্ত নামে কথিত হন।"

১১১ সর্গ উৎঃ প্রঃ চিত্তজয়, ১১৪ সর্গ উৎ প্রঃ

ইচ্ছামাত্রই অবিদ্যা, তাহার বিনাশই মোক্ষ- অসঙ্কল্পমাত্রেই সেই মোক্ষ সিদ্ধ হয়। বাসনা নিবৃত্ত হইলেই অবিদ্যাবরণ দূরীভূত হইয়া যায়। বিবেকের উদয় হইলে অবিদ্যা চলিয়া যায়। দৃঢ়বাসনা বা সংসক্তি বলে সংসারবাসনা প্রগাঢ় হইয়া থাকে। বিষয়ব্যাপ্তি রহিত সর্ব্বগামী যে চিন্ময় পদার্থ তিনিই আত্মা তাঁহাকেই পরমেশ্বর বলা হয়। সমুদয় জগৎ বা যাহা কিছু বিদ্যমান দেখা যায় সে সমস্তই আত্মা বলিয়া কথিত হয়। অবিদ্যা নামক কোন পদার্থই নাই কেবলমাত্র প্রকাশময় সর্ব্বানুগত সৎরূপ অক্ষত বিষয়ব্যাপ্তি

রহিত চিন্মাত্রই বিগুনান আছেন। নিত্য বিস্তৃত শুদ্ধ উপদ্রব-হীন শান্ত নির্ব্বিকারভাবে সমুদিত সেই পরমাত্মায় সাবরণ এই "চিৎ" জড়বিশ্ব বিষয় কল্পনা করিয়া বিচরণ করে। সেই সাবরণ চিৎকে মন বলা হয়। জল হইতে উত্থিত তরঙ্গের ন্যায় এই পরমাত্মদেব হইতে বিভাগ সঙ্কল্পনশক্তি উত্থিত হইয়াছে। এই সর্ব্বগ সর্ব্বশক্তিমান, মহাত্মা পরমাত্মার সঙ্কল্পবলেই এই সংসার পরমাত্মায় সত্যরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। সঙ্কল্পই পরমবন্ধ, অসঙ্কল্পই মুক্তি। মন, মোহ, সঙ্কল্পে (জগৎ ভাবনারূপ ভ্রম সঙ্কল্পে) মূঢ়প্রবোধ সঙ্কল্পে (ব্রহ্মভিন্ন আর কিছুই নাই এই সঙ্কল্পে) প্রবোধের নিমিত্ত ধাবিত হয়। অশুভ বাসনাই মোহ উৎপাদন করে এবং শুভ বাসনা প্রবোধের হেতু হয়। সঙ্কল্প ত্যাগ হইতে জীব যখন অসঙ্কল্পে চির আরূঢ় হয়, তখনই সেই জীব ব্রহ্মে পর্য্যবসিত হয়। "আমি সুখী আমি দুঃখী" এইরূপ ভ্রান্তি মরীচিকা সমান ভাবিয়া পরিত্যাগ কর এবং সত্যপদার্থে স্থিতিলাভকর অসঙ্কল্পই অবিদ্যার নিগ্রহ বলিয়া কথিত হয়। এই আমার পুত্র, এই আমার ধন, এই সেই আমি, এই আমার গৃহাদি এইরূপ ইন্দ্রজালাকারে বাসনা বিগলিত হইতে থাকে। আমার এই দ্রব্য ও আমি, এই দুইটী কিছুই নয়, আত্মতত্ত্বব্যতিরেকে অপর কিছুই সত্যপদার্থ দৃষ্ট হয় না।"

১১৫ সর্গ উৎঃ প্রঃ

"শরীর মূক জড়দেহ, এই দেহ ও দেহী এক নহে। এই দেহ কাষ্ঠভিত্তির সহিত সমান অর্থাৎ অচেতন ও অসত্য বলিয়া দেহের কর্ম্মফল বা ভোক্তৃত্ব সম্ভবে না, চিত্ত কিন্তু চিৎশক্তিপ্রাপ্ত চিন্ময়ের সহিত অভিন্ন হইয়া জীবত্ব প্রাপ্ত হয় এবং সংসারে অভিনিবিষ্ট হয়। ঐ চিত্ত অতি চঞ্চল জানিবে। এই চিত্তই ফলভোগ করে ও বহুপ্রকার শরীর ধারণকরতঃ অহংকার মনও জীব নামে পরিকল্পিত হইয়া থাকে। মন যতদিন অপ্রবুদ্ধ থাকে ততদিন অনন্ত সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে জড়দেহ দুঃখ ভোগ করিতে পারে না। দেহীই অবিচারবশতঃ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। বিচারের অভাব অজ্ঞানবশতঃ হইয়া থাকে সুতরাং অজ্ঞানই দুঃখের মূল, জীব অবিবেক দোষেই বদ্ধ হইয়া শুভাশুভ কর্ম্মসমূহের বিষয় হইয়া থাকে, এই শরীরে মন উন্নত হয়, চালিত হয়, চিৎকার ধ্বনি করে, হিংসা করে, ভোজন করে, গমন করে, আস্ফালন করে ও নিন্দা করে, শরীরের কখনও সেরূপ করিবার ক্ষমতা নাই। গৃহপতি জীব জড়গৃহ মধ্যে বিবিধ প্রকার চেষ্টা সমন্বিত হয় ও নানাবিধ চেষ্টা করে, কিন্তু জড়গৃহের চেষ্টার তাদৃশ সামর্থ্য নাই। সর্ব্বপ্রকার সুখদুঃখও সর্ব্বপ্রকার ব্যাপারের মনই কর্ত্তা ও তৎফলভোক্তা মনকেই মানব জানিবে। চিত্তকেই সুখদুঃখভোগকারী বলিয়া জানিবে এবং তাহাকে পবিত্রতার উপায় সত্যপদার্থে যোজিত কর। চিত্ত বা মনকে স্বাত্মাকারাবৃত্তিতে যোজিত করিলেই চিত্ত ব্রহ্মাকারা ভাবে

ভাবিত হইয়া ক্ষয় হইয়া যাইবে। এই মনোরূপী পুরুষ কালাদিপরিচ্ছেদ শূন্য (কালপরিচ্ছেদ, বস্তুপরিচ্ছেদ ও দেশপরিচ্ছেদ)। স্বাত্মাকারপ্রদ পরম আলম্বনে প্রতিষ্ঠিত হইলে পূর্ণ হয় এবং নশ্বর পরিচ্ছিন্ন দেহাদি দেশে প্রতিষ্ঠিত হইলে সেই ভাব প্রাপ্ত হইয়া বিনষ্ট হয়।

১১৬ সর্গ যোঃ উৎ প্র ও ৬৭ সর্গ

ব্রহ্মজীবভাব

এই জীবভাব পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্ম হইতে সর্ব্বভূতের ত্রিবিধ উৎপত্তি ঃ—মনঃসঙ্কল্প ব্রহ্মা, এই ব্রহ্মাই সমষ্টি জীবের সংস্কারমাত্রবিশিষ্ট মনঃশক্তি, এই মনঃশক্তি শব্দ-তন্মাত্রাত্মক আকাশশক্তি অবলম্বন করিয়া স্পন্দধর্ম্মী স্পর্শতন্মাত্র পবনশক্তির অনুগামী হইয়া ঘনীভূত সঙ্কল্পমূর্ত্তি ধারণ করে তাহার পর সম্মুখ প্রাপ্তরূপ রসগন্ধ তন্মাত্ররূপ প্রাপ্ত হয়, উক্তক্রমে অপঞ্চীকৃত ভূতপঞ্চকের পঞ্চতন্মাত্রস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া অন্তঃকরণত্ব অর্থাৎ মন, বুদ্ধি অহংকার ও চিত্ত এই প্রকার ব্যবহারের বীজ (জীবের উপাধিত্ব) প্রাপ্ত হয়, অনন্তর পঞ্চতন্মাত্ররূপে ক্রমশঃ পরিপুষ্ট উক্ত মনঃশক্তি পঞ্চীকৃত স্থূলভূত প্রভৃতি হইয়া পঞ্চীকৃত গগন পবন ও তেজরূপে সঙ্কলিত হওয়ায় নীহার বা বৃষ্টি প্রভৃতি জলরূপে পরিণত হইয়া শালি প্রভৃতি শস্যের অন্তরে প্রবেশ করতঃ অন্নরূপে পরিণত হয়। পরে সেই অন্ন পুরুষ কর্ত্তৃক ভুক্ত হইলে শুক্ররূপে পরিণত হইয়া স্ত্রীযোনিতে নিষিক্ত হয় এবং

গর্ভরূপে পরিণত হইয়া থাকে। সেই গর্ভ হইতে পুরুষাদি উৎপন্ন হয়।"

১১৭।১১ সর্গ

যেমন সুবর্ণের অঙ্গুরী সুবর্ণের ভাবমাত্র সুবর্ণ হইতে পৃথক্ নহে সেইরূপ সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম অহংভাবে উৎপন্ন হন। পৃথক্ অহংভাব নাই। পরব্রহ্মে অহংভাব অসৎ বস্তু প্রতিষ্ঠাশূন্য, অসৎ অহংভাবের যে ভাবনা ইহাই পরমা অবিদ্যা, ইহাকেই সংসার কহে। ব্রহ্মাই সৎ অপর যাহা কিছু সমস্তই অসৎ বা মায়া, অবিদ্যা বা সঙ্কল্প এই সকলই মিথ্যা, ইহাদের কোন অস্তিত্ব নাই। বুদ্ধিবিম্বিতচৈতন্য বলিয়া বিশ্ব সৎ। বিশ্ব নামক পৃথক্ পদার্থ নাই বলিয়া আবার বিশ্বরূপে উহা অসৎ।"

১২১ সর্গ উৎপত্তি

"ভগবান বশিষ্ঠদেবের চিত্ত সম্বন্ধে রামচন্দ্রের প্রতি উপদেশ।

এই বিশ্ব সন্মাত্র জানিবে, মিথ্যাত্ববোধ নিবন্ধনই এই বিশ্ব মিথ্যা হইলেও সত্যরূপে স্ফুরিত হয় বলিয়াই শতলক্ষ ভ্রমপূর্ণ। ফলতঃ উহা সমস্তই একমাত্র অপূর্ব্ব চিদ্বিলাসমাত্র, উহাতে অপর কিছুই নাই। জ্ঞানপদার্থ একই, বিভিন্ন নহে, (জ্ঞান শব্দে চৈতন্য), চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম সেই কারণে অসৎস্বরূপ বিশ্বকে এই সৃষ্টি সৎ করিতে সমর্থ হয়, অর্থাৎ এই বিশ্ব উক্তজ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে। ভিন্নবোধ করিলে অবশ্য অসৎ হইবে।" দৃশ্যও

দর্শনের সহিত সম্বন্ধ দ্রষ্টাও দর্শনের মধ্যবর্ত্তী দ্রষ্টার যে আকৃতি দ্রষ্টা দৃশ্য দর্শনাদিবিহীন সেই পরমপদ (অর্থাৎ যাহাকে জ্ঞাত, জ্ঞেয় ও জ্ঞান বলিয়া ভাবিতেছ তাহাই উক্ত ভাববিহীন পরমপদ) জ্ঞাতৃজ্ঞান জ্ঞেয়রূপা ত্রিপুটীশূন্যতা অবস্থা সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থাতে হইয়া থাকে। চিত্ত দেশান্তর গত হইলে (সমাধি সুষুপ্তি প্রভৃতিকালে) চিত্তের যে অজাড্য সংবিদ্ মনন-ময়ী আকৃতি (শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন) তুমি সর্ব্বদা তদ্রূপ হইতে চেষ্টা কর। সকল অবস্থাতেই তুমি একমাত্র চিদ্‌ঘন হও, বাস্তবিক কাহারও কিছু উদয় বা লয় হইতেছে না, তুমি যাদৃশ অবস্থায় থাক না কেন পরমার্থদৃষ্টির অনুবর্ত্তী হইয়া যথাসুখে অবস্থান কর, দেহ বিষয়ে যথার্থই পুরুষের কোনরূপ বাঞ্ছা বা বিদ্বেষ নাই তুমি ও ঐরূপে স্বস্থ হইয়া থাক, দৈহিক ব্যাপারের প্রতি আসক্ত হইও না, বর্ত্তমান ব্যাপারের মিথ্যার্থদর্শী হইয়া চিত্তবৃত্তিতে আসক্ত হইও না। "কাষ্ঠ পাষাণ সন্নিহিত হইলেও অচেতন বলিয়া তাহাদের কোনও আসক্তি বা অভিমান নাই' সেইরূপ তুমি আপন চিত্তকে তদ্রূপ মনে কর, বাস্তবিক বিবেচনা করিয়া আত্মস্বরূপে দেখিলে চিত্তের অচিত্ততাই মনীষিগণের অনুভবসিদ্ধ। চিত্তের অস্তিত্ব বা সত্যতা যখন নাই তাহার কার্য্যে আবার কিরূপে সত্যতা সম্ভবে ? সুতরাং চিত্তাতীত হইবে তুমি চিত্তচণ্ডালকে অবজ্ঞাসহকারে দূরে পরিহার করিয়া মৃত্তিকানির্ম্মিত প্রতিমাদির ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া নিরাকাঙ্খভাবে অবস্থান কর। দেখিতে প্রবৃত্ত হইলে তুমি চিত্ত দেখিতে পাইবে না। যথার্থই

তুমি চিত্তবিহীন তবে কেন তুমি অনর্থের হেতু মিথ্যা চিত্ত কর্ত্তৃক উদ্বেজিত হইতেছ? চিত্তকে দূরে পরিত্যাগ করিয়া স্থির হও, পরম যুক্তি অবলম্বন করিয়া ধ্যানবলে মুক্তিলাভ কর। তুমি তত্ত্বজ্ঞান তৎপর হইয়া প্রথমে বিগলিতমনা হও পরে তত্ত্বজ্ঞানবলে নির্ম্মালাত্মা হইয়া সংসারপারে গমন কর। আমি অনেক বিচার করিয়া দেখিয়াছি নির্ম্মল আত্মাতে মানস মল কিছুই পায় নাই।" বৈরাগ্য ও অভ্যাসের দ্বারা চিত্তকে নিগ্রহ করিতে পারা যায়।"

"শ্রীমদ্ভাগবতম্"

শ্রীদীনবন্ধু বেদান্তরত্নের অনুবাদ হইতে কতক গৃহীত

শ্রীগীতা ও শ্রীভাগবত এই দুই গ্রন্থই ভক্তিগ্রন্থ কিন্তু ইহার মধ্যে জ্ঞানের কথা অনেক আছে। যোগ ভক্তি ও জ্ঞান এই তিন লইয়াই আত্মদর্শন :—কর্ম্মযোগ ও কর্ম্মসন্ন্যাস এই উভয় দ্বারা জ্ঞানলাভ হয় তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। সাংখ্যযোগ দ্বারা যেরূপ জ্ঞান লাভ হয় তাহাও দেখাইয়াছি অর্থাৎ বিশ্বরূপ উপাসনা, ভক্তিসাধন নববিধ তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে শ্রবণ, কীর্ত্তন ইত্যাদি। বাসুদেবে ভক্তি জন্মিলে শীঘ্র বৈরাগ্য ও তাহা হইতে জ্ঞান জন্মে। পরাভক্তিই পরম জ্ঞান, এই জ্ঞানই তুরীয়াতীত, শ্রীকৃষ্ণই পরমব্রহ্ম, কৃষ্ণ-শব্দের অর্থও পরমব্রহ্ম। শ্রীগীতাতে শ্রীকৃষ্ণ সগুণব্রহ্ম, নির্গুণ ব্রহ্ম, আত্মা ও অবতার। অবতারমাত্রই জীবন্মুক্ত পুরুষও

ইহাই সাত্ত্বিক অবিদ্যাংশ, শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণ অবতারও তাঁহাতেই ঐশিকশক্তি পূর্ণভাবে বিরাজিত। "বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানং অদ্বয়ং ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান্ ইতি শব্দ্যতে বা কথ্যতে" অর্থাৎ ঔপনিষদৈর্ব্রহ্ম সাংখ্যৈঃ পরমাত্মাও সাঁতত্ত্বই ভগবান শ্রীমৎ ভাগবতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে জ্ঞানের বিষয় বলিয়াছিলেন—"যথা যিনি জাগ্রত অবস্থায় বাহিরে বাল্য যৌবনাদি ক্ষণিকধর্ম্মবিশিষ্ট স্থূলদেহ সকল চক্ষুপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা উপভোগ করেন এবং স্বপ্নাবস্থায় হৃদয়ে জাগ্রৎ অবস্থা দৃষ্ট বাসনাময় বস্তুসকল উপভোগ করেন ও সুষুপ্তি-কালে সেই সকলকেই উপসংহার করেন, তিনিই একমাত্র স্বপ্নসুষুপ্তির স্মৃতিদ্বারা জাগ্রতাদি অবস্থাত্রয়ের অন্বয় অর্থাৎ অবস্থিতিহেতু ইন্দ্রিয়গণের অধীশ্বর ও অবস্থাত্রয়ের দ্রষ্টা হন এইরূপ বিচার দ্বারা গুণ হইতে বুদ্ধির যে তিনটী অবস্থা জন্মিয়াছে, সে তিনটী অবস্থা আমার মায়ায় কল্পিত, বস্তুতঃ ঐ তিনটী অবস্থা নাই এ প্রকার নিশ্চিতার্থ হইয়া তোমরা অনুমানরূপ ও আত্মবাক্যরূপ তীক্ষ্ণ জ্ঞানখড়্গাদ্বারা সমস্ত সংসারের আশ্রয়ভূত অহংকার (হৃদয়গ্রন্থি) ছেদন করিয়া হৃদয়স্থিত আমাকে ভাবনা কর। (১১ স্কন্ধ ৩য় অধ্যায় ৩১।৩২।৩৩ ও ৩৪ শ্লোক) এই হৃদয়গ্রন্থি চিৎ জড় বা দেহের গ্রন্থি, এই গ্রন্থি ছেদন করা অর্থাৎ জীব চিৎএর অংশ, আর জড়ই দেহ, এই দুয়ের সংযোগে জীবভাব। জীব যখন ভগবানের উপাসনা করিয়া আপনাকে জড়দেহ হইতে স্বতন্ত্র

সাক্ষী চৈতন্য বলিয়া জানিতে পারে তখনই মুক্ত হয়। মনকল্পিত প্রত্যক্ষ নশ্বর অলাতচক্রের ন্যায় চঞ্চল এই জগৎকে বিশেষ ভ্রমাত্মক দেখিবে, ঐ ভ্রম ও নির্ব্বিষয় নহে, যেহেতু সর্ব্বত্রই এক পরমাত্মচৈতন্যই অবস্থান করিতেছেন, অতএব ত্রিবিধ যে গুণ পরিণামকৃত ভেদ তাহা স্বপ্নের ন্যায় মায়া অর্থাৎ মায়াদ্বারা স্ফুরিত, মায়াই নানাপ্রকার বিভক্ত হইতেছে অতএব দৃশ্যবস্তু হইতে দৃষ্টিকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া তৃষ্ণারহিত আত্মানন্দনিমগ্ন নিশ্চেষ্ট ব্যক্তি স্থিরভাব অবলম্বন করিবে, কদাচিৎ উহা আবার দৃষ্ট হইলেও অবস্তুবুদ্ধিতে পরিত্যক্ত বিষয় পুনর্ব্বার ভ্রমজনক হইতে পারে না, বিশেষতঃ দেহপাত পর্য্যন্তই তাহার স্মরণ হইয়া থাকে। লোকসকল যে জ্ঞানদ্বারা প্রকৃতি পুরুষ মহৎ অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয় পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চভূত সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিনটী গুণ সর্ব্বসমেত এই অষ্টবিংশতিতত্ত্বকে ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত সমস্ত কার্য্যের কারণরূপে অনুগত দেখে ও যে জ্ঞানদ্বারা এই কারণাত্মক পদার্থসমূহে পরমকারণস্বরূপ এক পরমাত্মতত্ত্বকেই অনুগত দেখে তাহাই জ্ঞান, এই আমার মত জানিবে।. (১১ স্কন্ধ ১৯ অধ্যায় ৩৫৪ পৃষ্ঠা) পূর্ব্বে যেমন পরোক্ষভাবে (শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা) এক পরমাত্মাকে পরমকারণরূপে নিখিলবিশ্বে অনুগত দেখা হইয়াছে, যাহাতে সেরূপ দর্শন হয় না। পরন্তু কেবলমাত্র পরমাত্মারই অপরোক্ষভাবে স্মরণ হয়, তদ্ভিন্ন আর কিছুরই স্মরণ হয় না, সেই জ্ঞানকেই বিজ্ঞান বলা হয়। এইরূপে

বিজ্ঞানদশায় এক পরমাত্মতত্ত্ব ভিন্ন অপর কিছুই স্ফুরিত না হইলেও তদবস্থায় জগতের অনস্তিত্ব ঘটে না, পরন্তু তদবস্থায় এই ত্রিগুণাত্মক ভাব সকলকে মিথ্যা অবস্থায় না দেখিয়া উহাদের উৎপত্তি স্থিতি ও নাশই দর্শন করিবে অর্থাৎ উহা-দিগকেই অনিত্যরূপেই দর্শন করিবে। আদি অন্ত ও মধ্যে কার্য্য হইতে কার্য্যান্তরের প্রতি যাহা নিরন্তর অনুগত থাকে ও যাহা প্রলয়েও বিদ্যমান থাকে তাহাকেই সৎ অর্থাৎ পরমাত্ম-স্বরূপ বলিয়া জানিবে। পরমকারণ আমি থাকাতে সকল বস্তুকে এক দেখাকেই জ্ঞান বলে, গুণসমূহেতে অনাশক্তিকেই বৈরাগ্য বলে, (৩৫৯ পাতা ২৭ শ্লোক) আর অণিমাদিকে ঐশ্বর্য্য বলে। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন স্বাভাবিক অনুরাগবশতঃ বিষয় চিন্তায় মন প্রবৃত্ত হয়, চিন্তিত বিষয় সকল আবার বাসনারূপে অন্তঃকরণে প্রবেশ করে। অতএব বিষয়-বাসনা অতিক্রম করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি কি উপায়ে ঐ উভয় পরিত্যাগ করিতে পারিবে বলুন। হংসরূপী শ্রীকৃষ্ণ বিপ্রগণকে (ব্রহ্মার মানসপুত্রগণকে) বলিলেন আত্মার ও পরমাত্মার যদি ভেদ না থাকে তবে তোমাদের কৃত ঈদৃশ প্রশ্ন "আপনি কে" (কো ভবান্ ?) কি করিয়া সম্ভব হয় এবং উত্তর দাতা যে আমি আমারই বা কি আশ্রয় হইবে অর্থাৎ আমি কাহাকেই বা আশ্রয় করিয়া তাহার উত্তর প্রদান করিব। পঞ্চভূতাত্মক দেব মনুষ্যাদি দেহে পরমকারণরূপে পঞ্চভূত সমভাবে থাকায় "কে তুমি" তোমাদের এই প্রশ্ন অনর্থক বাক্যবিন্যাস মাত্র

হইতেছে। মন বাক্য চক্ষু এবং অন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা কিছু গৃহীত হয় সেই সকলই আমি, আমা হইতে কিছুই ভিন্ন নাই। তত্ত্ব বিচার দ্বারা ইহাই তোমরা ধারণা কর। হে পুত্রগণ বিষয়ে চিত্ত প্রবিষ্ট হয় এবং বিষয় সকলও চিত্তে প্রবিষ্ট হয় সত্য কিন্তু মদংশভূত জীবের তদুভয় দ্বারা গ্রথিত দেহ উপাধিমাত্র। অনাদিকাল হইতে পুনঃ পুনঃ বিষয়সেবা দ্বারা চিত্ত বিষয়েই আবিষ্ট হইয়া থাকে এবং বিষয়-সকলও পুনঃ পুনঃ বাসনারূপে চিত্তেই অবস্থান করে। অতএব তদুভয়ের একতরের সাহায্যে অন্যতরের ত্যাগ দুর্ঘট হয় বলিয়া জ্ঞানী আমার সহিত আপনার অভেদভাবনা দ্বারা এবং ভক্ত আমার ধ্যান দ্বারা তদুভয়কেই ত্যাগ করিবে। জাগরণ, স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিনটী বুদ্ধির বৃত্তি-সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিনগুণের কার্য্যমাত্র। জীব এ সকল হইতে ভিন্ন কেবল তাহাদিগের সাক্ষীরূপে বর্ত্তমান এই বিষয়গ্রাহিণী বুদ্ধির দ্বারা কৃত বন্ধনই আত্মার গুণবৃত্তির জাগ্রদাদি অবস্থার মূলীভূত, অতএব তুরীয় চৈতন্য আত্মরূপী আমাতে অবস্থান করিয়া ঐ বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। তাহা হইলে বিষয় ও বিষয়বাসনা উভয়েরই ত্যাগ হইয়া যাইবে। দেহেতে আত্মবুদ্ধির দ্বারা কৃত বন্ধনই আত্মার স্বরূপকে আবৃত করিয়া অনর্থ ঘটাইতেছে জানিয়া উহাতে আসক্তি পরিত্যাগ করতঃ আনন্দস্বরূপ তুরীয় আত্মাতে অবস্থানপূর্ব্বক দেহাভিমান ও দেহাভিমানকৃত ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিবে যে পর্য্যন্ত প্রাকৃতিক বিষয়ে ভেদভাবগ্রাহিণী

বুদ্ধি অর্থাৎ এটী এক বিষয় ওটী অন্য বিষয় এটী ভাল ওটী মন্দ ইত্যাদি ভেদভাবগ্রাহিণী বুদ্ধি বক্ষ্যমান যুক্তিদ্বারা নিবৃত্ত না হইবে সে পর্য্যন্ত সেই অজ্ঞব্যক্তির কোন কারণে আপাততঃ দেহাভিমান ত্যাগ হইলেও (আমি দেহ নহি এইরূপ জ্ঞান হইলেও তাহার আত্যন্তিক ত্যাগ হয় না) যেমন স্বপ্নদর্শী-ব্যক্তির জাগ্রত অবস্থা অর্থাৎ স্বপ্নদর্শী ব্যক্তি যেমন স্বপ্নগত বিষয়গুলি অনুভব করিয়াও এইগুলিকে স্বপ্নগত বলিয়া বুঝিতে পারে না, তদ্রূপ দেহাভিমানী জীবের আমি দেহ নহি এরূপ জ্ঞান হইলেও ঐ দেহাভিমানের আত্যন্তিক নাশ হয় না। আত্মব্যতিরিক্ত দেহাদির মিথ্যার্থহেতু দেহাদি-কৃত বর্ণাশ্রমাদি রূপভেদ স্বর্গাদিরূপ তাহার ফল ও তৎসাধন কর্ম্ম সকল আত্মার সম্বন্ধে স্বপ্নদ্রষ্টা জীবের সম্বন্ধে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় মিথ্যা। যে ব্যক্তি অনন্য প্রয়োজন হইয়া আমার প্রীতির জন্য স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান দ্বারা আমার ভজনা করে সে আমাকে সকল প্রাণীতে অন্তর্য্যামীরূপে বর্ত্তমান ভাবনা করিয়া প্রেম-লক্ষণা ভক্তি লাভ করে, সেই ব্যক্তি দৃঢ় ভক্তি দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, বেদাদিশাস্ত্রের কারণস্বরূপ ও সকলের ঈশ্বর আমাকে প্রাপ্ত হয়। এইরূপ কেবল আমার সন্তোষের জন্য স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধস্বভাব প্রাপ্ত, অতএব আমাতে ভক্তিযুক্ত সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন ও বিরক্ত ব্যক্তি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপী আমাকে প্রাপ্ত হয়।

"গৌরাঙ্গদেব"

নাম ও নামী এক। নামের দ্বারা নামীকে পাওয়া যায়, নাম কীর্ত্তন দ্বারা ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। মনকে একাগ্র করিয়া দিবারাত্র নামকীর্ত্তন করিতে করিতে ইষ্টদেবতাকে পাওয়া যায়। ক্রমে ইষ্টদেবতা হইতে পরা ভক্তিযোগে ঈশ্বরকে ও শেষে বিচার দ্বারা ব্রহ্মকে পাওয়া যায়। ঈশ্বরই সবিশেষ ব্রহ্ম, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই নিগুর্ণ। মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হওয়া বহু সুকৃতির ফল সুতরাং এই জন্ম লাভ করিয়া যে পুরুষ জ্ঞানলাভ করিতে চেষ্টা করে না সেই আত্মহন্তা। "নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারং ময়ানুকুলেন নভস্বতেরিতং যঃ পুমান্ ন তরেৎ স তু আত্মহা" "অদন্তি চৈকং ফলমস্য গৃধাগ্রামেচরা একং, অরণ্যবাসা একং হংসাশ্চ" একং শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন আমিকর্ণধার গুরু, এই শরীর আমি ভক্তের মধ্যে চালাইয়া থাকি, সেইজন্য আমাকে আশ্রয় করিয়া আমার ভজনা করিলে মানুষ মুক্তি পায়। একং বহুরূপ ইজ্যৈ মায়াময়ং য বেদ স বেদবেদম্; সকাম গৃহস্থগণ এই সংসার বৃক্ষের দুঃখরূপ একং ফলভোগ করে, বনচর বিবেকী সন্ন্যাসীগণ সুখরূপ অন্য ফলভোগ করেন এবং একশ্রেণীর লোক হংস মায়াময় বহুরূপ একং পরমাত্মাকে সদ্গুরুর নিকট জানিতে পারে, এই ব্যক্তি বেদতত্ত্বার্থ জানিতে পারে।

(১১ স্কন্ধ ১২ অধ্যায়)।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

ইহাতে শ্রীমদ্ভাগবতের অনেক শ্লোক লিপিবদ্ধ আছে। ১৪০৭শকে গৌরাঙ্গদেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা শচীদেবী ও পিতা পূজ্যপাদ জগন্নাথ মিশ্র ছিলেন। দ্বাপর-যুগের রাধিকাই ঐ যুগের শ্রীকৃষ্ণ অবতারের প্রধানা প্রকৃতি। রাধাকৃষ্ণ অভেদ আত্মা হইয়াও ঐ যুগে অবতার লীলার জন্য পৃথক্ পৃথক্ দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। ৪০৬ বৎসর পূর্ব্বে রাধা ও শ্রীকৃষ্ণ একাত্মা হইয়া অবতরণ করেন ও শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নামে খ্যাত হন, এই মতই বৈষ্ণবগোঁসাইএর মত ও সম্প্রদায়," এই বিষয় লইয়া কোন আলোচনা জীবন্মুক্ত হইবার উপায় এই ক্ষুদ্র পুঁথিতে বিশেষরূপে করিবার প্রয়োজন নাই। কেবল এইটী লক্ষ্য রাখা উচিত যে, যে কোন উপায়ে হউক যোগে, নামে, ভক্তিতে, জ্ঞানে বিশ্বাসে মনোনাশে আর যে কোন উপায়ে হউক যাহাতে আত্মারও দেহের স্বরূপ জানিয়া ও প্রকৃতি বা মায়াকে মিথ্যা জানিয়া আত্মসংস্থ হইলে যে আত্মা ও জীবের একতাসম্পাদন জ্ঞান হয় তাহাই জীবন্মুক্তি। বিরাট (জীবা-ন্তর্য্যামী স্থূল) হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মান্তর্যামী সূক্ষ্ম) কারণ এই তিনটী উপাধিহীন অর্থাৎ মায়া সম্পর্কের অতীত তাঁহাকেই তুরীয় ব্রহ্ম বলা যায়। পরমার্থস্বরূপ আমি ব্যতীত যাহার প্রতীতি হয় অথচ স্বরূপবিষয়ে যাহার কোন উপলব্ধি হয় না

তাহাকেই আমার আপন মায়া বলিয়া জানিবে, যেমন আভাস আর তমঃ। সাধক বা ভক্ত তোমার (শ্রীকৃষ্ণের) যে যে মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া, ধ্যান করিয়া থাকে। তুমি প্রসন্ন হইয়া সেই সেই মূর্ত্তিতে তাহাদের নিকট প্রতিভাসিত হও। "শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন শ্রুতিসমূহ যজ্ঞরূপে আমাকেই বিধিপ্রদান করে। দেবরূপে আমাকেই প্রকাশ করিয়া থাকে এবং আমাকে আশ্রয় করিয়া বিতর্ক করে, ইহাই নিখিল বেদের অর্থ। বেদসমূহ আমাকে প্রথমে পরমাত্মরূপে আশ্রয়করতঃ তৎপরে ভেদাত্মিকা-মায়াকে দেখাইয়া পুনর্ব্বার প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক নিবৃত্তব্যাপার হয়।" "কিমাধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ, ইত্যোষামতি-র্লোকে মাং তু বেদ ন কশ্চন।" "নেতি নেতি করিয়া তর্ক করে"। (শ্রীমৎভাগবৎ)। চণ্ডীদাসের পদাবলী কৃষ্ণভক্তি উৎপাদক গ্রন্থ—কৃষ্ণই যখন সব সেজেছেন তখন কৃষ্ণভক্তি অর্জ্জন করাই জীবের প্রধান লক্ষ্য। দিবারাত্র ভক্তিযোগে আত্মদেবের পূজা করিলে জীব বিবেক পায় ও সেই বিবেকবলেই জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে। বেদ, শ্রুতি, বেদান্ত বা উপনিষদ্ এই সকলেও যোগভক্তি জ্ঞানের কথা আছে, অধ্যাত্ম রামায়ণে, মহাভারত শান্তিপর্ব্বে শক্তি ও শম্ভুগীতাতে ও দেবীভাগবতে জ্ঞান ও ভক্তির কথা লেখা আছে। বেদের তিনকাণ্ড ঃ—জ্ঞানকাণ্ড, কর্ম্মকাণ্ড ও উপাসনা কাণ্ড। উপাসনা কাণ্ডই ভক্তি। কর্ম্মকাণ্ডের স্বর্গাদি প্রার্থনা প্রবৃত্তিমূলক, আধ্যাত্মিক ক্রিয়াই নিবৃত্তিমূলক, আর জ্ঞানকাণ্ডে জ্ঞানের বিষয় লেখা আছে।

দেবীভাগবৎ অনুবাদ ৫১১, ৫১৪ ও ৫১৬ পৃষ্ঠায় জ্ঞানের কথা। বৃহদারণ্যক, মণ্ডুক্য, ঈশ, কেন, ও কঠ উপনিষদে ব্রহ্মের বিষয় লেখা আছে। মুণ্ডুক্যতে ওঁকার ও প্রণবের কথা, বৃহদারণ্যকে নানা জীবসংজ্ঞার কথা ও কঠোপনিষদে জীবন্মুক্তির কথা লেখা আছে। "ব্রহ্মরূপে অবিস্থিতির নাম মুক্তি, তাহার অভাবকে অহংভাব (আমিত্বজ্ঞান) বা বন্ধ কহে। তজ্ জ্ঞত্ব (ব্রহ্মজ্ঞান) অতজ্ জ্ঞত্ব (অজ্ঞান)। ঐ যে চঞ্চলা স্পন্দ শক্তি জগদাড়ম্বরাত্মিকা তাহাই মন, অবিদ্যা, বাসনা। জ্ঞেয়রূপ কল্পিত অসত্য পদার্থের চিতির যে আচ্ছাদিত হওয়া তাহাই অজ্ঞান। চিৎতত্ত্বের জীবের কারণস্বরূপ মায়াসম্বলিত চৈতন্যের গ্রন্থি (চিৎজড়ের গ্রন্থি) বিচ্ছেদকে আত্মার মায়ারূপ উন্মোচন জ্ঞপ্তি কহে।

যোঃ নিঃ প্রঃ উত্তরভাগ ২৫ সর্গ।

ঐ অনুবাদ হইতে কতক গৃহীত—

(১) বিষয় ও ভোগরূপ সংবেদন। (২) অতীত বিষয়ের চিন্তা বা পুনঃ পুনঃ ভাবন, (৩) 'এইরূপ চিন্তার জন্য চিত্তে তদাকার দৃঢ় বাসনা, (৪) বাসনার জন্য মরণাদিকালে ভাবী-দেহাদিস্মৃতি এই চারিটী সংসারের বিবিধ অনর্থের হেতু, ইহারা জন্মান্তরাদির মূলকারণ। বোধ বোধিত বস্তুকে পণ্ডিতগণ বোধ স্বরূপ বলিয়া থাকেন। দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্য প্রত্যেকের বোধ স্বরূপতায় একমাত্র সার অর্থাৎ সকলই জ্ঞানময়

বোধময় আত্মা বোধশূন্য জড়বস্তুকে প্রতীতি করিতে পারে। স্বজাতীয় বস্তু স্বজাতীয় বস্তুর সহিত মিলিত হইলেই একতা-প্রাপ্ত হয়। অহং ইত্যাকার জ্ঞানই ভববন্ধনের হেতু, অহং জ্ঞানের বিলোপই মুক্তির কারণ।"

নির্ব্বাণ ২৬ সর্গ।

"সর্ব্ববিষয়ে অপেক্ষাই দৃঢ় সংসারবন্ধন এবং সর্ব্ববিষয়ে উপেক্ষাই সংসারমুক্তি জানিবে। এই শরীরের পার্থিবতা যখন ভ্রমাত্মক স্বপ্নাদিবৎ অসত্য তখন কোন্ ব্যক্তির কি জন্য কাহার প্রতি অপেক্ষা থাকিতে পারে। ঐ ২৭ সর্গ অসত্যবস্তু দেহাদিতে অহং জ্ঞানকরতঃ নিমগ্ন হইও না ঐরূপ জ্ঞানবশতই বারংবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এইজন্য অনন্ত সুখ ও ঐশ্বর্য্যলাভার্থ সেই পরমকল্যাণময় সর্ব্বাদিভূত পরমবস্তুকেই ভাবনা কর। এই জগতে সতত সমভাবাপন্ন চিদাকাশময় সেই ব্রহ্মই একমাত্র পরমবস্তু। তাঁহার অন্ত বা ইয়ত্তা কিছুই নাই।"

২৭ সর্গ নিঃ উঃ।

"সেই পরমপদার্থলাভেই তোমার অন্তঃকরণ তৎপর হউক এইরূপ নিশ্চয়বান হইলে মানুষ সেই নিরঞ্জন পরমার্থরূপে বিরাজ করিবে। ধ্যানকর্ত্তা ধ্যান ধ্যেয় ইহার কিছুই সত্য নহে তখন বুঝিবে। ধ্যান ধ্যেয় কিছুরই পার্থক্য নাই। দ্রষ্টা দৃশ্য দর্শন সেই চিদ্‌বিভূতিমাত্র, যাহা কিছু দেখিতেছ ও

যাহা কিছু স্ফুরিত হইতেছে সমস্তই চৈতন্যময় একমাত্র ব্রহ্ম চিন্ময় আত্মাই সৎ শান্তিময় ও সমভাবাপন্ন। আত্মতত্ত্ব ক্ষুব্ধ বা শুষ্ক হইবার নহে। চিত্তের ভ্রান্তি-বশতঃ একমাত্র ব্রহ্মেই দেহাদি ও দেহাদির সচলতা অনুভূত হইয়া থাকে। এইরূপে চিত্তের যেমন দেহাদি ও দেহাদির যেমন চিত্ত কল্পিত পদার্থ সেইরূপ জীবেরও দেহ ও চিত্ত উভয়ই কল্পিতপদার্থ। অজ্ঞানরূপ মোহজনিত চিত্তের যে চিত্তাকারে অনুভব তাহাতেই বাসনা সকল স্পন্দিত হইতে থাকে ঐ বাসনার দ্বারা চালিত হইয়াই চিৎ স্বস্বরূপের বিস্মৃতিপূর্ব্বক অলীকভাব স্মরণ করিতে থাকে, পূর্য্যষ্টক নষ্ট হইলেই জীবের মৃত্যু হয়, চিৎই কল্পনাবলে পূর্য্যষ্টক সৃজন করিয়া ঐ পূর্য্যষ্টক মনোরূপ রথে আরোহণ করিয়া দেহের মধ্যে স্থিত হন ও বিবিধরূপ ধারণ করেন ও ঐ পূর্য্যষ্টক নষ্ট হইয়া গেলে হৃদ্‌পদ্মযন্ত্রও আর কার্য্যকরী থাকে না সুতরাং দেহের নাশ হয়, এইরূপ দেহের নাশই জীবের মৃত্যু। মনো-বৃত্তিতে প্রতিফলিত আত্মচৈতন্য আশ্রয় করিয়া জীবজগৎ স্ফুরিত হইতেছে (নিঃ উঃ ২৮ ও ২৯ সর্গ)। "পরস্পর বিরোধী কফপিত্ত বাত নামক ও রাগদ্বেষাদি নামক মলরাশির প্রকোপে এবং শস্ত্রাদিকৃত দেহে ছেদ বা ভঙ্গাদিহেতু হৃদ্‌পদ্মযন্ত্র যখন অভ্যন্তরে স্ফুরিত হয় না তখন পূর্য্যষ্টক বাতযন্ত্র নিরোধে বাতপুঞ্জের ন্যায় আস্তে আস্তে গগনে মিশিয়া যায়। নিজ-সঙ্কল্পবশতই জীব মরণাদি দুঃখনিচয় ভোগ করিতেছে।

শরীরপদ্মযন্ত্র অবিরত প্রবাহিত হইতেছে। যাহাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা নির্ম্মলা বাসনাই বিরাজ করে সেই জীবগণ স্থির ও একরূপ হইয়া চিরজীবী ও জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন।”

নিঃ উঃ ২০ ও ২২ সর্গ।

যখন চিৎ স্থূলভূত কল্পনা করেন তখন পূর্য্যষ্টকে বিরাট পুরুষ আবির্ভূত হন। ব্যষ্টিজীব ও ঐ বিরাট সমষ্টি জীব হইতে উৎপন্ন জানিবে। বিদ্বদ্‌গণ শুক্রকে জীবের সারভাগ কহিয়াছেন এই শুক্র সারবৎ জীবচৈতন্য শুক্রেতন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়া তন্ময়রূপেই আপনি আপনাতে যে ব্রহ্মাভাসরূপ আনন্দ উপভোগ করেন ও পঞ্চভূত দেহরূপতা প্রাপ্ত হয় সে বিষয় কোন কার্য্যকারণভাব নাই জীবের স্বভাবই ঐরূপ, পিতৃহৃদয়ে রেতোরূপে অবস্থিত অহঙ্কারাত্মা জীব মাতৃযোনিতে পতিত হইয়া আপনাকে পরিচ্ছিন্ন বলিয়াই কল্পনাপূর্ব্বক অহংজ্ঞান বশতঃ অসত্য হইলেও সত্যরূপে প্রতিভাসিত আত্মশরীর অনুভব করিতে থাকে।”

যোঃ বাঃ উপঃ ৯১ সর্গ। ঐ অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত।

“এই জগৎ অরণ্যে নিজ অবয়ব বিস্তারে বাসনারূপ জাল প্রকাশ করায় অতিবিস্তৃতা সংসাররূপিনী দ্রাক্ষালতা প্রকাশ পাইতেছে। জরা ও মরণ উহার গ্রন্থি হইয়াছে; সুখ দুঃখ উহার ফলরাশির স্থান অধিকার করিয়াছে। অবিরত মোহরূপ

জলাঞ্জলির সেক পাইতেছে বলিয়া ইহার মূলদেশের অবয়ব পুষ্টি হওয়ায় স্থূল হইয়াছে। এই পাঞ্চভৌতিক দেহকে সংসার-লতার বীজ জানিবে। ইহার মধ্যবর্ত্তী লিঙ্গদেহে শুভাশুভ কর্ম্মরূপ অঙ্কুর বিদ্যমান আছে। আশাপথানুসারী চিত্তকেই ঐ শরীরেরও বীজ জানিবে। এই চিত্ত হইতে সদসদ্‌রূপী অতীতানাগত ও বর্ত্তমান শরীর সমুদায় স্বপ্নদশার ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকে। জীবনরূপিনীলতায় বিজড়িত চিত্তরূপ পাদপের দুইটী উপাদান বীজ আছে। তন্মধ্যে একটী প্রাণপরিস্পন্দন, দ্বিতীয় দৃঢ় বাসনা। যখন প্রাণবায়ু নাড়ীর স্পর্শে উদ্যত হইয়া স্পন্দিত হয় তখনই জ্ঞানময় চিত্তের আশু উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই জগদাকার, নিখিল প্রাণস্পন্দনে সম্পন্ন হয়। প্রাণস্পন্দন-শূন্যতা যে চিত্তের নিষ্ক্রিয়তা তাহারই নাম চিত্তশান্তি অর্থাৎ মোক্ষ।

যো, বা, উপ ৯১ সর্গ

যেখানে প্রাণায়ামাদির অভ্যাসে প্রাণস্পন্দনের নিরোধ হয়, তথায় কোনপ্রকারেই ক্ষোভ থাকিতে পারে না। সংবিদের নিরোধ করা প্রয়োজন। এই যে সংবিদ্ প্রকাশ পাইয়াই বাহ্যবিষয়াভিমুখে আগ্রহসহকারে ধাবিত হয় ও বিষয়ে প্রবিষ্ট হইলেই চিত্তের অনন্ত দুঃখ উপস্থিত হয়। ঐ সংবিদ্ যখন বাহ্যবিষয়ে নিদ্রিত থাকিয়া আত্মবোধের জন্য উদ্যুক্তা হয়, তখনই সেই লব্ধ অমল ব্রহ্মপদ লাভ হইয়া থাকে। যদি তুমি

সংবিদের সহিত প্রাণস্পন্দনের ও বাসনা উদ্ভাবনের আর সম্বন্ধ না রাখ তবেই তুমি মুক্তিপদে অধিরোহণ করিবে। যেহেতু সংবিদের সত্তার ভাবকেই চিত্ত কহে, তাহাতেই এই অনর্থবহুল জীর্ণ-জীবসঙ্কুল বিশ্বব্যাপৃত আছে জানিবে। সংবিদ্ থাকিলে চিত্ত, না থাকিলে মুক্তি। সংবিদ্ মিথ্যাবিষয় দেখায়, এই দেখানই সংবিদের কার্য্য। যোগীগণ চিত্তের শান্তির জন্য প্রাণায়াম, ধ্যান ও যুক্তিকল্পিত অভ্যাসাদি নানা উপায়ে প্রাণের নিরোধ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বাপর বিচার পরিত্যাগপূর্ব্বক "আমি আমার" এই প্রকার দৃঢ় সংস্কারবলে যে দেহাদিপদার্থের গ্রহণ হয় তাহাকেই বাসনা বলে। হে রাঘব! অসম্যক্ দর্শন হইতেই অনাত্মস্বরূপে আত্মবোধ হয় ও বস্তু ভিন্নে বস্তু জ্ঞান হইয়া থাকে উহাকেই চিত্তরূপে জানিবে। অবিরত অভ্যাসের বলে বাসনার দৃঢ়তা হইলেই জন্মমরণাদির কারণ অতি চঞ্চল চিত্ত জন্মিয়া থাকে। যখন হেয় উপাদেয় উভয় স্বরূপকেই পরিত্যাগ করিয়া কিছুই বাসনা না করে, তখন আর চিত্ত জন্মিতে পারে না। এইরূপে যখন চিত্ত বাসনাবিহীন হইয়া কোন বিষয়েই মনন না করে, তখনই জীবের পরমশান্তিদায়িনী মননশূন্যতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। যখন গগনে মেঘের ন্যায় সংবিদে কিছুরই স্ফূর্ত্তি না হইবে তখনই আকাশে পদ্মের ন্যায় অন্তরে চিত্ত জন্মিতে পারে না। যখনই কোনরূপ জাগতিক পদার্থে কোনপ্রকার ভাবের ভাবনা না থাকিবে তখন শূন্য হৃদয়াকাশে কিরূপে আর চিত্ত জন্মিবে।

হে রাম ! প্রাণস্পন্দন বা বাসনা এই দুইটীই চিত্তের বীজ, ইহাদের মধ্যে একটীর ধ্বংস হইলে দুইটীই বিনষ্ট হইয়া থাকে। প্রথমে প্রাণবায়ু, তদনন্তর ইন্দ্রিয় ও তৎপরে আনন্দ, জীবের প্রাণনব্যাপারে এই ক্রমই নির্দ্দিষ্ট আছে ; ইহার মধ্যে যখনই আনন্দ ও প্রাণ উভয়ে বাসনারূপে পরিণত হয় তখনই চিত্তের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সংবেদ্যই প্রাণ ও বাসনার বীজস্বরূপে নির্দ্দিষ্ট। সংবেদ্যের পরিত্যাগে উক্ত উভয়েই অতি শীঘ্র মূলোচ্ছেদনে বৃক্ষের ন্যায় নষ্ট হইয়া থাকে। সংবিদই স্বীয় ধীরতা পরিত্যাগ করিলে সংবেদ্যাকারে উপনীত হইয়া চিত্তবীজ হয়। জাগ্রদ্দশায় ও সঙ্কল্পবশে সংবিদই সংবেদ্যকে স্বয়ং দেখিয়া থাকে। সত্যবুদ্ধিতে চিদের বাহ্যার্থ অবলম্বনের নাম সংবিৎ ; উহা যে জ্ঞানীর নাই, তিনিই অসংবিৎ ; তিনি অনন্ত কার্য্য করিলেও অজড় হন। যাঁহার বুদ্ধি সংবেদ্যের সহিত কিছুমাত্র লিপ্ত না হয় তাহাকে অজড়, অসংবিৎ ও জীবন্মুক্ত কহে।

জীব যখন স্বয়ং বাসনারহিত হইয়া কিছুমাত্র ভবিষ্যতের ভাবনা করেন না, কিন্তু শিশু ও মূকাদির ন্যায় স্থিরভাবেই অবস্থান করেন তখনই তিনি জাড্য হইতে নির্ম্মুক্ত হন ও এই বিশাল বেদনের আশ্রয় করিয়াও তাহাতে লিপ্ত হন না। হে গুণসাগর ! প্রাণায়ামাদি কষ্টকর উপায় দ্বারা পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টির সঙ্কোচ করিয়া দুঃখসাগরের পারে গমন কর। যখনই সংবিদ্ বারংবার সঙ্কল্প করিয়া স্বীয় সঙ্কল্পজন্য শরীরকে লাভ করে তখনই ঐ সংবিদ্ এই জন্ম সমুদয়ের কারণত্ব প্রাপ্ত হয়। হে

রাঘব ! এই সংবিদ্ আপনাকে স্বয়ং উৎপাদন করিয়া বারংবার মুগ্ধ করে ও পরে স্বয়ংই অন্তঃস্থিত স্বস্বরূপকে জ্ঞাত হইয়া আপনাকে মুগ্ধ করিয়া থাকে। এই সংবিদ্ যাহাই ভাবনা করে তৎক্ষণাৎ তাহাই উপস্থিত হয়। কিন্তু রাগাদি হইতে নির্লিপ্ত না থাকায় কিছুতেই স্বস্বরূপতা প্রাপ্ত হয় না। যেমন তেজ হইতে প্রভার আবির্ভাব হয়, তদ্রূপ ঐ সন্মাত্র ব্রহ্ম হইতেই সংবিদের উৎপত্তি হইয়া থাকে ; তন্মধ্যে ঐ সত্তার দুইটী রূপ ; প্রথমটী নানাকারে অবস্থিত, অপরটী এক অদ্বয়রূপে প্রতি-ভাসিত হইতেছে। সাধারণ সত্তার যাহা চরম সীমা তাহাকেই এই সংসারের কারণ জানিবে। সকল সত্তার সীমাস্থানে যাহা কল্পনাকর্ত্তৃক বিরহিত হইয়া আছে, সেই অনাদি অনন্তপদের উপাদান নাই। যথায় সত্তার লয় হইয়া থাকে, বিকারের লেশমাত্র থাকে না ও যে স্থানে থাকিলে পুনরায় দুঃখে আপতিত হয় না ; সেই স্থানে যে ব্যক্তি অধিকার প্রাপ্ত হয় তাহাকেই পুরুষ বলিয়া থাকে।

জিহ্বা হইতেই যেমন সমুদায় বস্তুর স্বাদগ্রহণ হয়, তদ্রূপ সেই আনন্দময় চিন্ময় হইতেই সকল ভাবের আস্বাদন হইয়া থাকে ; যেহেতু চিন্ময়পদের সম্পর্কে অস্বাদুবস্তুরও স্বাদুতার অনুভব হয় ; সুতরাং সেই অতি নির্ম্মল চিদাকাশের পদসমুদায় স্বাদুজাতীয় আনন্দময় প্রিয়বস্তুর মধ্যে সমধিক আনন্দময় ও প্রিয়তম। সেই আনন্দ হইতে এই অখিল সংসার জন্মিতেছে, তাহাতে রহিয়াছে, বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে থাকিয়া তাহাতেই

বিকৃত হইয়া লয়ও পাইতেছে। সেই চিন্ময় আত্মার সম্যক্‌জ্ঞান অতি নির্ম্মল ও জড়াদিবিহীন তাহা লাভ করিলে চিত্ত প্রশান্ত হইয়া থাকে।

নিঃ প্রঃ ৬৭ সর্গ। ঐ অনুবাদ হইতে গৃহীত।

"এই গুণময়ী মায়া নির্ব্বোধ দ্বারা অর্থাৎ ভ্রান্তি পরম্পরা-হেতু বিক্ষেপশক্তিতে দুর্নিবার্য্যা; কিন্তু সত্যাবোধ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান হইলে তাহা দ্বারা অনায়াসে ঐ মায়ার নিরাশ করা যাইতে পারে। ঐ মায়া অস্তিত্বশূন্যা হইলেও এই জগৎ রচনা করিয়াছেন, সুবর্ণের যেমন কটকতারূপ অন্যথাভাব, তদ্রূপ (ব্রহ্ম) প্রতিভাসের যে অন্যথাভাবরূপ বিপর্য্যয় তাহা হইতে ঐ মায়ার বিভ্রমোদয় জানিবে। যে মায়া শব্দমাত্রবেদ্য তাহা "যাহার বাক্যমাত্রে আরম্ভ, সেই বিকার নামমাত্র" ইত্যাদি শ্রুতিকথিতবাক্যে বিচারদৃষ্টিতে দেখিলে মিথ্যা বলিয়া অনুমিত হইয়া পরমাত্মাতে অবস্থিত অর্থাৎ পর্য্যাবসিত হয়; জলে তরঙ্গাবলির ন্যায় ঐ মায়া ব্রহ্ম দর্শনমাত্রেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। পরমাত্মাই অবিবেকনিবন্ধন জীবত্ব প্রাপ্ত হন এবং সেই পরমাত্মাই এই দৃশ্যময় দীর্ঘ স্বপ্ন হইতে স্বপ্নান্তরে উপনীত হন; বিবেকে সমস্তই চিন্মাত্র আত্মাতে পর্য্যবসিত হয় ও সেই অবিবেক প্রতিভাসমান জীবরূপী আত্মা তখন (স্ববিবেক উদয়ে) সমস্তই আত্মা, ইহা দেখিয়া থাকেন। যে যাহার প্রতিভাস, তাহা স্ববোধে তদাত্মতালাভ

করে ; অতএব এই জীব সেই আত্মার প্রভিভাস এই বোধ জন্মিলে সেই স্ববোধে আত্মাতেই পর্য্যবসিত হয়। অবোধ-বশতঃ সেই আত্মাই করঞ্জবনগুল্মাদি সমন্বিত সংসাররূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন।

ভ্রান্তিই প্রত্যেক প্রাণিগণের প্রত্যেক সংসারমণ্ডল প্রকাশ করিয়াছে। ভিক্ষুর স্বপ্নান্তর যেরূপ জলের আবর্ত্তাদি বিভাগসদৃশ বর্ত্তমান, তদ্রূপ উহাও জানিবে। যখন সমষ্টি-ভূত হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার মনোমাত্রনির্ম্মিত এই সর্গব্যাপার স্বপ্নই হইতেছে তখন ব্যষ্টিজীবেরও তাহা তাদৃশ স্বপ্নকল্প হইতে পারে ; কিন্তু সকল লোকের স্বচ্ছতা না থাকায় সকল লোকের তাদৃশ অস্বচ্ছ চিত্ত হইতে যাহা উত্থিত হয় তাহা স্থির সত্যের ন্যায় অবভাসন হয়। আর চিত্তশুদ্ধি হইলে পিতামহ ব্রহ্মার ন্যায় সকল স্বপ্নবিলাসবৎ অসত্যরূপ আভাত হয়। তাদৃশভাব হইলেই জ্ঞান হয় যে, ঐ ব্রহ্মই প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপে ব্রহ্মাণ্ড কোটীর ন্যায় কোটী কোটী হইয়া উদিত হইয়াছেন ও হন ; তাহাই স্থিরীকৃত হয়। জীব ব্রহ্মবিশ্বাস-রূপ তত্ত্বজ্ঞান হইতে বিচ্যুত হইয়াই অর্থাৎ তাহার আবরণ-নিবন্ধনমাত্র কারণেই চিৎসত্তামাত্রকে আশ্রয় করিয়া কোন দেবনরতির্য্যগাদিদেহে জরামৃত্যুদুঃখের ভাজন হইয়া থাকে। পরমাত্মচিৎই প্রাণকল্পনায় তদধীন স্পন্দরূপিনী হইয়া তাহাতে জীবনাম গ্রহণ করতঃ আত্মার দেহাকারপ্রাপ্তি ও বহির্ভাগে গমন দর্শন করিয়া বিষয়াকার বিভ্রম হরণপূর্ব্বক বিলুণ্ঠিতা

হন। প্রত্যগাত্মা কি চিত্তরূপ উপাধিস্বরূপ ভ্রান্তিমাত্র অপরাধে পরমাত্মাব্রহ্মস্বরূপ নহে? কিম্বা পরব্রহ্ম কি সেই প্রত্যগাত্মা হইতে ভিন্ন নহে? দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব পড়িলে কি মুখের মুখত্ব যায় বা প্রতিবিম্ব হইতে মুখ ভিন্ন হয় তদ্রূপ ঔপাধিক জীবনাম বা দেবদত্তাদি দেহনাম কিম্বা প্রাণবান চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নাম ধারণে কি পরমাত্মাব্রহ্মের অর্হতা (পরমেশ্বরত্ব) অর্থাৎ যোগ্যতা বা শ্রেষ্ঠতা যায়। অথবা সেই নামের উপযোগীই হন না। কিম্বা সেই জীবদেহাদি নাম হইতে ব্রহ্ম ভিন্ন হইতে পারেন? (অতএব উপাধিবশেই পরমাত্মার সকলই সম্ভব এবং এই প্রাপ্তিহেতু জীবনামরূপাদি থাকিলেও তিনি সেই পরমাত্মাই ও সকলই সেই পরব্রহ্ম। কারণ অধ্যাসসহস্রেও অধিষ্ঠানের অন্যথা ঘটে না; এইরূপে জীবব্রহ্মের একতাই পরম পুরুষার্থ ফল।) অতএব এইরূপ ঐক্যদর্শনে জগদ্দৃষ্টির দ্বারা ব্যবহারদৃষ্টিতেও দেখিলে আকাশে (খণ্ডাকাশে নির্ম্মল) মহাকাশের ন্যায়, জলে নির্ম্মল জলের ন্যায় ব্রহ্মাংশরূপব্রহ্মে পরব্রহ্মই বর্ত্তমান, ইহা উপলব্ধি হয়। পরমার্থ দৃষ্টিতে ত কথাই নাই। সার বিচার দ্বারা নিখিলশব্দ ও তাহার অর্থ এক রস স্বভাব বলিয়া জ্ঞাত হইলে একমাত্র চিন্মাত্রই পরমার্থ সত্য ও তাহারই প্রকৃত অস্তিত্ব আছে ইহা উপলব্ধি হয়; তখন এই প্রপঞ্চ কিছুই নাই, এই জ্ঞানও থাকে না, ভাবজ্ঞানের ত কথাই নাই। ভেদজ্ঞানেই ভেদের উৎপত্তি তাহাই প্রকৃতির চিহ্ন, অভেদজ্ঞান হইলে সমস্তই লয়

পায়, একমাত্র সেই পরম পদার্থ ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন।

হে রাম! তুমি অবোধনিবন্ধনই নানাস্বরূপ হইতেছ অর্থাৎ অবোধবশতই নানাবিধ এই ভ্রমজ্ঞানে নানারূপ ধরিতেছ, অবোধরূপ নানাত্ব যদি না দেখ তাহা হইলে তুমি বোধস্বরূপ পূর্ণ চিদ্রূপীই হইতেছ, অবোধবশতঃ এই দ্রষ্টৃ দৃশ্য দর্শনাদি ত্রিপুটী জগৎ বলিয়া বিদিত হয়। যখন অবোধ অসত্য, তখন তাহার শান্তিই (নিবৃত্তিই) এক জগৎনামে বর্ত্তমানা কারণ সেই শান্তিই ব্যাপকতাস্বরূপ, গমধাতুর ব্যাপ্তি অর্থে নিষ্পন্ন যে জগৎনাম তাহাতে অর্থাৎ তদ্‌যোগ্যতায় ব্যবস্থিতা দ্রষ্টৃ দৃশ্য দর্শনাদিরূপা ত্রিপুটী কোথায়? সঙ্কল্পরহিতা চিৎস্পন্দ, অস্পন্দ উভয় হইতেই ভিন্ন নহেন, অর্থাৎ চিৎ সঙ্কল্প পথ অতিক্রমন করিলে তখন স্পন্দন অস্পন্দন সকলই সমান। চিদ্‌ব্রহ্মের অভাবনাবশতই অর্থাৎ অদর্শনবশতই দ্বৈত ঐক্যাদি-রূপ সঙ্কল্প উদিত হয়, আর চিদ্‌ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারমাত্রেই (বিচার দ্বারা চিদ্‌ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই) দ্বৈত ঐক্যকল্পনারহিত চিদ্‌ব্রহ্মই অবশিষ্ট অর্থাৎ পর্য্যবসিত হন। ঐ যে চিদ্‌ব্রহ্মরূপ চন্দ্রমণ্ডলে সঙ্কল্পরূপ কলঙ্ক স্ফুরিত হয়, উহা কলঙ্ক নহে, চিদ্‌ঘন ব্রহ্মেরই উহা ঘন শরীর; ইহাই চিদ্দর্শন। তুমি সেই চিদ্‌ঘন ব্রহ্মের বিস্তীর্ণপদে অবস্থান কর, সেই পূর্ণভাবে অবস্থান করিতে পারিলে সঙ্কল্পাদি সমস্তই সেই চিদ্‌ঘন ব্রহ্মের সহিত একরসতাপ্রাপ্তিপূর্ব্বক পৃথক সত্তাচ্যুত হইয়া তোমার আত্ম-

স্বরূপে সত্তাবান হইবে। তুমি ভাবাভাবাদিকল্পনার হেতু চিন্ময়তা গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ ভাবাভাবাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক চিন্ময়স্বরূপে উপনীত হইয়া চিদ্‌ব্রহ্মের সমান উল্লাসবিলাসের অন্তরে যথাসুখে বিশ্রাম কর। হে রাম! তুমি আনন্দসমুদ্র নামক স্বরূপে অবস্থানকরতঃ অবগত হও যে, স্পন্দ, অস্পন্দ, সঙ্কল্প, বিকল্প ইত্যাদি যাহা কিছু চিত্তভ্রান্তি ভেদ, তৎসমস্তই সর্ব্বাকারানিবৃত্তি অর্থাৎ সুখৈকরসা শান্তিসত্তারূপে বর্ত্তমান।

যোঃ বাঃ নিঃ পুঃ ৫১, ৫২ ও ৫৩ সর্গ।
"আত্মতত্ত্বের বিচার"

জীবকুলের প্রত্যেক যে অহংভাব তাহা অধ্যাসমাত্র, তাহাতে আগ্রহ করা উচিত নহে, উহা সেই চৈতন্যেরই অংশের অংশ দ্বারা কল্পিত হইয়া আবির্ভূত জানিবে। এই যে অহং ভাব ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌বৎ ভাসমান উহা বাস্তবিক পৃথক নহে। কারণ পার্থক্য বা পরিচ্ছেদ কিছুই ব্রহ্মে নাই, এইরূপে যে প্রকার অহংভাব পৃথক্ বস্তু নহে সেইরূপ ঘটাদি মমতারূপ মর্কট পর্য্যন্তও পৃথক্ বস্তু নহে। কর্ম্মফলে নিস্পৃহতারূপ যে ত্যাগ জন্মে তাহাই সন্ন্যাস বলিয়া কথিত। সমস্ত সঙ্কল্প ত্যাগের নামই সঙ্গবিহীনতা, সমস্ত কল্পনা জালরূপ দ্বৈতভাবের সমবায়সমষ্টির উপাদান ঈশ্বরমাত্র। ঈশ্বর বোধাত্মা, (জ্ঞানময়) ইহা শব্দার্থমাত্র, ঐ আত্মাই জগদ্ব্যাপী বলিয়া জগৎ যে একই সেই ব্রহ্ম ইহাতে কোন সংশয় নাই। ভগবানের গুণ

শ্রবণ কীর্ত্তনাদি দ্বারা আমাতে ভক্তিমান হও, জ্ঞান যজ্ঞ কর্ম্ম যজ্ঞাদি দ্বারা আমারই যজন করিতে থাক আমার উদ্দেশে, সর্ব্বদা নমস্কার কর, হে অর্জ্জুন! এই প্রকার যোগে আমার প্রতি চিত্ত নিবেশপূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইতে পারিলে তুমি "আত্মরূপী" আমাকে লাভ করিতে পারিবে। হে অর্জ্জুন আমার সামান্য ও পরম নামক দুইটী রূপ জানিবে। একটা শঙ্খ চক্র গদাধারী ও হস্তপদাদিবিশিষ্ট সামান্যরূপ, আর একটী অনাময়, অদ্বিতীয়, আদ্যন্তরহিত অশুদ্ধচিত্তগণের দুর্ব্বোধ্যরূপ যাহা ব্রহ্ম, পরমাত্মা, আত্মা ইত্যাদিশব্দে অভিহিত হয় তাহাই পরম রূপ। যতদিন তুমি আত্মজ্ঞানের অভাবে অপ্রবুদ্ধ থাকিবে ততদিন তুমি আমার এই চতুর্ভুজাকার সামান্যরূপের পূজা করিতে থাক, ঐরূপ করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধির দ্বারা তোমার চিত্তের প্রবোধ সঞ্চার হইলে আমার সেই অনাদি অনন্ত পরম রূপ জানিতে পারিবে, ঐ "রূপ" জানিতে পারিলে পুনরায় আর জন্মগ্রহণের ক্লেশভোগ করিতে হয় না। হে অরিমর্দ্দন! আর যদি তোমার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে ইহা বিবেচনা কর তাহা হইলে আমার (ঈশ্বরের) পারমার্থিকস্বরূপ আত্মাতে তোমার আত্মাকে একরসীকৃত করিয়া বুদ্ধিসহায়ে পরমপূর্ণ অখণ্ডস্বরূপ আত্মাকে আশ্রয় কর। (অর্থাৎ তাহাতে একনিষ্ঠা অবলম্বন কর) যে ব্যক্তি আত্মাকে সর্ব্বভূতস্থ জানিয়া আত্মার একরূপ (অর্থাৎ আত্মা একই ইহার ভেদ বা দ্বিতীয়তা নাই এবম্বিধ আত্মার একত্ব) স্বীকার করে তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত যে সকল পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় সেই অখিল পদার্থের অন্তরে যে সামান্য সত্তা বর্ত্তমান তাহাই আত্মরূপী জন্মরহিত ব্রহ্ম। অতএব অধিষ্ঠাতৃরূপে সর্ব্বভূতে যে নির্ব্বিকার ব্রহ্মতা তাহাই বাস্তবিক, আর ঐ যে মুক্তাতে সূত্রের ন্যায় অন্তর্য্যামীভাবে রত্নের প্রভারন্যায় প্রকট-জীবভাবে ব্রহ্মের স্থিতি উক্ত উভয়েই অধ্যাসসাপেক্ষ জাগতিক ব্যবহার জন্য কল্পিত। দর্পণ যেমন প্রতিবিম্বে লিপ্ত নহে এবং প্রতিবিম্ব দ্বিতীয় বস্তু নহে তদ্রূপ নির্লিপ্ত অভেদ (অদ্বয়) আত্মারূপে নিলিপ্তভাবে সর্ব্বাত্মা। (সকল শরীরে আবির্ভূত)। হে পাণ্ডব! তুমি আমাকে এইভাবে জানিও, যেমন সমুদ্রে জলস্পন্দন হইয়া থাকে (এবং তাহাতেই বিলীন হয়) সেইরূপ অভিমানাঙ্কিত চিত্তস্থ "আমি তুমি" ইত্যাদি ভাব বা সৃষ্টি লয় বিকারাদি সমস্ত, আত্মাতেই পরি-বর্ত্তিত হয়। (ও আত্মাতেই বিলীন হয়) যে ব্যক্তি আমাকে সর্ব্বভূতে ও সর্ব্বভূতকে আমাতে অবলোকন করে সে ব্যক্তি দর্পণের প্রতিবিম্ব সচেষ্ট হইলেও দর্পণ যেমন নির্ম্মল নিশ্চল থাকে তদ্রূপ এই সদা স্বচেষ্ট ক্রিয়াকুল ভূতরাজির মধ্যে আত্মাকেও ঐ দর্পণের মত নির্ল্লিপ্ত ও উদাসীনভাবে অবলোকন করে। সাধুগণ আত্মিতত্ত্ব শ্রবণপূর্ব্বক মনে সুখে দুঃখে সমানরূপ অনুভব করেন; অন্তরে সেই অভয় ব্রহ্মকে অনুভব করতঃ নির্ভয় হইয়া জীবন্মুক্ত শরীরে বিচরণ করেন। এইরূপ জীবন্মুক্ত অবস্থা হইতেই সাধুগণের ক্রমশঃ মনে

মোহ আদি অবসাদ দূর হয়; সুখ, দুঃখ, শীত উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দভাব আর তাঁহাদের থাকে না এবং তাঁহারা অধ্যাত্মজ্ঞানে পরিপূর্ণ হইয়া অধ্যাত্মধ্যানে বিভোর থাকেন; তাহা হইতে তাঁহাদের কামনা নিবৃত্ত হয়। তদবস্থায় উপনীত হইয়া তাঁহারা অব্যয়পদ (বিদেহমুক্তি) লাভ করেন।”

যোঃ বাঃ নিঃ প্রঃ ৫৪সর্গ। পূর্ব্বোক্ত অনুবাদ হইতে গৃহীত।

ভগবান কহিলেন, হে মহাবাহো অর্জ্জুন! আমি তোমার হিতের জন্য পুনরায় পরম উপদেশ দিতেছি শ্রবণ কর। হে ভারত বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ হওয়ায় শীত উষ্ণ আদি অনুভব হয় এবং তাহাতেই সুখ দুঃখ হইয়া থাকে;—বিশেষতঃ সেই শীতোষ্ণাদি অনিত্য, কারণ যাহার উৎপত্তি তাহার বিনাশ আছেই। যখন ঐ শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ সমস্তই জন্য, তখন উহার নাশও ত অবশ্যম্ভাবী; অতএব উহা অকিঞ্চিৎকরবোধে সহ্য ও উপেক্ষা করিয়া উহাতে বৈরাগ্য অবলম্বন কর, ঐ বিষয়েন্দ্রিয় সম্বন্ধ বা সুখ দুঃখও সেই অদ্বয় পূর্ণানন্দস্বভাব হইতে পৃথক্ নহে এই বোধ জন্মিলে সুখই বা কোথায়? আর দুঃখইবা কোথায়? প্রিয়তম-ধন-পুত্র-সম্পদে আমি পূর্ণ ইত্যাদি ভ্রান্তিতে যে আভিমানিক সুখ এবং সেই প্রিয়তমধনাদিবিযুক্ত (অপূর্ণ) আমি ইত্যাদি ভ্রমে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহাও কিছুই নহে, কেননা নিরবয়ব

ক্ষয়োদয়বিবহিত আত্মাতে আবার খণ্ডন পূরণ কোথায়? কারণ যাহা অবয়বী বা উৎপত্তিবিনাশধর্ম্মী, তাহারই খণ্ডন পূরণ আছে, অতএব আমি "ধনবন্ধুপূর্ণ ও" "আমি ধনবন্ধু বিযুক্ত" এই যে উভয় খণ্ডনপূরণভাব তাহা ভ্রমোপলব্ধ সুতরাং তাহাও পূর্ব্বোক্ত তাৎপর্য্যবোধে অসম্ভববোধ হইলে স্বতই নিবৃত্ত হয়। যাহা কিছু বিকার বস্তুতে সত্তার অনুভব হয়, তাহা সেই আত্মার অধিষ্ঠানের সত্যতা বলেই জানিবে। ফলে সুখ দুঃখাদি বাস্তবিক কিছুই নাই। হে অর্জ্জুন! শরীরের অন্তরে থাকিলেও আত্মার সুখেও হর্ষ নাই, দুঃখেও গ্লানি নাই; এই হর্ষগ্লানি প্রভৃতি দৃশ্য, আর আত্মা তাহার সাক্ষীভাবে (উদাসীনভাবে) দ্রষ্টা, অতএব দৃশ্য হর্ষগ্লানি প্রভৃতি কখনও দর্শকধর্ম্মী হইতে পারে না। এই যে নিখিলবিশ্ব, ইহা সাক্ষাৎ জন্মরহিত পূর্ণব্রহ্ম, অতএব ইহার উৎপত্তি নাই, বিনাশও নাই। তুমি ইহা সত্য ও পরম বলিয়া জানিও। এই জ্ঞানেরই নাম পরমবোধ ও সত্যবোধ। যাহা কিছু উৎপত্তিবিনাশধর্ম্মী দেখিতেছ, তাহা ঐ ব্রহ্মার্ণবের তরঙ্গ, আজ তোমার তাদৃশ বোধের উদয় হইয়াছে, অতএব তুমি আজ ব্রহ্মাবর্ত্তে বিরাজ করিতেছ, তুমিই এখন নিরাময় ব্রহ্ম। সমস্ত কাল, ক্রিয়া, দেশ, তুমি, আমি, সৈন্যগণ সকলেই সেই ব্রহ্ম সমুদ্রে স্পন্দনের ন্যায় বর্ত্তমান। এই ব্রহ্মে ভাবাভাব কিছুই নাই। মান, মদ, শোক, ভয়, চেষ্টা, সুখ, দুঃখ ও দ্বৈতভাব এ সকল মিথ্যা; (তাহা পরিত্যাগ কর) কেবল এক সেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মরূপী

৯৩। তুমি সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমতারূপ যোগ (সমভাবাপন্ন) অবলম্বনপূর্ব্বক নিঃসঙ্গভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে থাক, কর্ম্মের আসক্তিকেই (জ্ঞানীগণ) কর্ত্তৃত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, উহা কর্ত্তার অপেক্ষা করে না অর্থাৎ কার্য্য স্বয়ং না করিলেও তাহাতে আসক্তি থাকিলে কর্ত্তৃত্ব আসিয়া পড়ে। মনে তত্ত্ব দৃষ্টিতে প্রমাদরূপ মূর্খতা থাকিলেই আসক্তির আধিপত্য ঘটে, অতএব ঐ প্রমাদরূপ মূর্খতাই পরিত্যাগ করা উচিত। আসক্তিশূন্য ব্যক্তি সকল কর্ম্মে রত থাকিলেও তাঁহার কোন কার্য্যে কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ পায় না; সুতরাং তাঁহার কার্য্য করিলেও করা হয় না এবং তাহাতেই বিদেহকৈবল্য লাভ ঘটে। দেখ কর্ত্তৃত্ব নাশ হইলে অভোক্তৃত্বের আবির্ভাব হয়, অর্থাৎ যাহার হৃদয়ে কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই তাহার ভোগবাসনার উদয় হয় না এবং তাহা হইতেই "সকলই এক অভেদ" বোধ হইয়া থাকে। অলব্ধলাভ (যোগ) এবং লব্ধবস্তুর (ক্ষেম) রক্ষার প্রবৃত্তি পরিহারপূর্ব্বক অপ্রমত্তচিত্তে পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া অবস্থান কর। আর যিনি মনের সহিত ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে সংযত করিয়া ফলাভিসন্ধান পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, হে অর্জ্জুন! তিনিই শ্রেষ্ঠ। মায়াবিলাস বিষয় কামনা সকল যে আত্মজ্ঞানী ব্রহ্মমগ্ন সন্ন্যাসীর নিকট মিথ্যাবোধে উপেক্ষিত হইয়া অবশেষে আত্মায় বিলীন হইয়া আত্মামাত্রতা লাভ করে (আত্মস্বরূপেই পরিণত হয়) যে সন্ন্যাসী ঐ সকল বিষয় কিছুই নহে বুঝিয়া তাহাও "আত্মা-

বোধে” তাহাকে আত্মময় করিয়া ফেলেন, তিনিই প্রকৃত শান্তি-লক্ষণ মুক্তিলাভ করেন।”

যোঃ বাঃ নিঃ পূঃ ৫৫ সর্গ।

“ভগবান কহিলেন, হে অর্জ্জুন! আরও দেখ, আত্মা একই বস্তু ত্রিজগতে বর্ত্তমান, ইহার দ্বিতীয় বস্তু কিছুই নাই; কারণ যখন সকলই মিথ্যা তখন অসৎ (মিথ্যা) বস্তুর সম্ভাবনা কোথায়? অতএব সৎ আত্মাই অবিনাশী ঐ সৎ আত্মা অনন্ত; যাহার চিরসত্তা প্রসিদ্ধ তাহার বিনাশ ঘটিতে পারে না। দ্বিত্ব বা একত্ব কার্য্য বা কারণ পরিত্যাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই সদসতের মধ্যবর্ত্তী তাহাই শান্ত এবং তাহাই পরমপদ ব্রহ্ম বলিয়া কথিত। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের মধ্যে যাহার উপর “উহাই আমার পুরুষার্থ অভীষ্ট প্রয়োজনীয়” ভাবিয়া সতের অভিনিবেশ প্রদর্শন করিবে এবং যাহার উপর অল্প অভিনিবেশ স্থাপন করিবে, ঐ উভয়ের মধ্যে যাহার উপর আগ্রহের আধিক্য তাহারই জয় (অর্থাৎ তাহারই প্রাদুর্ভাব হয়); অতএব যাহাদের মোক্ষে অল্প অভিনিবেশ, আর ভোগে দৃঢ় অভিনিবেশ, তাহাদের মোক্ষের অভিনিবেশেই পরাভব ঘটে, সুতরাং তুমি বলিতে পার না যে অনেকে জ্ঞানের জন্য যত্ন করিলেও কাম, ক্রোধ বাসনাই তাহাদিগের প্রবল হয়। যে বাসনা ঈশ্বরের পর্য্যন্ত কর্ম্মকামনাদির ও সুখ দুঃখের হেতু; সেই অসাধারণী স্বপ্নোপমা বাসনাই চিরাভ্যাস-বশতঃ প্রৌঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া এই সংসারভ্রমের উৎপাদিকা

অতএব যাঁহারা আত্মশ্রেয়ঃ কামনা করেন, তাঁহাদের পরম-পুরুষার্থলাভের জন্য বাসনারই সমূলে ক্ষয় করা উচিত"।

মোঃ বাঃ নিঃ প্রঃ পূঃ ৫৬ সর্গ।

ভগবান কহিলেন, "অর্জ্জুন! এই যে সমস্ত দেখিতেছ ইহা মনোরূপ চিত্রকরের চিত্রস্থিত চিত্রপুত্তলিকামাত্র। এই ত্রিভুবনাদি চিত্রের আকার নাই, কারণ যাহার ভিত্তি নাই তাহার আর আকার কি থাকিবে বল? সুতরাং মনোরূপ চিত্রকরের এই ত্রিজগৎ চিত্রের ভিত্তি না থাকায় ইহার কোন আকার নাই জানিবে। হে অর্জ্জুন! ত্রিভুবনাদি চিত্রেরই অস্তিত্ব নাই, ঐ সৈন্যগণেরও নাই বা তোমারও নাই, অতএব কে কাহাকে মারিবে বল? হে অর্জ্জুন! এই সকল জ্ঞাত হইয়া তুমি বধ্য ও ঘাতকভ্রম এবং তজ্জনিত শোকমালিন্য ত্যাগ করতঃ ব্রহ্মাকাশে নির্ম্মল নিরঞ্জন হইয়া অবস্থান কর। চিত্রকর চিৎ, ও চিত্ত তাহার ভিত্তি, তাহাতে ঐ চিৎ চিত্রকর চিত্র করিয়াছেন একথা বলিলেও সমস্ত শূন্যময় বলিয়া আকাশ হইতে কিছুই পৃথক্ হয় না, সেই আকাশেই পর্য্যবসিত হয়। হে অর্জ্জুন! যেমন চিত্তে জগতের নির্ম্মাণ ও ক্ষয় প্রকাশ পায়, তদ্রূপ ইহলোকেও ক্ষয়-উদয়-জন্ম-মৃত্যু ও ক্ষণিক প্রকাশমান জানিবে। এই জগৎ সেই অজ্ঞাততত্ত্ব আত্মার অন্যথা প্রতিভাসমাত্র, অতএব আত্মার অধ্যারোপেও বা নিবৃত্তিতেও (অর্থাৎ বাধ হইলেও) কোনমতেই ঐ জগতের বজ্রসারতা (অর্থাৎ স্থিরতা) হইতে পারে না। আর যদি এই জগতের স্থিতি থাকিত, তাহা

হইলেও ইহার স্থায়িত্বভ্রম নিরাকরণে প্রযত্নের অপেক্ষা হইত; এই জগৎ কোনকালে ছিল কি? ইহাত চিৎতত্ত্বে অবস্থিত চিত্তরূপ চিত্রকরের চিত্রমাত্র, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয় যে ঐ চিত্রের ভিত্তি নাই এবং নীলপীতাদি অঙ্কন সাধন রং (অর্থাৎ বর্ণ) নাই, তথাপি ইহা এক ভিত্তিশূন্য উজ্জ্বল প্রকাণ্ড চিত্ররূপে পুরোভাগে প্রকাশমান রহিয়াছে। মন ক্ষণকে কল্প করে বা সত্যকে শীঘ্র অসত্য করে ইহা তাদৃশ বিস্ময়কর নহে, কিন্তু ঐ অসৎ (অর্থাৎ অস্তিত্ববিহীন) জগৎরূপ মনোরাজ্যের যে সত্যতা প্রতীতি জন্মে; তাহাই অতি আশ্চর্য্যের বিষয়; এই ভ্রম মনেরই প্রভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে। দেখ কামুক (কামনাশীল) চপলমতি চিত্তরূপ চিত্রকর স্বীয় অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মাকাশেই কেমন ঐ ত্রিলোকীরূপা মনোহরা হাবভাব-বিলাসময়ী নটী পুত্তলিকা অঙ্কিত করিয়াছে। ঐ দেখ, নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি উহার নাট্যশালারূপে বিরাজমানা। স্বয়ং সাক্ষীভূত চৈতন্যই উহার প্রদীপের কার্য্য করিতেছে। প্রদীপের প্রতিবিম্বগ্রাহী চক্রের ন্যায় ঐ চৈতন্যদীপের প্রতি-বিম্বগ্রাহী বুদ্ধিবৃত্তিরূপ আভরণের দ্বারা সমস্ত লোক প্রকাশিত ও উজ্জ্বল হইয়া আছে।”

যোঃ বাঃ উঃ প্রঃ ৯০ সর্গ। ঐ অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত।

“বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাম! প্রথমতঃ চিত্তের নাশ দুই প্রকার, এক ভ্রমাভাসের ন্যায় প্রতিভাসমান বলিয়া সরূপ ও

অপর তদ্রহিত বলিয়া অরূপ। তন্মধ্যে জীবন্মুক্তের চিত্তনাশ "সরূপ", বিদেহমুক্তের অর্থাৎ নির্ব্বাণপ্রাপ্তের চিত্তনাশ "অরূপ", চিত্তের সত্তা দুঃখেরই কারণ, ও চিত্তের নাশ হইতেই যাবৎ সুখের উৎপত্তি হয়; সুতরাং চিত্তসত্তাকে দূর করিয়া চিত্তনাশকে গ্রহণ করিবে। যেমন নিঃশ্বাস বায়ু হিমালয়কে কম্পিত করিতে পারে না, তদ্রূপ যে বীরব্যক্তিকে সুখ দুঃখের অবস্থা আনন্দময় আত্মস্বরূপ হইতে বিচলিত করিতে পারে না, তাহার মনকেই মৃত জানিবে। "এই আমি সেই, এই আমি নহি" এইরূপ চিন্তা যে মানুষকে আক্রমণ করে নাই তাহার মনকে নষ্ট বলিয়া জানিবে। আপৎ দীনতা, উৎসাহ, অহঙ্কার ও মূঢ়তা যাহার মুখের বিবর্ণভাব না করে তাহার মনকেই নষ্ট জানিবে। হে সাধো! ইহারই নাম মনোনাশ এই উপায়েই চিত্ত নষ্ট হইয়া থাকে। চিত্তের এই নাশাবস্থা জীবন্মুক্তেরই হইয়া থাকে। হে রাম! মনোভাবকেই মূঢ়তা জানিবে। হে রাম! জীবন্মুক্তের মন ঐ পুনরুৎপত্তিশূন্য ব্রহ্মস্বরূপ বাসনাতে ব্যপ্ত হইয়া থাকে, ঐ অবস্থাই সত্ত্বসংজ্ঞায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মন অনুভূত বলিয়া সৎভাব লাভকরতঃ দেহাদি সম্পর্ক ত্যাগ করে, সুতরাং এই সাকার মনোনাশ (ইহাতে দৃশ্য থাকে কিন্তু কার্য্যকরী হয় না) জীবন্মুক্তেরই হইয়া থাকে। হে রঘুনাথ! তোমাকে যে নিরাকার মনোনাশের কথা বলিতেছি; উহা দেহের অপায়ে যে মুক্তি হয়, তাহাতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে; তখন সেই বিদেহমুক্ত পরম পবিত্র বিমলপদে সমস্ত শ্রেষ্ঠ গুণাধার

সত্ত্বনামক প্রাতিভাসিক মন লয় পাইয়া থাকে। সত্ত্বনাশরূপ বিদেহমুক্তের অরূপসংজ্ঞক চিত্তনাশদশায় কোন দৃশ্যই থাকিতে পারে না।”

যোঃ বাঃ উঃ প্রঃ ৯৩ সর্গ।

“বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাম! যে ব্যক্তি বিচারবলে নিজ চিত্তকে মুহূর্ত্তের জন্যও নিগৃহীত করে, তাহার জন্মের সাফল্য হইয়া থাকে। এ কারণে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে আসক্তিপূর্ব্বক পদার্থদর্শন হইতেই বস্তুর উৎপত্তি হয় এবং ঐ সঙ্গই সংসারের কারণ। সঙ্গই আশারজ্জুর নিদান; সুতরাং সঙ্গই আপৎসমূহের হেতু। এই সঙ্গের পরিত্যাগ করিতে পারিলেই বর্ত্তমান দেহাদির সহিত সম্বন্ধনিবৃত্তিরূপ মুক্তি হয় ও আর জন্মিতে হয় না; সুতরাং হে রাম! তুমিও বস্তুর সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া জীবন্মুক্ত হও। সংসারে প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তুর ক্রমিক সংযোগ হইলে জীবের যে বাসনা আসিয়া আনন্দ ও বিষাদ উৎপাদন করে সেই বাসনার নামই সঙ্গ। সেই বাসনা যখন জীবন্মুক্তের সন্নিধানে থাকে তখন আনন্দে বা বিষাদে সংস্পৃষ্টা হয় না ও জীবন্মুক্তের প্রারব্ধক্ষয় পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া তাহার পুনরুৎপত্তি দূর করিয়া থাকে। ঐ বাসনাকেই অসঙ্গ কহে। ঐ বাসনার আশ্রয়ে যে কিছু কার্য্য করা যায় সে সমুদায় পুনর্বন্ধনের কারণ হয় না। কিন্তু যে মূঢ়েরা জীবন্মুক্ত নহে, সেই দীনব্যক্তিদের বাসনা সর্ব্বদা বিষাদে ও আনন্দে পূর্ণ থাকে ও বন্ধনের কারণ হয় বলিয়া তাহাকেই বন্ধনী সংজ্ঞায় নির্দ্দেশ

করে। উহাই পুনরুৎপত্তির সম্পাদিকা বলিয়া পণ্ডিতেরা উহারই নাম সঙ্গ বলিয়া থাকেন।

যোঃ বাঃ নিঃ প্রঃ ৫১ সর্গ।

প্রবোধজনিত যে মুক্তি তাহাই দুইপ্রকার জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি, জীবন্মুক্তিই তুরীয়াবস্থা, তাহা হইতেই তুরীয়াতীত পদলাভও বোধ হয়। জীবের সুষুপ্তিই জড়তা, স্বপ্নাবস্থায় চিত্তভ্রমনই সংসার, জাগ্রদবস্থাই তুরীয়াবস্থা, আর যাহা প্রবোধ তাহাই মুক্তি। তদ্রূপ এই সমস্ত জগৎও তত্ত্বতঃ বিবেচিত হইলে বুঝা যায় যে ইহাতে বাসনা অবস্থাদিভেদসমূহ কিছুই নাই, কেবল ইহা একমাত্র অনাময় পরমপদ। জীবের প্রবোধেই মুক্তিলাভ, প্রবোধেই জীব নির্ম্মল হইয়া পরমাত্মা লাভ করে।

যোঃ বাঃ নিঃ প্রঃ ৬৭ ও ৬৮ সর্গ।

যিনি এ জগৎ যেরূপভাবে হইতেছে চিরকালই সেইভাবে হইতেছে বুঝিয়া সেই যথার্থ ব্রহ্মতত্ত্ব ভাবনাপূর্ব্বক পবিত্রান্তঃকরণে আত্মায় অবস্থিতি করেন, এদিকে আপনাকে বাহ্যিক ব্যবহারে সাধারণ তপস্বীর ন্যায় দেখেন, কিন্তু অন্তরে নিরতিশয় আনন্দরসের আস্বাদনে পরম পরিতৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকেন তিনিই জীবন্মুক্ত বা মুক্ত মুনি। এইপ্রকার শান্তভাবাপন্ন দ্বিবিধ মুনিশ্রেষ্ঠগণের যে চিত্তনিশ্চয়রূপভাব তাহাই মৌন বলিয়া কথিত। মৌনবিদ্‌গণের মতে সেই মৌন চারিপ্রকার যথা বাঙ্‌মৌন, অক্ষমৌন, কাষ্ঠমৌন, ও সুষুপ্তমৌন। জীব-

ন্মুক্তিই সুষুপ্তমৌন, পুনর্জন্মবিরহিত জীবেরই তাহা হইয়া থাকে। রাম! তুমি এখন ব্রহ্মভূত ও সাধু হইয়াছ, এখন তুমি এই ভৌতিক দেহ লইয়া সর্ব্বত্র নিপুণতার সহিত ব্যবহারপথের অনুসরণই কর বা ব্যবহার পরিহারে সমাধিস্থ হও তুমি এখন জীবন্মুক্ত, সকল নির্ম্মল শান্তিবৃত্তিভূষিত তুর্য্যস্থ বিদেহ। যে ব্যক্তি স্থূল সূক্ষ্ম আকারদ্বর বাধিত করিয়া আকাশের ন্যায় শূন্য হইতে পারিয়াছেন তাঁহারই এইপ্রকার স্থিতি দেখা যায়। তুমিও এই মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ রীতিক্রমে ভাবনাবিরহিত হইয়া তূর্য্যপদে অধিষ্ঠান কর; "নিখিলবস্তু বিদ্যমান" এই যে প্রসিদ্ধি তাহা নাড়ীর অন্তরে অনুভূয়মান স্বপ্নকল্প ইহা বুঝিয়া জীবন্মুক্ত অবস্থায় চিদাকাশকলায় একনিষ্ঠ হইয়া অবস্থান কর।"

৩৮ ও ৩৯ সর্গ বাহ্য ও অন্তর পূজা। ঐ অনুবাদ হইতে। "যোঃ বাঃ নিঃ পূঃ উনসপ্ততিতম সর্গ।"

বশিষ্ঠ কহিলেন, যাঁহারা মহেশ্বরসিদ্ধ এবং জীবন্মুক্ত শরীর তাঁহাদিগের আবার মঙ্গলামঙ্গল বা সুখভোগফল শাস্ত্রীয় ক্রিয়া নিয়ম কি? কারণ তাঁহাদিগের মঙ্গল, অমঙ্গল উভয়েরই তারতম্য নাই, সকলই সুখরূপী; যাহারা অজ্ঞ জীব, তাঁহাদিগেরই সেইসকল ক্রিয়ানিয়মাদি আছে। এইরূপ কাকতালীয়ন্যায়ে বিষ্ণুরও মনুষ্যের ন্যায় জন্মকর্ম্ম, ত্রিনয়ন মহাদেব বা অম্বুজোদ্ভব ব্রহ্মারও ঐরূপ মনুষ্যবৎ জন্মকর্ম্ম জানিবে। ঐ সকল সিদ্ধ জীবন্মুক্তগণের নিকট নিন্দা অনিন্দার পাত্র কিছুই নাই, হেয়

কি উপাদেয় তাঁহাদের কিছুই নাই আত্মীয় পরভেদ তাঁহাদের নাই এবং এমন কর্ম্ম নাই যাহা সেই সকল সিদ্ধ জীবন্মুক্তকে আবদ্ধ করিতে পারে। সৃষ্টির আদিতে অগ্নি আদির উষ্ণত্ব আদি যেরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে ; হরিহরাদিরও সেইরূপ চরিত্র-বেশ-ক্রিয়াদিনিয়মও সেই সৃষ্টির আদি হইতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে ; মুখ্য যে ঈশ্বর তাঁহারই ইচ্ছায় ঐরূপ ব্যবস্থা জানিবে। চিন্ময় আত্মাকাশ তদ্ভাবপ্রাপ্তিই পরমমোক্ষ। সম্যক্ জ্ঞানের অবরোধক এবং সমাধি দ্বারা এবং সংখ্যা অর্থাৎ বিবেকবিচার প্রযুক্ত রাজযোগ দ্বারা যাঁহারা অববুদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারাই সাংখ্যযোগী। যাহাতে প্রাণ ও মন উভয়ের বৃত্তির বিলয় ঘটে এবং যাহা বাসনা বাগুরা বহির্ভূত ঐ স্থিতিই পরমপদ জানিবে। বাসনাই চিত্ত ও সেই বাসনাপুঞ্জময় মনই বাহ্যান্তঃকরণ ও প্রাণাদিব চেষ্টারূপ সংসারের কারণ। সেই মন সাংখ্য কিম্বা যোগ উভয়ের অন্যতর দ্বারা বিলীন হইয়া (অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানরূপে পরিণত হইয়া) সংসার কারণ ও প্রাণাদি উভয়ের কর্ম্মব্যাপারের কারণ হয় না। (অর্থাৎ প্রবৃত্তির হেতু হয় না); বালক যেমন বেতাল দর্শন করে, সেইরূপ মন দেহকে (আত্মরূপে) দর্শন করে তাহাই সংসার ও মনই তাহার হেতু ; সুতরাং সেই মন যদি বিলয় পায় অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানরূপে পরিণত হয়, তাহা হইলে সেই মন আর এই দেহ দর্শন করেন না। অর্থাৎ মনের শান্তিতেই সকল সংসৃতির শান্তি হয়।

আত্মদর্শনেই মনের নাশ হয়, তাহার প্রতি হেতু আত্মতত্ত্বের অদর্শনেই মিথ্যাস্বরূপে ঐ মনের উৎপত্তি, সুতরাং আত্মতত্ত্বের অদর্শনেই যাহার উৎপত্তি, তদ্দর্শনেই যাহার লয়, এতাদৃশ অলীক মন হইতেই এই সংসারের সৃষ্টি, জ্ঞান দ্বারা ঐ মন বাধিত হইলে আর আমি, আমার, উপদেশ্য, উপদেশ, বন্ধন, মোক্ষ, এ সকল কোথায় থাকে ? ও কি হইতেই বা হয় ? মন বাধিত হইলে কিছুই কিছু নহে। অতএব (উত্তম, মধ্যম, অধম অধিকারী ভেদে) দৃঢ়রূপে পরমতত্ত্বের অভ্যাস প্রাণাদির লয় ও মনের নিগ্রহ (সংযম) এ কয়টী মোক্ষশব্দের অর্থসংগ্রহ অর্থাৎ উহাই অধিকারীভেদে সাধনত্রয় এবং উহাই মোক্ষ বলিয়া অভিহিত। মৃত্যু হইলেই যে প্রাণ ও মনের নাশ হয় তাহা নহে। মৃত্যু মূর্চ্ছামাত্র। মৃত্যুকালে ঐ প্রাণ ও মন মূর্চ্ছা-কালের ন্যায় গলিত সৈন্ধবের মত বাসনারূপে অবস্থান করে। পুনরায় উৎপত্তিকালে আবির্ভূত হয়। প্রাণানির্গমনের সমকালে ঐ দেহের ঘুর্ঘুর শব্দ নিবৃত্ত হইলে যখন প্রাণ শরীর ত্যাগ করে তখন বাসনা-কাম-কর্ম্মদ্বারা উপস্থাপিত ভাবিদেহের আকার অনুভব করিয়া বাহ্যাকাশে তাদৃশ দেহারম্ভের অনুকুল ভূতমাত্রার সহিত সঙ্গত হয়। ভূতমাত্রা বাসনামাত্রাত্মকই জানিবে। অতএব তাদৃশ বাসনাময় মনোবিশিষ্ট প্রাণের সহিতই এই ভূত-মাত্রা মিলিত হয়। ইহা যুক্তিসিদ্ধ ; সুতরাং ঐ ভূতমাত্রা কখন বাহিরে অন্য জীবের প্রাণের সহিত মিলিত হইতে পারে না। প্রাণ বাসনার সহিতই দেহান্তরে উৎপন্ন হয়।

তাহার কারণ, প্রাণ ভাবিদেহের বাসনাসহকারেই পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করে এবং যেমন পুষ্পের গন্ধ তিলে প্রবিষ্ট হইয়া সেই তিলান্তরস্থ তৈলের সহিত মিশ্রিত হয় ও তাহাতে যন্ত্রপেষনাদি কষ্টভোগ করে তদ্রূপ প্রাণ দেহান্তরে তদীয় হৃদয়াকাশ ও তদন্তর্গত বায়ুনিবহের সহিতও সংমিশ্রিত হয়। (এবং তাহাতে ঐ গন্ধবৎ ক্লেশানুভব করে) অতএব মরণমাত্রেই যে মন ও প্রাণের নাশ হয় তাহা নহে। দেখ যেমন জলপূর্ণ ঘট সমুদ্রে মগ্ন হইয়া অদৃশ্য হয় বটে, কিন্তু তাহা বিনষ্ট হয় না ; এবং যেমন তিতির পক্ষী অন্য তৃণ না পাইলে চঞ্চুস্থিত তৃণখণ্ড পরিত্যাগ করে না, তদ্রূপ মন জ্ঞানব্যতিরিক্ত প্রাণ পরিত্যাগ করে না। কারণ, বাসনামাত্রই চেতঃ, বাসনার অভাবেই তাহা পরমপদ উল্লিখিত জ্ঞান, বাসনাসমন্বিত সকলের নিরাকরণ করিয়া আত্ম-তত্ত্বে পরিণত হয় ; আর সেই তত্ত্ব অবশেষে অচল জ্ঞানস্বরূপে অবস্থান করে, ইহাই অনুভব নিষ্ঠাগণের উক্তি। হে রাম ! রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় এই সংসারের বিবেক মাত্রেই পর্য্যন্ত বা পরিণাম। অদ্বৈত তত্ত্বের শ্রবণাদি অভ্যাস, প্রাণনিরোধ, চেতঃক্ষয়, এই সকলের মধ্যে একটী সিদ্ধ হইলে পরস্পর সকলই সিদ্ধ হয়। তালবৃন্তের স্পন্দন নিবৃত্ত হইলে যেমন বায়ুও শান্ত হয়, তাহার ন্যায় প্রাণবায়ুর পরিস্পন্দন নিবৃত্ত হইলে মনও শান্ত হয়, শরীর সত্ত্বে প্রাণ বহির্গত হইলে উল্লিখিত ক্রম। জীবের প্রাণ ও চেতঃ পরস্পর বিযুক্ত হয় না, তিলতৈল সংক্রান্ত পুষ্পসৌরভের ন্যায় উভয়ে

মিলিত হইয়া অবস্থিত। মনের (সারথিরূপ) স্পন্দনই প্রাণ (রথরূপ) ও প্রাণের স্পন্দনই মন। এতদুভয়েই পরস্পর রথ সারথি হইয়া নিরন্তর গমনাগমন করিতেছে। আহার না করিলে যেরূপ শরীরের ক্ষয় হয়, সেইরূপ প্রত্যাহারপরায়ণ ব্যক্তিরও নির্ব্বিকল্প সমাধিদ্বারা প্রাণ ও মনের লয় হইয়া থাকে। মনের প্রাণের সহিত লয় হইলে একমাত্র পরম বস্তুই অবিশিষ্ট থাকে। এইরূপে ধারণাদি (ধ্যান, ধারণা, সমাধি) ত্রিবিধ উপায়ে ব্রহ্মে একতান হইলে মনের নির্ব্বিকল্প, সমাধি পরিপাকে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। মনের শান্তিতে তদ্রূপ সংসারমৃগতৃষ্ণিকার নিবৃত্তি হয়। হে রাম! চিত্তই অবিদ্যা, অতএব বিচার দ্বারা মনকে ব্রহ্মাকারে পরিণত করিয়া সেই মনের দ্বারা চিত্তের লয় কর। ঐ চিত্তক্ষয়ের রূপ সেই তদধিষ্ঠান আত্মাই শূন্যতা নহে কারণ তাহার অভাব পরমপুরুষার্থ হইতে পারে না। মন পরমপদে মুহূর্ত্তমাত্র বিশ্রান্ত হইলেও ব্রহ্মাকারে পরিণত হয় ও তাহাতেই .নিরতিশয় স্বপ্রকাশ আনন্দাস্বাদ পাইয়া আর ব্যুত্থানের ইচ্ছা করে না। সাংখ্য ও যোগ দ্বারা এই প্রকার পরমপদ প্রাপ্তিরূপ ফললাভ হয়। হে রাম! যদি তোমার চিত্ত সাংখ্য বা যোগে বিশ্রান্তিলাভ করিয়া ক্ষণকালের ন্যায়ও তৎসত্ত্বতা লাভ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তোমার চিত্তের আর উৎপত্তি হইবে না। অবিদ্যাবিরহিত চিত্তই সত্ত্বশব্দবাচ্য, উহা সংসার বীজকে দগ্ধ করিয়া তাহার অহঙ্কারোৎপাদিকা শক্তি নাশ করে, যে মহাত্মা সত্ত্বভারাপন্ন হইয়াছেন, তাঁহার অবিদ্যা বিগলিত ও বাসনাজাল

ছিন্ন হইয়াছে। চিত্তে ঐ সত্ত্বের উদয় হইলে ব্রহ্মভাব বিচ্ছেদ ঘটে না। জীবন্মুক্ত অবস্থায় ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এই ত্রিবিধ উপায়ে অভ্যাস সহায়ে আত্মায় জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিরূপ ভ্রান্তি বীজদর্শনপদবিবর্জ্জিত ও অবিদ্যানাশে দগ্ধবস্ত্রের ন্যায় প্রতিভাসমাত্রাবশিষ্ট বিলীন মনই সত্ত্ব বলিয়া কথিত। ঐ মন বাসনাবীজ দগ্ধ করিয়া শক্তিহীন হইলে আর রাগদ্বেষ অভিমানাদিকষায়মলীন সংসার অবলোকন করে না"।

যোঃ বাঃ নিঃ উ ১৭৫ সর্গ। ঐ অনুবাদ হইতে।

"এই সৃষ্টিস্থিতি অনন্তরূপিণী এ কথা পূর্ব্বে বলায় সৃষ্টি চিতের শরীরই, এ আশঙ্কা তুমি করিতে পার না, কারণ অন্য চিদাকাশ স্বীয় অবিদ্যাবলে স্বপ্নকল্প হইয়া জীবভাবে সংসরণ-করতঃ "আমিদেব আমি মনুষ্য" ইত্যাদি দেহ তাদাত্মাধ্যাসের কাম-কর্ম্মবাসনাদি দ্বারা কারণ জানিবে। সৃষ্টিরূপ দৃশ্যের চিদ্ব্যোম নিমিত্ত কারণ নয় বলিয়া চিদ্ব্যোমের শরীর হইতে পারে না। স্বপ্ন সংবিত্তিরূপে জীবভাব সমকালে সৃষ্টি আদির সিদ্ধি অন্য নিমিত্তে নহে জানিবে।" (অদ্বৈত যুক্তি)।

জীবন্মুক্ত ও পরমকারণ বর্ণন ও পরমার্থ বর্ণন, উৎপত্তিপ্রকরণ ৯মঃ সর্গ, একাদশ সর্গ, ও ২০শ সর্গ। দৃশ্য দর্শন ও দ্রষ্টা ৪র্থ সর্গ। মনই সব ৭ম ৯ম সর্গ। স্থিতিপ্রকরণ ৪০শ সর্গ, ৪৬শ সর্গ। উপশম প্রকরণ ১৮শ সর্গ, ৭৭ম সর্গ, ৮০শ সর্গ। নিঃ প্রঃ পূর্ব্বভাগ,—১১শ সর্গ, ১২শ সর্গ, ২৫শ সর্গ, ২৮শ সর্গ, ২৯

সর্গ, ৩০ সর্গ, ৩২, ৩৩, ও ৩৯ সর্গ ১২৬ম সর্গ, ৬৭ম সর্গ, ২৯শ সর্গ ও ৫০শ সর্গ অক্ষসংবেদন। ঐ উত্তরভাগ ৩৮শ সর্গ, ৩৭শ, ৩৫শ, ৯৫ম, ৯৯ম ও ১৭৫ম, সর্গ অদ্বৈতযুক্তি। ১৬তম সর্গ ইন্দ্রিয়জয়োপায় শাস্ত্রবর্ণন।

"চিদাকাশের বাস্তবিক জীবভাব বা জগৎভাব নাই, যাহাতে জগৎ তদীয় শরীর হইবে। এই পরমাত্মাই যে পর্য্যন্ত অজ্ঞাত থাকেন, সেই পর্য্যন্ত অবিদ্যামলস্বরূপ সেই অবস্থাতে সংসরণ-করতঃ জীবের ন্যায় পৃথক্‌বৎ হইয়া থাকেন, আর পরিজ্ঞাত হইলেই নির্ম্মল ব্রহ্মে পর্য্যবসিত হন, কারণ অনাদিনিধন পরম আকাশে আর মল কোথায়? ও কিরূপে হইবে। যাহা এই শুদ্ধ বেদন তাহাই সর্গাদিতে জগৎকারণের অসম্ভবতানিবন্ধনই জগতের স্বপ্নের সহিত সমতা। আকাশস্বরূপ চিদ্ব্যোমাত্মার অবভাসেরই এই সৃষ্টিরূপিণী, পৃথ্বী আদি কল্পনাও মনোবুদ্ধিভাব বিহিত জানিবে। চিদাকাশে অবুদ্ধিবশতঃ যাহা প্রতিভাত হইতেছে তাহাই জগৎভান, উহার কোনই ভিত্তি নাই। ঐ জগৎভানের পর জীবভাবে তাহার মধ্যে প্রবেশ করতঃ আমি হিরণ্যগর্ভ জগৎস্রষ্টা এইরূপ ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া বুদ্ধি আদিও ও পৃথ্বী আদি ও নামরূপ বিভাগরূপ মূর্ত্ত অমূর্ত্ত বহুল সত্য মিথ্যা সমবেতকল্পনা করেন। যাহা নির্ম্মল অপেক্ষাও নির্ম্মলতর সেই মহা চিতেই ভাসমান হন, উহারই নাম সর্গ। অতএব জগৎ চিদাকাশই অন্য নহে। সর্গাদিতে চিদাকাশ স্বীয় আত্মাকেই স্বপ্নবৎ দৃশ্যকে আত্মারূপে অবলোকন

করেন। তাহা স্বপ্নবৎ ইহা কোন ধর্ম্মাক্রান্তই নহে উহা চিৎস্বরূপ হইতে ঈষৎ ভিন্নও নহে; অতএব নিশ্চয়ই চিদ্ব্যোম গগনাদিবৎ শূন্য মাত্র, যাহা এইরূপ তাহাই সর্ব্বরূপবিবর্জ্জিত পরব্রহ্ম, তাহাই এক ও তাহাই এই দৃশ্যরূপ; সুতরাং তাহা সর্ব্বভাবে অবস্থিত ও তাহা একরূপ হইলেও ঐ সর্ব্বস্বরূপে অবস্থিত ব্রহ্মই স্বীয় চিদ্ভাব চৈতন্যপ্রযুক্ত আত্মাতে জীবভাবের ন্যায় কল্পনা করেন ও নিজ নির্ম্মলরূপ পরিত্যাগ না করিয়াই মনস্তাকে যেন প্রাপ্ত হন, তিনি মনঃসমষ্টিরূপে এই সমস্ত প্রপঞ্চ বিস্তার করেন; এবং অবিকারী হইলেও বিকারী জগৎরূপের ন্যায় হন, সেই মনঃসমষ্টিই স্বয়ং "হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা" বলিয়া প্রসিদ্ধ। নিজ অবিদ্যায় পরাভূত হইয়া সেই একই নিরাকার মনঃ "অহং" আকারে দেহ জগৎরূপে অনন্তাত্মক হইয়া বোধাবোধরূপে অবস্থান করেন; এবং অবস্থান স্বয়ং অনুভব করেন এ সংসারে শূন্যস্বরূপ মন একই জগৎরূপে দেদীপ্যমান।"

১৭৫ সর্গ নি উ।

বিচার করিয়া দেখিলে এ সকল কিছুই নাই, কেবল একমাত্র অতিঘন চিন্মাত্র আত্মাতে আপনিই প্রতিভাত হইতেছেন ও হইয়া আছেন। যাহা হইতে বাক্য নিবৃত্ত হয় কেবল সেই বাঙ্মনসের অগোচর আনন্দলাভে নিশ্চলতাই অবশিষ্ট থাকে, সেই নিশ্চলতা ব্যবহারকালে তদ্বৎ

শূন্যস্বরূপে মূকবৎ বর্ত্তমান থাকে। অবিদ্যাবৃত ব্রহ্মচৈতন্য যেরূপ অজ্ঞানবশতই দ্রবজলাদিভাব প্রাপ্ত হইয়া আবর্ত্তাদি-বিকল্প করিয়া থাকেন তদ্রূপ সেই ব্রহ্মচৈতন্যই অজ্ঞানবশতঃ জড় চিত্তবুদ্ধি আদি করেন যেমন অব্যয় স্পন্দন বায়ুরূপী আত্মা হইতে পৃথক নহে সেইরূপ চিদাভাসলক্ষণ জীবসমূহও প্রত্যক্‌রূপ পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নহে। অতএব চিদ্ব্যোম, ব্রহ্ম, চিন্মাত্র চিতি, মহান, পরমাত্মা এই যে ব্রহ্মপর্য্যায় ইহা জীবেরও পর্য্যায় বলিয়া জানিবে। ঐ ব্রহ্মের যেরূপ প্রলয়াত্মক নিমেষ, সেইরূপ তাঁহার সৃষ্টি আত্মক উন্মেষই জগৎ জানিবে। ঐ উন্মেষ নিমেষের ক্ষয় হইলে এক সেই নিরাকার পরব্রহ্মই বর্ত্তমান থাকেন ; অতএব নিমেষে উন্মেষের একই পরমরূপ। সুষুপ্তং স্বপ্নবৎ ভাতি, ভাতি ব্রহ্মৈব সর্গবৎ। যাহার চিত্ত যাহার রসে মগ্ন থাকে তাহার সেই বস্তু সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়। যে চিত্ত এক ব্রহ্মরসে রসিক হইয়াছে সেই চিত্ত সমস্তই ব্রহ্মতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে মন ব্রহ্মৈকরসিক হইতে পারে ক্ষণকালমধ্যে সেই মন সেই ব্রহ্মই হইয়া যায়। ব্রহ্মজ্ঞ রসিক স্বনিশ্চিত ব্যতিরিক্ত যে যাগদানাদি কার্য্য করে তাহা কেবল লোকসংগ্রহ ব্যবহারনিমিত্ত অনিচ্ছুক হইয়া যেন বলপূর্ব্বকই করিয়া থাকে। এক নিদ্রাত্মা ব্যক্তি যখন সুষুপ্তি হইতে স্বপ্নে গমন করে তখন সে ব্যক্তি স্বপ্ন স্বর্গস্থ হইলেও তাহার কোন দ্বিত্ব হয় না ; অথবা একত্বও থাকে না। তদ্রূপ ব্রহ্মেরও জানিবে। চিদ্ব্যোম স্বতই আত্মাকে সর্গাদিতে দৃশ্যরূপে অবলোকন করেন।

স্বপ্নে যে পুরাদি অনুভূত হয়, তাহাতে আত্মাই ঐ স্বপ্নে পুরাদি-রূপে ভাসমান হইয়া থাকেন। তৎকালে আত্মকর্ত্তৃক সৎপুরাদি রচিত হয় না। ("ন তত্র রথা রথযোগা ভবন্তি মায়ামাত্রং তু কাৎ´স্নেন") শ্রুতিসূত্রে স্বপ্নে সৃষ্টির প্রতিষেধই করিয়াছেন প্রত্যভিজ্ঞান দ্বারা "সেই এই দেবদত্ত" "এই সেই আমার পূর্ব্বদৃষ্ট গৃহ" ইত্যাদি অবাধিত প্রত্যভিজ্ঞান দ্বারাও স্বপ্নদৃষ্টপদার্থ সত্য হইতে পারে না; সুতরাং স্বপ্নকালে প্রত্যভিজ্ঞান, সংস্কার বা স্মৃতি কাহারও সত্তা নাই, সকলই অসম্ভব।

অভ্যাসই দৃশ্যভ্রান্তির শান্তি করিতে পারে। গুরুকে সেবা দ্বারা প্রসন্ন ও বশীভূত করিয়া তাঁহার দ্বারা এই মোক্ষের উপায়ভূত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করাইবে। এই মহারামায়ণের ব্যাখ্যা শুনিতে শুনিতে যে অভ্যাস বদ্ধমূল হইবে ও হইয়া থাকে সেই অভ্যাস ব্যতিরেকে অপর কোন অভ্যাসই দৃশ্যশান্তির উপযোগী হইতে পারে না বা হয়ও না। যোগানুশাসনে চিত্তনিরোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু সেই চিত্ত সংসার হইতে পৃথক্ হয় না বলিয়াই জাগ্রৎস্বপ্ন দ্বারা জীবিতই (উন্মুখই) থাকুক বা সুষুপ্ত অবস্থায় বিলীন হইয়া মৃতই থাকুক তাহা যত্ন করিয়া রোধ করিলেও নিরুদ্ধ হয় না। এই শাস্ত্রাভ্যাসাধীন বোধ বাধিত হইলে চিত্ত আর এ সংসার অবলোকন করে না অতএব এই শাস্ত্রাভ্যাসই একমাত্র উপায়। যেমন চিত্ত সংসৃতি হইতে পৃথক্ হয় না সেইরূপ দৃশ্যরূপ সংসারও চিত্তশরীর হইতে সর্ব্বদাই বিযুক্ত

হয় না; সুতরাং চিত্ত ও দৃশ্য শরীর হইতে সর্ব্বদাই অবিযুক্ত থাকে সেই দৃশ্য শরীর এই শাস্ত্র অভ্যাসে প্রতিবন্ধক না থাকিলে ইহজন্মেই তত্ত্ববোধ প্রশান্ত হয়। বুদ্ধিসংস্কার ঘটিলে চিত্তাদি-কারণ অবিদ্যার নাশ হইয়া থাকে। ব্রহ্মাত্মবোধিকা অবিদ্যাই চিত্তাদিত্রয়ের কারণ। (চিত্ত, দৃশ্য ও সংসার) এই মহারামায়ণ-কথিত বিষয় সকল যথাশক্তি বিচার করিবে; যদি ইহাতে রুচি না হয় তাহা হইলে অন্য শ্রুতিরূপ উপনিষদ্ ভাষ্যাদিরূপ কেবল আত্মজ্ঞানমাত্রেরই বিচার করিবে। অবিনাভাবিদেহত্বাৎ-বোধাৎ চিত্ত সংসার দেখে না আত্মশাস্ত্রবিমুখ হইবে না। শ্রবনাদিউপায়ে বা জ্ঞানসার ও তত্ত্ববোধ দ্বারা সমস্ত দৃশ্য বাধ-মুখে আত্মসাৎ করিবে। (চিত্তদৃশ্যশরীরাণিত্রীণিশাম্যান্তিবোধতঃ) এই দৃশ্যজাল প্রত্যক্ষ অনুভূত হইলেও এবং দ্রষ্টা অর্থাৎ অন্তঃকরণোপহিত জীবসমন্বিত থাকিলে ও স্বপ্নে দৈবাৎ দৃষ্ট নিজমরণে বান্ধবগণের চারিদিকে রোদনের ন্যায় সৎস্বরূপে স্ফুরিত হইলে ও ইহা সৎ নহে কেবল মিথ্যামাত্র।" অবিনাভাবি দেহত্বাৎ বোধাৎ চিত্ত সংসার দেখে না "আত্মাকে ওঁ ইত্যাকারে চিন্তা করিবে। ওঙ্কারই ব্রহ্ম, ওঙ্কারই এই সমস্ত, এই কালত্রয়বর্ত্তী যে কোন বস্তু তাহাও ওঙ্কাব স্বরূপই, এতদতিরিক্ত প্রকৃতি প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থ উক্ত কালত্রয়ের দ্বারা পরিচ্ছেদযোগ্য নহে অথচ কার্য্যগম্যমাত্র, (কার্য্যদর্শনে অনুমেয়মাত্র) তাহাও এই ওঙ্কার হইতে অতিরিক্ত নহে।"

"বাহ্যং পৃথিব্যাদিতত্ত্বং আধ্যাত্মিকঞ্চ দেহাদিলক্ষণং রজ্জু-সর্পাদিবৎ স্বপ্নমায়াদিবচ্চ' অসৎ," বিচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্"। "বাহ্য পৃথিব্যাদিতত্ত্ব এবং আধ্যাত্মিক দেহাদিতত্ত্ব উভয়ই রজ্জুসর্পবৎ এবং স্বপ্নকালীন মায়ার ন্যায় অসৎ।"

"আত্মা চ সবাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজো পূর্ব্বাপরোঽনন্তরোইবাহ্য-কৃৎস্ন—আকাশবৎ সর্ব্বগতো সূক্ষোঽচলো নির্গুণো নিষ্কলো নিষ্ক্রিয় তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি" ইতি।

"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়দিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্।
তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ ॥
তেজো বারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্রত্রিসর্গো মৃষা।
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি" ॥

এইটী শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম শ্লোক, "কার্য্য এবং অকার্য্য দ্বারা ক্রমিক অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা যাঁহার প্রতীতি হয় এবং এই জগৎপ্রপঞ্চের জন্ম স্থিতি লয় যাহা হইতে সম্পন্ন হইতেছে, যিনি সাধারণ ও বিশেষভাবে সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং স্বয়ং প্রকাশ, যে বেদ সম্বন্ধে ব্রহ্মাদি আদি কবিগণও মোহিত হইয়া থাকেন সেই অপৌ-রুষেয় বেদ যিনি অন্তর্য্যামিরূপে ব্রহ্মার নিকট মনঃশক্তি দ্বারা প্রকাশ করিয়াছিলেন ও যে প্রকার মরীচিকাদিতে তেজ এবং কাচাদিতে জলভ্রম হওয়ায় তাহা সত্য বলিয়া বোধ হয় সেই প্রকার যাঁহার সত্যতাহেতু সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয় মিথ্যা হইলেও সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। (অথবা তেজ কিম্বা

মৃদাদিতে যে প্রকার জলভ্রম বাস্তবিক অলীক সেইরূপ যাহা ব্যতীত সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয়ের কার্য্যভূত দেবতা ইন্দ্রিয় ও ভূতরূপ ত্রিবিধ সৃষ্ট পদার্থই অসত্য)। যিনি উপাধিভেদে নানারূপে প্রতীয়মান হন বলিয়া লোক যাঁহাতে স্বরূপাবধারণে ভ্রান্ত হয়, যিনি স্বীয় প্রভাবে সেই ভ্রম দূরীভূত করিয়াছেন, সেই সত্যস্বরূপ শুদ্ধ শান্ত পরমেশ্বরকে আমরা ধ্যান করি"। শ্রীনিত্যস্বরূপ শর্ম্মা ব্রহ্মচারীকর্ত্তৃক উপরোক্ত ব্যাখ্যা।

কঠোপনিষৎ প্রথম অধ্যায়, ৪৪।১৫।

"সর্ব্বেবেদা যৎপদং আমনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যৎ বদন্তি, যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি।"

ইত্যেতৎ,—"সমস্ত বেদ যাহাকে পদ বা প্রাপ্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সমস্ত তপস্যা যাহা প্রতিপাদন করিয়া থাকেন এবং সাধুগণ যাহার ইচ্ছায় গুরুগৃহে বাস ও ইন্দ্রিয় সংযমাদি আচরণ করেন, আমি সংক্ষেপে সেই পদ বলিতেছি ওঁই সেই পদ"। চিত্ত হইতে পৃথক্‌কৃত আত্মাকে প্রত্যক চেতন বলে। অবিদ্যারহিত আত্মাকে প্রত্যক আত্মা বলে।

৯৬ সর্গ উৎপত্তি প্রকরণ।

আত্মতত্ত্বের সঙ্কল্পশক্তির দ্বারা কল্পিত যে রূপ তাহাই মন। এই আত্মতত্ত্ব হইতে নিরন্তর জায়মান আমি, চিৎস্বরূপে ভাসমান আমি কিছুই জানিনা অথচ আমি কর্ত্তা ইত্যাদি নিশ্চয়কে মনের স্বরূপ বলা হয়। কর্ম্ম ও মনের এবং জীবও

মনের পৃথক সত্তা নাই, এই চিত্তরূপী মনই ফলজনক কর্ম্ম দ্বারা আপনার সঙ্কল্প শরীরকে নানারূপে বিস্তার করিয়া অকারণ বাসনাকল্পনাময় এই বিশ্ব বিস্তার করিয়াছে। মন যাহার অনুসন্ধান করে, কর্ম্মেন্দ্রিয় তাহাই সম্পাদন করে। চিতি যখন কাকতালীয় ন্যায়ে সর্ব্বব্যাপী স্বকীয় চিৎস্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া চেত্যরূপে পরিণত হন ও আপনাকে বাহ্যরূপে কল্পনা করেন তখন মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, কর্ম্ম, কল্পনা, সংসার, বাসনা, অবিদ্যা, প্রযত্ন, স্মৃতি, ইন্দ্রিয়, প্রকৃতি, মায়া ও ক্রিয়াদি বিচিত্র শব্দব্যবহার সমুদায় তাঁহার পর্য্যায়রূপে কল্পিত হয়। পরা চিতি অর্থাৎ বিশুদ্ধচিৎ ব্রহ্ম যখন অবিদ্যা বশে যেন কলঙ্কপ্রাপ্ত হইয়া কখনও উন্মেষরূপিনী হইয়া আমি এইরূপ বা এরূপ নহি" ইত্যাকার বিকল্পনায় নানা হন, তখন তিনি মন নামে কীর্ত্তিত হন, তাহার পর যখন বিশেষ-ভাব প্রাপ্ত হন তখন তাঁহাকে বুদ্ধি কহে, যখন ঐ সংবিদ মিথ্যাদিতে আত্মাভিমানপূর্ব্বক স্বীয়' সত্তা কল্পনা করেন, তখন তাঁহাকে অহঙ্কার বলে, যখন তিনি সকল অনর্থের বীজ হনতখন ভবকল্পনা বলিয়া কথিত হন, যখন তিনি বালকের ন্যায় বিচার পরিত্যাগ করিয়া বিষয়ান্তরের স্মরণ করেন তখন চিত্তনামে অভিহিত হইয়া থাকেন। সেই সংবিদ্ যখন কর্ত্তাকে স্পন্দ-ধর্ম্মবিশিষ্ট করিয়া দেশান্তরসংযোগ সম্পাদন করিবার নিমিত্ত প্রধাবিত হন তখন তাঁহাকে কর্ম্ম বলা হয়। যখন তিনি স্বীয় পূর্ণতা বিস্মৃত হইয়া বাঞ্ছিত পরিচ্ছিন্নভাব কল্পনা করেন তখন

তাঁহাকে কল্পনা বলা হয়। যখন সেই সংবিদ পূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছে বা দৃষ্ট হয় নাই" এইরূপে পূর্ব্বদৃষ্ট বিষয় নিশ্চয় করিবার নিমিত্ত অন্তরে চেষ্টিত হন তখন তিনি স্মৃতিনামে অভিহিত হন। যখন তিনি অন্য চেষ্টাবিহীন হইয়া তিরোহিত পদার্থেরও পদার্থশক্তিসমূহের অতি সূক্ষ্ম অবস্থায় অবস্থান করেন তখন তাঁহাকে বাসনা বলা হয়। যখন তিনি একমাত্র নির্ম্মল আত্মতত্ত্বই আছে অবিদ্যাকলঙ্কিত হইয়া যে দ্বিতীয় সংবিদ্ জাত হইয়াছে বাস্তবিক উহা ত্রিকালেই অবিদ্যমান" ইত্যাকারে স্ফূরিত হইয়া থাকেন তখন তাঁহাকে বিদ্যা বলা হয়। যখন তিনি আত্মাকে দেখিতে না পাইয়া মিথ্যা বিকল্পজালে স্ফূরিত হন তখন তিনি মলরূপে কল্পিত হন অর্থাৎ আবরণশক্তির প্রাধান্য-হেতুক তখন তাহাতে মল সঞ্চিত হয়।

এই মনোরূপিণী সংবিদ্ যখন শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, ভোজন ও প্রাণাদি ক্রিয়ার দ্বারা ইন্দ্র অর্থাৎ কার্য্যকরণস্বামী জীবভাবা-পন্ন পরমেশ্বরকে আনন্দিত করেন তখন তাঁহাকে ইন্দ্রিয় বলা হয়। সেই মনোভূতা সংবিদ্ অলক্ষিতভাবে পরমাত্মায় এই দৃশ্যসমূহের নির্ম্মাতা উপাদানকারণ হওয়ায় প্রকৃতি নামে অভিহিত হন, ঐ প্রকৃতি সৎকে অসৎ করে ও অসৎকে সৎ করে। এই সত্যাসত্যতা বিকল্প ঐ প্রকৃতি হইতে উত্থিত হয় বলিয়া উহাকে মায়া বলা হয়। মায়া অঘটনঘটনপটীয়সী, তিনি দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ ও আস্বাদন দ্বারা কার্য্যকারণ-ভাব প্রাপ্ত হইয়া ক্রিয়ানামে কথিত হন। ঐ চিতি "আমি

অজ্ঞ” অজ্ঞানকলঙ্কের বা চেত্যবিষয় হইতে প্রাপ্ত দ্বৈতবাসনা-কলঙ্কের সন্নিধানবশতঃ দেহাদি জড়পদার্থের অনুসারিণী হইয়া স্বকীয় পূর্ণভাবের বৈকল্যনিবন্ধন যেন আকুল হইয়া পড়েন, এই কারণে তাহাতে সংখ্যা ও বিভাগকল্পন উপস্থিত হয়, উক্ত প্রকার চিতিকে লোকে জীব, মন, চিত্ত ও বুদ্ধি সংজ্ঞা দিয়া থাকেন।

ব্রহ্মরূপে অবস্থিতির নাম মুক্তি, জ্ঞপ্তি ও গ্রন্থিবিচ্ছেদ। গীতার বিষয় মহারামায়ণ হইতে অনেক পাওয়া যায়। এই ছোট বইয়ের ভিতর পূর্ব্বে গীতার সমস্ত (১৮ অধ্যায়ে) বিসদরূপে লেখা আছে। কাম্যকর্ম্মের পরিত্যাগকে “সন্ন্যাস” বলে। সমস্ত কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করাকেই “ত্যাগ” বলে। শ্রীকৃষ্ণের মতে যজ্ঞ, দান, তপ প্রভৃতি কর্ম্ম কখনই পরিত্যাজ্য নহে, এই তিন কার্য্যদ্বারা দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়াদির বিশুদ্ধি হইয়া থাকে। এই সকল কর্ম্মে যদি আসক্তি না থাকে ও কর্ম্মফলে স্পৃহা না থাকে তাহা হইলে বন্ধন হয় না; সুতরাং এই ত্রিবিধ কার্য্য দ্বারা চিত্তাদির শুদ্ধি হইয়া থাকে। কোন প্রাণীরই সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করা সম্ভব হয় না। কর্ম্ম-ফলে আকাঙ্ক্ষা যাহাদের না থাকে তাহারাই যথার্থ “ত্যাগী” বলিয়া অভিহিত হন।

আসক্তি ও কর্ম্মফলের আশা পরিত্যাগই সাত্ত্বিক ত্যাগ। কর্ম্মে অহংভাব না থাকিলেও যাহার বুদ্ধি কর্ম্মে আসক্ত নহে সে লোক যে কোন কার্য্য করুক না কেন প্রাণীবধ করিলেও

তাহার কোন পাপকর্ম্ম করা হয় না। সর্ব্বত্র বুদ্ধিকে অনাসক্ত করিতে পারিলে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বিজিত করা যায় ও ভোগ্য বস্তুতে স্পৃহা থাকে না এবং বিহিতরূপে তখন কর্ম্মসংন্যাস করিতে পারিলে আত্মবোধ লাভ করা যায়। বিশুদ্ধবুদ্ধি দ্বারা ইন্দ্রিয় সকলকে সংযত করিয়া শব্দাদি বিষয় পরিত্যাগ করিয়া অনুরাগ ও বিদ্বেষ উন্মূলিত করিয়া নির্জ্জন স্থানে বাস করিয়া ও লঘু আহার করিয়া শরীর বাক্য ও মনকে সংযত কয়িয়া ধ্যানযোগপরায়ণ হইয়া বৈরাগ্যকে আশ্রয় করিয়া সমাধিযোগের অধিষ্ঠান করিবে ও অহংকার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও যাহা কিছু পরিগ্রহ এই সমস্ত ত্যাগ করিয়া মমতাশূন্য হইয়া শান্তিকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিবে। এইরূপে জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া সেই পুরুষ ব্রহ্মত্ব পাইবার উপযোগী হইবেন। সেই পুরুষ উপরোক্ত প্রকারে ব্রহ্মভূত ও প্রসন্নাত্মা হইয়া কোন শোক বা আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী হয়েন ও আমাতে পরাভক্তি লাভ করেন, এই ভক্তি দ্বারাই আমি কতপ্রকারে অবস্থিতি করিতেছি এবং তত্ত্বতঃ আমি কিরূপ পদার্থ তাহা জানিয়া জীব আমাতেই প্রবেশ করে ও ব্রহ্ম হইয়া যায়। যে সকল লোক আমাকে আশ্রয় করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া নিষ্কামভাবে সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন. তাঁহারই আমার প্রসাদে জ্ঞান পাইয়া শাশ্বত অব্যয়পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অর্জ্জুন! তুমিও সমস্ত কর্ম্মফল আমাতে ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হও ও বুদ্ধিযোগের আশ্রয় লইয়া তোমার চিত্তকে

সর্ব্বদাই আমাতে লাগাইয়া রাখ এইরূপে মচ্চিত্ত হইতে পারিলে আমার প্রসাদে তোমার সংসার বীজসকল নষ্ট হইয়া যাইবে ও ক্রমে আমাতেই স্থিতি লাভ করিবে। আর যদি অহংকারবশতঃ আমার কথা না শোন তবে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। ঈশ্বর সকল জীবের হৃদয় মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি তাঁহার গুণময়ী মায়া দ্বারা সর্ব্বভূতকে যন্ত্রারূঢ় বস্তুর ন্যায় এই সংসারে ভ্রমণ করাইতেছেন। হে ভারত! তুমি সর্ব্বতোভাবে সেই পরমেশ্বরের শরণ লও, এইরূপ শরণ লইলে তুমি তাঁহারই প্রসাদে শাশ্বতস্থান ও পরমশান্তি লাভ করিতে পারিবে। শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিতেছেন যা কিছু ধর্ম্ম কর্ম্ম আছে সব ত্যাগ করিয়া আমারই শরণ লও আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব। (গীতায় ১৫ অধ্যায়ের অশ্বত্থবৃক্ষটী সংসারবৃক্ষ, ও ইহা ব্রহ্মচৈতন্য হইতে বাহির হইয়াছে, এই সংসারবৃক্ষও কর্ম্ম-সমূহের দ্বারা জীবিত থাকে, সৎকর্ম্মের দ্বারা ইহার মূলগুলি ছেদন করিতে পারিলে এই সংসারবৃক্ষ আর থাকে না ও জীব শাশ্বত ব্রহ্ম হইয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন যে তুমি যে মনকে চঞ্চল, প্রমত্ত ও বলশালী বলিতেছ; তাহা যথার্থ বটে কিন্তু ঐ মন আত্মতত্ত্ব অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা নিগ্রহ বা দমন করা যায়।

বশিষ্ঠ গীতা।

"শান্ত ব্রহ্মবপুর্ভূত্বা কর্ম্ম ব্রহ্মময়ং কুরু
ব্রহ্মার্পণং সমাচারো ব্রহ্মৈব ভবসি ক্ষণাৎ।

ঈশ্বরার্পিত সর্ব্বাত্মা ঈশ্বরাত্মা নিরাময়ঃ
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতাত্মা ভব ভূষিত ভূতলঃ।
সংন্যস্ত সর্ব্বসঙ্কল্প সমশান্তমনা মুণিঃ
সংন্যাসযোগযুক্তাত্মাকুর্ব্বন্ মুক্তমতির্ভব"।

তুমি চিত্তকে সর্ব্বদাই ব্রহ্ম চিন্তা দ্বারা ব্রহ্মভাবে ভাবিত করিয়া কর্ম্ম করিবে, এইরূপ ব্রহ্মার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিলে তুমি শীঘ্রই ব্রহ্ম হইয়া যাইবে। যদি ব্রহ্মার্পণ করিতে না পার তবে সগুণ ঈশ্বরের সমস্ত কর্ম্ম দ্বৈতভাবে অর্পণ কর ও ঈশ্বরভাবে ভাবিত হও এবং ঈশ্বরে নিমগ্ন হইয়া সর্ব্বদুঃখ শান্তি কর। ঈশ্বরই সর্ব্বভূতে সগুণ ব্রহ্মস্বরূপে ব্যাপিয়া আছেন জানিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া যাও তাহাতে মুক্তি পাইবে। চিত্তকে ব্রহ্মভাবে ভাবিত করাই চিত্তক্ষয় বা মনোনাশ ও ইহাই জ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে চিত্তকে ব্রহ্মভাবে ভাবিত করিতে পারা যায়, তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসেন অভ্যাস করিতে হইবে ও সঙ্কল্পত্যাগ চাই। সমস্ত সঙ্কল্পত্যাগ শান্ত হইলে সমস্ত বাসনা শান্ত হইয়া যায় ও তখন চিত্তে আর কোন প্রকার ভাবনা থাকে না ও তখন চিত্ত ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইয়া যায় ইহারই নাম চিত্তক্ষয়। ব্রহ্ম চিরকালই অপরিচ্ছিন্ন ও অদ্বৈত মায়াতে পরিচ্ছিন্ন মত বোধ হন। জীবন্মুক্ত হইতে ইচ্ছা থাকিলে পুরুষকারপ্রযত্ন জন্মে জন্মে করিতে হইবে এবং বাজশ্রবশ মুনির পুত্র নচিকেতার মতন প্রেয় না লইয়া শ্রেয় লইতে হইবে, স্বর্গাদিলোকে থাকিতে

কোন ইচ্ছা করিবে না, কেবল ব্রহ্মের সহিত একতালাভের জন্য দিবারাত্র আত্মতত্ত্ববিচারে থাকিতে হইবে।

দিবারাত্রভক্তিযোগে ভগবানকে ডাকিলে, ভগবান নিজেই সাধকের নিকট বিবেক নামক দূত পাঠাইবেন। এই বিবেক বলেই সাধক চিত্তক্ষয় করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়া যাইবেন। এক জন্মে না হইলে জন্ম জন্মান্তরে নিশ্চয়ই সাধক তাঁহার সাধনার ফল পাইবেন। "মর্ত্তো যদা ত্যক্ত সমস্ত কর্ম্মা, নিবেদিতাত্মা বিচিকির্ষিতো মে। তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমান আত্মভূয়ায় কল্পতেবৈ"। মরণশীল মনুষ্য যখন সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমাতে আত্মনিবেদন করিয়া আমার আরাধনপর হয় তখন অমৃত প্রাপ্ত হইয়া পরমাত্মাতে বিলীন হইয়া যায়। সাংখ্য ও যোগ উভয়ই একরূপ,—"একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি" সাংখ্য শাস্ত্রে শীঘ্র ও অনায়াসে জ্ঞান লাভ হয়। যোগশাস্ত্র বহুবিধ, সেই জন্য ইহাতে শীঘ্র জ্ঞানলাভ করা কঠিন (মহাভারত শান্তিপর্ব্ব)। আমার অবতার ব্যাস ও মহাভারতে সর্ব্বভাবে উপাসনার কথা বলিতেছেন,—"সাংখ্যমত অনুসারে সংসার মিথ্যা এই বৈরাগ্য জন্মিলে সাধক হৃদয়াকাশ হইতে রজোগুণ, রজো হইতে সত্ত্ব, স্বত্ব হইতে ভগবান নারায়ণ, নারায়ণ হইতে পরমাত্মাকে লাভ করেন"। এই শান্তিপর্ব্বে আরও আছে"—বশিষ্ঠ কহিলেন-"যোগীরা যোগবলে যাহারে দর্শন করেন সাংখ্যেরা তাহাই প্রাপ্ত হয়েন এই দুইকে যাঁহারা এক বলিয়া জানেন তাঁহারাই যথার্থ বুদ্ধিমান" পরম পুরুষই পরমাত্মা,

তাঁহাকেই ভজনা করিবে। "এই পরম পুরুষের দেহ নাই, গুণাদি নাই, সত্ত্বাদি গুণসমুদায় প্রকৃতি হইতে জন্মিয়া উহাতেই লয় পায়। প্রকৃতি হইতে জগতের সৃষ্টি হয়। জীবাত্মা ও জগৎ সত্ত্বাদিগুণত্রয়ে লিপ্ত হইয়া আছেন। প্রকৃতিতে যুক্ত হইয়া সগুণ ব্রহ্ম সৃষ্টি করেন।

কিন্তু পরম পুরুষ বা পরমাত্মা জীবাত্মাও জগৎ হইতে পৃথক্। দেহস্থ চৈতন্য দ্বারা নির্ম্মল পরমাত্মার অনুমান হয়। তিনি ২৪ তত্ত্বাতীত আদ্যন্তশূন্য সমদর্শী নিরাময় আত্মা। কেবল দেহাদির অভিমান করিয়াই সগুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়েন সগুণ জীবাত্মা দেহাভিমান ত্যাগেই পরমাত্মার দর্শনলাভ করিতে পারেন। "একরূপ প্রতীয়মান পরমাত্মা অক্ষরও নানারূপে প্রতীয়মান জগৎক্ষর" ঐ শান্তিপর্ব্ব। "যং ব্রহ্ম বেদান্তবিদো বদন্তি, পরং প্রধানং পুরুষং তথান্যে। বিশ্বোদগতে কারণং ঈশ্বরং বা" ইত্যাদি দ্বারা যে, যেভাবে আমাকে ডাকে সেইভাবে আমারই ভজন হয় ইহা যে সাধক বুঝিতে পারে সেই সাধক সর্ব্বভাবে আমারই ভজন করে

বৈরাগ্য, উপরতি, ও প্রেম, নির্ব্বাণ, বৃংহিত অর্থাৎ বৈরাগ্য। উপরতিও প্রেমভক্তি দ্বারা নির্ব্বাণমুক্তির সাহায্য করে এবং ইহাই প্রকৃত ভক্তি। ধ্যান সগুণ ও নির্গুণ আমি ব্রহ্ম ও ব্রহ্মময় এইরূপ অনুভবই নির্গুণধ্যান। মন দ্বারা আত্মস্বরূপের যে জ্ঞান তাহাই ধ্যান "অভেদদর্শনং জ্ঞানং ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ"। ব্রহ্মময় হওয়াও ব্রহ্মভাবে স্থিতিলাভ করাই ব্রহ্ম-

বিদত্ব। কোন কোন সাধক বাহিরের মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া ধ্যান করেন ও যোগী সাধক ভিতরে ধ্যান করেন। যাজ্ঞবল্কই মহাযোগী। "ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"—ভগবানই মনুষ্যের হৃদয়ে থাকিয়া ভাল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করান ও বুদ্ধির দ্বারা মন্দ কর্ম্মের ত্যাগ করান।

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই জগতে যাহা কিছু আছে সমস্তই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছুই নাই। "সুষুপ্তং স্বপ্নবৎভাতি, ভাতি ব্রহ্মৈব সর্গবৎ" অর্থাৎ সুষুপ্তি যেমন স্বপ্নরূপে ভাসে সর্গ (সৃষ্টিও) সেইরূপ ব্রহ্মরূপে ভাসে। অর্থাৎ আত্মমায়ার দ্বারাই ব্রহ্মই সর্ব্বত্র স্ফুরিত হন। "পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি" অর্থাৎ ব্রহ্মের একপাদেই যাহা কিছু সৃষ্টিতরঙ্গ হইয়া থাকে ও অপর তিন পাদই পরম শান্ত ঈশ্বরই মায়াকল্পিত অথচ মায়াধীশমায়ার চঞ্চলাবস্থায় যে খণ্ড খণ্ড মূর্ত্তি উহাই অবিদ্যা, এই অবিদ্যাবশবর্ত্তী যে চৈতন্য তিনিই জীব।

যিনি বিষয় হইতে চিত্তকে নিবৃত্ত করিয়াছেন ও সেই চিত্তকে ঈশ্বর আত্মায় নিয়োজিত করিয়াছেন সেই পুরুষই শান্তি পান ও ঈশ্বরে যুক্ত হইতে পারেন। শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি স্বকর্ম্মদ্বারা ভগবানকে অর্চ্চনা করিয়া শেষে বেদান্ত বাক্যের বিচার করিয়া জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম, ঈশ্বর, আত্মা ও অবতার ; সুতরাং তিনিই যোগ ভক্তি ও জ্ঞানের সকল রকম সাধনা করিতে বলেন। "বিনা ভক্তিং ন চ বৈরাগ্যং ন চ জ্ঞানম্," জীবন্মুক্ত হইতে গেলে যে, ভক্তি ত্যাগ করিবে এ কথা

নহে। "জ্ঞানই মুক্তির সাধন কর্ম্ম নহে।" ভোগত্যাগ ও সর্ব্বপ্রকার বাসনা ত্যাগ করিতে পারিলে জীবন্মুক্ত হইতে পারা যায়।

"সতাং প্রসঙ্গাৎ মম বীর্য্যসংবিদো, ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়না কথা। তজ্জোষনাৎ আশ্বপবর্গবর্ত্তনি। শ্রদ্ধা রতির্ভক্তি-রনুক্রমিষ্যতি।" সৎসঙ্গ দ্বারা আমার বীর্য্য (ক্ষমতা) জানিয়া ও আমার লীলাগুণসমন্বিত কথা শুনিয়া আমাতে শ্রদ্ধা রতি ও ভক্তি জন্মে। ক্রমে চিত্তকে বশীভূত করা যায়। ইহাই চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি না হইলে ভগবানকে পাওয়া যায় না।

যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণ।

জ্ঞানভূমিকা সপ্তভূমি যথা—

শুভেচ্ছা, বিচারণা, তনুমানসা' সত্তাপত্তি, অসংসক্তি, পদার্থ-ভাবিনী ও তূর্য্যগা,—যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণের ১১৮ সর্গ উৎপত্তি প্রকরণ, "যখন ভেদজ্ঞান থাকে না একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপেই অবস্থিতি হয় সেই অবস্থাকে তূর্য্যগা কহে, ইহ জন্মেই জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণ এই তূর্য্যগা অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বিদেহমুক্তি এই তূর্য্যগা অবস্থার পরে হইয়া থাকে। তুরিয়াবস্থার অতীত যে অবস্থা তাহা পরমনির্ব্বাণ স্বরূপা সপ্তমী ভূমিকার চরমাবস্থা।

১২২ সর্গ উৎপত্তি প্রকরণ।

"পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া কিঞ্চিৎ বুদ্ধির বিকাশ প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা বিশুদ্ধ চিত্ত হইলে সৎসঙ্গপরায়ণ

হইবে।" সৎসঙ্গ, সংশাস্ত্র, মনোনাশ, চিত্তক্ষয়, প্রাণায়াম ও তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা জীবন্মুক্ত হইতে পারা যায়। যাহা কিছু উৎপন্ন হয় তাহা বাসনাত্মক ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইতেছে ও যাহা কিছু নষ্ট হয় তাহা প্রলয়াত্মক ব্রহ্ম হইতে লয় হইয়া যায়।

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষিয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে" হৃদয়গ্রন্থি অর্থে অহংকার।

"বদন্তিতত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ং ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান ইতি শব্দ্যতে।" শ্রীগীতা ২য় অধ্যায় শ্লোক ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪৫, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫২, ৫৩, ৭০, ৭১ ৭২। ৩য় অধ্যায় শ্লোক ৩, ১৫, ১৭, ১৯, ২০, ২১, ৪২, ৪৩। ৪র্থ সর্গ শ্লোক ১৪ রাজা জনকের মতন শ্লোক ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১ ও ৪২। ৫ম অধ্যায় শ্লোক ২, ৩, ৪, ৫, ১০, ১১, ১২, ১৩. ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৯, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯। ৬ষ্ঠ অধ্যায় ধ্যানযোগ শ্লোক ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, হইতে ৩০ শ্লোক। ৮ম অধ্যায় শ্লোক ৫, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫। ৯ম অধ্যায় শ্লোক ১৩, ১৪, ১৫, ২২, ২৪। ১২ অধ্যায় ভক্তিযোগ শ্লোক ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮। ১৩ অধ্যায় প্রকৃতিপুরুষ বিবেকযোগ অতি সুন্দর। ১৫ অধ্যায় পুরুষোত্তম যোগ। অশ্বত্থবৃক্ষ কঠোপনিষদে ব্যাখ্যা আছে। ১৮ অধ্যায় শ্লোক ৪৯ হইতে ৫৫ শাশ্বতপদ পাইবার উপায়।

জীবন্মুক্ত।

বুদ্ধদেবের শূন্যতাই ব্রহ্মনির্ব্বাণ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যোগ ও জীবন্মুক্তির কথা আছে, যোগী যাজ্ঞবল্কেরও আত্মতত্ত্বের কথা আছে। মাণ্ডূক্য উপনিষদে ওঁকারের বিষয় বর্ণিত আছে। উদ্দালক মুনি ওঁকার সাধনা করিয়া যে জীবন্মুক্ত হইয়াছিলেন সেই বিষয় উপশম প্রকরণ যোগবাশিষ্ঠ ৫৪ সর্গ হইতে পাওয়া যায়। রেচক পূরক ও কুম্ভক তিন প্রকার বায়ু জয় করিতে হয় নিজ ইন্দ্রিয়বর্গের একাংশ মনকে, মন দ্বারা ছিন্ন করিতে পারিলে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হয়।

জীবন্মুক্তি

দুই প্রকার জীবন্মুক্তি আছে এক জীবন্মুক্তি, অপর বিদেহ-মুক্তি তৃতীয় একপ্রকার মুক্তি আছে যাহা মমতাবদ্ধ হইয়া হয়। জীবন্মুক্তি এই দেহেই হয়, বিদেহমুক্তি দেহের অপায়ে হয়। এই দেহের জীবন্মুক্তি এই দেহেই কর্ম্মফলভোগ শেষ করিয়া বিদেহমুক্তি হয়। নির্ব্বাণ পূর্ব্বভাগ ৫৪ সর্গ। উৎকৃষ্ট তত্ত্ব-জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিলে মানুষ অনাসক্ত মহাত্মা হইয়া পড়েন। কর্ম্মের আসক্তিই কর্ত্তৃত্ব, এই আসক্তি না থাকিলে ঐ মহাত্মার বিদেহকৈবল্য লাভ ঘটে। "অভেদদর্শনং জ্ঞানং ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ" যখন পরমজীবের সহিত জীবের বাহ্য-বস্তুর সঙ্গত্যাগ হইবে তখন মিথ্যা বিষয়ে সত্যভ্রম আর থাকিবে না ও জীব মুক্ত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যাইবে। প্রত্যগাত্মস্বরূপ

নির্ব্বিকল্প সমাধিতে যাহার সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় তাহাই পরব্রহ্ম। জীবের যখন অজ্ঞান নিবৃত্তি হইয়া ব্রহ্মরূপে চিত্তের একনিষ্ঠতা হয় তখন জীব তত্ত্বজ্ঞান পায় ব্রহ্মস্বরূপের উপলব্ধিই যোগ, এই যোগ তত্ত্বজ্ঞানীগণের চিত্তৈকাগ্রের অনুকুল-ধারা দ্বারা হইয়া থাকে। যাহা কিছু প্রতিভাত হইতেছে সকলই আত্মতত্ত্ব এবং পদার্থের আত্মতত্ত্বই পারমার্থিক ও সত্য। ব্যবহারদশায় বস্তুসকল অসৎরূপ হইলেও সৎ বলিয়া বিবেচিত হয়। সেই বস্তুসকল যে অসৎই তাহা ধারণা করিয়া জীবন্মুক্ত অবস্থায় থাকিয়া জ্ঞানস্বরূপ হইয়া বিরাজ কর। ইহাতে কোনরূপ দ্বিধা রাখিও না জীব ও পূর্য্যষ্টকাদিমাত্র অবিদ্যাকল্পনা। চিত্তত্বই পূর্য্যষ্টকরূপ ধারণ করিয়া জীবভাব ধারণ করেন। সত্যাত্মার সন্নিধান দরুনই ঐ অবিদ্যাই সত্যরূপে প্রতীয়মান হয়। এই অবিদ্যাই জীবাদিকল্পনা, পূর্ব্বজন্মের বাসনাহেতু জীবদেহ নির্ম্মিত হয়। তুরীয়াবস্থাই জীবন্মুক্তি; ইহা হইতে তুরীয়াতীত পদলাভ হয়। জীবের জন্ম মৃত্যু সমস্তই অসত্য ও প্রতিভাসিক। জীবই ব্রহ্মের প্রতিভাস জানিবে।

বশিষ্ঠ গীতা ৫২ সর্গ।

বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে বলিতেছেন যেমন আকাশের মধ্যে মহা-কাশ থাকে তেমনি তোমার আত্মার মধ্যে এক সৎ মহাত্মা আছেন সেই মহাত্মা আদি অন্তবিহীন, তাঁহার নাম কেবল কল্পনামাত্র। যাহা কিছু ত্রিজগতে আছে সমস্তই সেই মহাত্মা

যাহা কিছু সংসার বিভ্রম সমস্তই এই নির্ম্মল মহাত্মাতে অবস্থিতি করিতেছে। প্রতিভাস্কিক জীবের যখন আত্মজ্ঞান হয় তখন পরমজীবের সহিত মিলন হয় ও ইহাই জীবন্মুক্তি। জনার্দ্দন শ্রীহরি ভূ-ভার হরণ করিবার জন্য পৃথিবীতে নরনারায়ণরূপে অবতীর্ণ হইবেন ও কুরুক্ষেত্র সমরে অর্জ্জুনের সখা হইয়া অর্জ্জুনকে আধ্যাত্মিক উপদেশ দিবেন, স্বয়ং বিষ্ণুই (কৃষ্ণ) গাণ্ডিবধন্বা অর্জ্জুনের মূর্ত্তিতে অষ্টাদশ অক্ষৌহিনীসহ কুরুকুল বিনষ্ট করিয়া ভূ-ভার হরণ করিবেন ও ঐ অর্জ্জুন নামধারি-দেহকে জ্ঞানময় দেহদ্বারা উপদেশ দিয়া প্রবুদ্ধ করিবেন। জীবন্মুক্ত গুরুর দ্বারা শিষ্য শীঘ্র জ্ঞান পাইয়া জীবন্মুক্ত হইতে পারেন অন্য গুরুর দ্বারা হয় না।

আত্মদর্শন জন্যই প্রথমে চিত্তনিবৃত্তিরূপ যোগ অভ্যাস করিতে হয়। আবার যোগ অভ্যাস করিতে হইলে প্রথমে যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহাররূপ বহিরঙ্গ সাধনা করিতে হয়, পরে ধারণা ধ্যান সমাধিরূপ অন্তরঙ্গসাধনাও করিতে হয়; ইহা যোগী সাধনা। ভক্তের সাধনাতে প্রথমে মূর্ত্তিতে লক্ষ্য স্থির করিয়া মূর্ত্তি হইতে জড়ভাব বিগলিত্ করিলেই অর্থাৎ মনটা মূর্ত্তি আকারে আকারিত হইয়া গেলেই জ্ঞানীর কার্য্যের সহিত একরূপ কার্য্যই হইয়া যায়, যে জ্ঞানের দ্বারা এই আত্ম-বস্তুকে জানা যায় উহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান।

"আত্মলাভের উপায়,—প্রথমে বাগিন্দ্রিয়কে মনে সংযত করিবেন ও সমস্ত ইন্দ্রিয়কে মনের অধীন করিবেন এই মনকে

জ্ঞানশব্দবাচ্য বুদ্ধিরূপ আত্মাতে সংযত করিবেন ; সেই বুদ্ধিকে হিরণ্যগর্ভের উপাধিস্বরূপ মহত্তত্ত্বে নিয়মিত করিবেন, এবং তাঁহাকেও আবার শান্ত (নিষ্ক্রীয়) আত্মাতে (পরমাত্মাতে) নিয়মিত করিবেন।" বুদ্ধিই স্বচ্ছ ও বিজ্ঞানের সাক্ষিস্বরূপ সেইজন্য এই বুদ্ধিকে মুখ্য আত্মাতে (চৈতন্যময়ে) নিয়োজিত করিবেন। বুদ্ধিই ইন্দ্রিয়গণের আত্মা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের উপর আধিপত্য করিয়া থাকে। এই সকল কারণে গীতাতে পাওয়া যায় যে নির্ম্মল বুদ্ধিতে আত্মদর্শন হয়। (ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ যোগ)। মনকে প্রথমতঃ জাগ্রত কর "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" এই সব করিয়া মন প্রবুদ্ধ হইলে মনকে অন্তর্মুখ করিবার জন্য বিচার কর। বুদ্ধিই মনের চালক, সেইজন্য বুদ্ধির দ্বারা সংকল্প বিকল্প ত্যাগ কর ও "আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ" এইরূপে ক্রমশঃ উপাস্য আত্মাতে একীভূত হইয়া সাধক নিজেই যে ধ্যানকারী আমি ইহা উপলব্ধি করিয়া কৃতকৃত্য হইয়া যায় ইহাই জীবন্মুক্তি।

'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা চিবৃণুতে তনূংস্বাম্" অস্য আত্মকামস্য এব আত্মা বিবৃণুতে প্রকাশয়তি পারমার্থিকাং স্বাং তনূং স্বকীয় যাথাত্ম্যং। অধিকারীগণের হীন, মধ্যম ও উত্তম দর্শন শক্তি অনুসারে তিন প্রকার আশ্রমী আছে। শ্রুতি দয়াপূর্ব্বক হীন ও মধ্যম অধিকারীর উপকারার্থ ভেদসাপেক্ষ অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মাণি উপাসনা উপদেশ করিরাছেন। এইটী ক্রম-

মুক্তি, কিন্তু উত্তম অধিকারীর জন্য অর্থাৎ "আত্মৈক এবাদ্বিতীয়" ইতি নিশ্চিতোত্তম দৃষ্টার্থে ভেদসাপেক্ষ উপাসনার বিধান নাই। "তত্ত্বমসি" "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" ইহা উত্তম অধিকারীর জন্য। মন ও ব্রহ্মের অভেদ জ্ঞান দ্বারায় প্রকাশিত হয়। মনকেই আত্মাতে একাগ্র করিবে এবং লয় হইতেও নিরুদ্ধ করিবে। মনোনাশ ও চিত্তক্ষয় না হইলে মুক্তি হয় না।

মহাভারত হইতে উদ্ধৃত।

জীব নিরন্তর মনুষ্যদেহে অবস্থান করিতেছেন, জীব মনুষ্য হৃদয়ে অবস্থান করিয়া মানুষের মনকে নিযুক্ত করিয়া রাখেন। মন আবার ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয়ে নিয়োগ করিতেছে। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এইগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু কিন্তু পরমাত্মাই জীবের একমাত্র আশ্রয়। মনীষী ব্রাহ্মণ জীবাত্মাকে মনদ্বারা বুদ্ধিমধ্যে দর্শন করিয়া থাকেন ইহাও একপ্রকার আত্মদর্শন।

পরমাত্মা অব্যয় অশরীরী ইন্দ্রিয়বিরহিত ও বিষয়গন্ধশূন্য। যোগীগণ তাঁহারে দেহমধ্যে নিরীক্ষণ করিবেন, তিনি জড়দেহেও অব্যক্তভাবে অবস্থিত। ব্রহ্মকে জানিলে ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করা যায় অর্থাৎ মৃত্যু অতিক্রম করা যায় ও সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি হয়। আত্মতত্ত্বটী ভাল করিয়া জানিতে পারিলে আপনি আপনি ভাবে স্থিতিলাভ করিতে পারিবে ইহাই স্বরূপস্থিতি, জীবন্মুক্তি বা অতিমৃত্যু। মনোনাশ তত্ত্বাভ্যাস বাসনাক্ষয় সমকালে করিতে পারিলেই স্বরূপস্থিতি হয়। নিঃসঙ্গ অবস্থা-

লাভ করিতে গেলে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারাই এই নিঃসঙ্গ অবস্থা লাভ হয়। আত্মতত্ত্ব বিচার ভিন্ন কোনরূপে লাভ করা যাইবে না। শ্রীগীতার সংসার অশ্বত্থবৃক্ষ অসঙ্গশস্ত্র দ্বারা ছেদন না করিতে পারিলে পরমপদে প্রবেশ করা যাইবে না। সংসার আসক্তি ত্যাগ করা চাই ও ইহাই অসঙ্গশস্ত্র, এবং পরমপদের অনুসন্ধানও করা চাই। ভক্তি ও যোগদ্বারা সংসার বাসনা ত্যাগ করিয়া বিচারদ্বারা পরমপদে স্থিতিলাভ করিবার জন্য নির্ব্বিকল্প সমাধিতে আত্মাকে জানিয়া সোঽহং হইয়া পরমাত্মাতে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিতে পারা যায়, অদ্বৈত জ্ঞানদ্বারাও জীবন্মুক্ত হওয়া যায়।

অধ্যাত্ম তত্ত্বের আলোচনা

দ্বিতীয় সঙ্কল্প

তত্ত্বজ্ঞানের উপায়

যোগবাশিষ্ঠ—রামায়ণের নির্ব্বাণ প্রকরণের পূর্ব্বভাগের ৩৭ সর্গ হইতে আত্মদেবের পূজার উপকরণ পাওয়া যায়। উপহার দ্রব্য —এই সংসার প্রবাহ পতিত আত্মা অর্থাৎ যাহার যেরূপ সংসার আড়ম্বর সেইরূপ সুখ সম্ভার বা দুঃখ সম্ভার দিয়া পূজা করিবে, মনোবৃত্তির দ্বারাও পূজা দেওয়া হয়। যথা সংসারের রাগ দ্বেষাদি দিয়া ও পূজা করা হয় নিজ আধি ব্যাধি ও যাহার যেরূপ কার্য্য তাহা দিয়াও এই পূজা করা হয়। যথাকালে যথাশক্তি তোমার যে কার্য্য হইতেছে তাহাও আত্মদেবের পূজা জানিবে; ধ্যান ভিন্ন আত্মদেবের পূজাদি হয় না, বাহ্য পূজাতে বোধ শমতা শান্তিরূপ পুষ্পের দ্বারা ধ্যান পরিপক্ক হয় ও অন্তর পূজায় ধ্যানই শ্রেষ্ঠ উপকরণ হয়। এই আত্মার আভ্যন্তর পূজা সকল সময়েই হইতে পারে, শয়নে স্বপনে গমনে অবস্থানে ও যে কোন অবস্থায় থাক না কেন ঐ পূজা ধ্যানাত্মিকা বলিয়া সকল প্রকার ব্যবহার দশাতেই হইতে পারে। এই রূপে সর্ব্বকালে সর্ব্বভাবে সর্ব্বক্রিয়াতে ও সর্ব্বমনোবৃত্তিতে ব্রহ্মভাব উৎপন্ন করিতে পারিলে চিত্ত ব্রহ্মাকারা

বৃত্তিতে শান্ত হইয়া অচিত্ত হইয়া যায় ও জীব তখন সমস্তই ব্রহ্মময় দেখে সুতরাং ব্রহ্মের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। এই জগৎ ও চিত্তমাত্র জানিবে। অহংকার শূন্য হইয়া সন্তাপ হর্ষশোকাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমভাবে অবস্থান কর। চিৎ স্পন্দন বাসনা যুক্ত হওয়াতেই প্রপঞ্চময় জগৎ প্রাদুর্ভূত হয়। কিন্তু বাসনা বিহীন হইলেই সংসার তিরোহিত হইয়া থাকে। অদৃষ্টকর্ম্ম ও মনুষ্যাদি সমস্তই সেই চিণ্ময়ের সুন্দররূপের পরিণাম, কর্ম্মাদি কিছুই তাহা হইতে পৃথক নহে। বাসনাযুক্ত চিৎ অকারণ বীজরূপী হইয়া দেহাদি অঙ্কুরের কারণ হন। একমাত্র চিৎই ভূমধ্যে স্পান্দিত হইয়া বিবিধ প্রকার স্থাবরাঙ্কুর প্রকাশিত করিয়া থাকেন। বৃক্ষদেহাদির আভ্যন্তরীণ রস যেমন নিজ ভাবান্তর মাত্র পুষ্পফল বিস্তার করে সেইরূপ প্রাণীগণের শুক্ররসের আভ্যন্তরস্থ চিৎই অখিল জঙ্গমরূপে বিস্তৃত হইতেছে। ব্রহ্মের বিস্ফুরণই অখিল স্থাবর জঙ্গমের আদি বীজ, তাহার আর কেহ বীজ নাই। পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণের বীজস্বরূপী জীব-চৈতন্যের অন্তরে যে বাসনারস অবস্থিত থাকে ঐ রসই দেহাদি অঙ্কুর উল্লসিত করে। . চিত্তের শুভাশুভকার্য্যে যে অনাসক্তি তাহাই অসঙ্গ, এই অসঙ্গ-অগ্নির দ্বারা ঐ বাসনারসকে দগ্ধ কর তাহা হইলে দেহাদি অঙ্কুর আর জন্মিতে পারিবে না, অহং ভাবই বসনার মূল সেইজন্য পুরুষকার দ্বারা অহং ভাবকে তিরোহিত কর উহার তিরোহিত হওয়াই বাসনাক্ষয় জানিবে। অহংকারত্যাগ ও বাসনাক্ষয় না করিতে পারিলে সংসার হইতে

উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। ৩৮ সর্গ নিঃ উঃ বিচারের অভাব-বশতই অহং পদার্থের অস্তিত্ব আর বিচার করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে অহংবস্তু কিছুই নাই, যদি বিচার দ্বারা অহংবস্তুর অভাব হয় তবে আর জগতই বা কি ! আর সংসারই বা কি ! একমাত্র চিদাকাশই স্বীয় চৈতন্যের অন্যপ্রকার অনুভব হেতু বুদ্ধ্যাদি আকার বিশিষ্ট হইয়া দৃশ্যাদিবস্তুপূর্ণ জগৎ অনুভব করিয়া থাকেন। জীব যখন সংশয় অভিপ্রায় ইচ্ছা ও মননাদি পরিহার করিয়া অহংজ্ঞানবিরহিত মুনি হইয়া যে ভাবে অবস্থিত সেইভাবে অবস্থিতি করে তাহা হইলে নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হয়। ইচ্ছা মননাদি শূন্যান্তঃকরণে করিলে জীব কর্ম্মলেপ শূন্য হয় ও শাস্ত্র উপদেশ পাইয়া ক্রমশঃ বাসনাশূন্য হইয়া নির্ব্বাণপদে আরূঢ় হয়।” নির্ব্বাণপদ পাইবার উপায় ৩৯ সর্গ নিঃ উঃ ৩৯ সর্গ যাঁহার চিত্তাবরণ (চিত্তের দ্বারা যে আবরণ) ক্ষয় প্রাপ্ত হয় যিনি সর্ব্ববিষয়েই চেষ্টাবিহীন তাঁহার আত্মা সততই ব্রহ্মামৃত-রসে পরিপূর্ণ। ব্রহ্মরূপেই জগতের সত্যতা, জগৎ কাহারও কর্ত্তৃক নির্ম্মিত নহে উহা অচিন্তনীয় ও নিরাধার। যাহার সংসার ও সন্দেহ তিরোহিত হইয়াছে, যাহার বিত্তাবরণ নাই এবং যিনি ব্রহ্মজ্যোতিঃ লাভ করিয়াছেন তিনিই জীবন্মুক্ত। যাহা কিছু দেখিতেছি তৎসমস্তই সেই চিন্ময় ব্রহ্মের স্বভাবমাত্র বলিয়া বুঝিতে পারিলে পরম শান্তি অন্যথা ভীষণ সংসারক্লেশ, আত্মবুদ্ধিতে অন্তরে এইরূপ বিচার করিলে ব্রহ্মনির্ব্বাণপদের অধিকারী হওয়া যায়। বাদকপুরুষের চেষ্টাতে যেমন জড়বাদ্য-

যন্ত্র হইতে শব্দ উত্থিত হয় তদ্রূপ তুমি আমি চিদধিষ্ঠিত বলিয়াই আমাদিগেরও অর্থভাবাদিযুক্ত অহমিত্যাদি শব্দ উচ্চারিত হয়।”

জগৎ ও মুক্তি এই শব্দদ্বয়ই বন্ধ্যার পুত্রবৎ নিতান্ত অলীক, ব্রহ্মরূপেই জগতের সত্যতা বস্তুতঃ জগৎ কাহারও কর্ত্তৃক নির্ম্মিত নহে উহা অচিন্তনীয় ও নিরাধার, আত্মবিশ্রান্তিতে অহং জগৎ ও দুঃখাদি সমস্তই তিরোহিত হইয়া যায় কেবল একমাত্র চিন্ময় ব্রহ্মই প্রকাশিত থাকেন। জগতের যে কিছু ভাব তৎসমস্ত অসত্য, ব্রহ্মেরই বিবর্ত্তমাত্র। (৩৯, ৪০, ৪১ সর্গ নিঃ উঃ) যাঁহার আত্মা শুদ্ধ সংবিদ্‌ময় তাঁহার ভোগেচ্ছা বা মোক্ষেচ্ছা কিছুই জাগে না।

“সংসারক্লেশের শান্তিপ্রদ ব্রহ্মভাবের সাধক স্বীয় মোক্ষ-বিষয়ে উপশমরূপিণী। আত্মজ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর দ্বারা কোন উপকার পান না। জ্ঞানভূমিকাভ্যাসযোগদ্বারা জগজ্জাল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সংসার নষ্ট হয়, শেষে ব্রহ্মভাবরূপ অর্ক উদিত হইয়া ব্রহ্মভাবে দেদীপ্যমান হয়।

একমাত্র আত্মচৈতন্যই অখিল জগতের আদি, তিনিই বীজ, তিনিই অঙ্কুর, তিনিই অদৃষ্ট তিনিই পুরুষ, তিনিই শুভাশুভ নিখিলকর্ম্ম। সর্ব্বপ্রথমে বীজ অঙ্কুর দৈবকর্ম্ম ও মানবাদি কিছুই ছিল না কেবল একমাত্র সেই অনাদি অনন্ত চৈতন্যময় আত্মাই প্রকাশমান ছিলেন। বস্তুতঃ এই বিশ্বমণ্ডপের বীজ বা অঙ্কুর এবং পুরুষ বা কর্ম্মাদি কিছুই নাই। নট যেমন সুরাসুরাদি বিবিধ বেশ পরিগ্রহ করে তদ্রূপ একমাত্র ব্রহ্মই পরিদৃশ্যমান বিবিধাকারে বিরাজমান হইতেছেন।

নিঃ উঃ ৪২ সর্গ—নিষ্কামভাবে যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিয়া বাসনা বিনাশ দ্বারা চিত্তকে প্রসন্ন করিতে পারিলে বিবেক আপনি প্রাদুর্ভূত হয়, বিবেককে শান্তিসুধা দ্বারা বর্দ্ধিত করা কর্ত্তব্য, বাহ্য ভোগবিলাসে রত হইবে না তাহা হইলে বিবেক শুষ্ক হইয়া যাইবে। লজ্জা ভয় বিষাদ ঈর্ষা সুখ ও দুঃখ সমস্তকে পরাজয় করিবে। বিশুদ্ধ চিৎই অখণ্ড নিত্যবস্তু, তাঁহাতে জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞপ্তি কিছুই নাই। সর্ব্বত্যাগ করিয়া প্রশান্তচিত্তে চিত্রিত পুত্তলিকার ন্যায় নির্জ্জনে সমাধিমগ্ন ও নিশ্চল হইয়া অবস্থান কর।"

"৪৩ সর্গ নিঃ উঃ—জগৎকে ভ্রমরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া নিখিল বিষয় বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক সমাহিত হইয়া অবস্থান করাকেই বুধগণ নির্ব্বাণ শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন। অহং জ্ঞানকে ভ্রম বলিয়া বুঝিতে পারিলে চিত্তও যথার্থ চিৎ-স্বরূপে পর্য্যবসিত হইয়া যায়। জগৎ নামে যাহা কিছু প্রতিভাত হইতেছে ইহা বিশুদ্ধ চিন্মাত্রেরই অনুভবমাত্র। আমি, আমার, ইত্যাকার ভ্রান্তির নিবৃত্তিই মুক্তি। সে মুক্তি যোগীর আত্ম-সত্তা ব্যতীত আর কিছুই নহে, ঐ মুক্তিই চরম বাসনাবিলয়। উহা সংসারপথের পরিশ্রান্ত ব্যক্তির বিশ্রামাগার, উহাতে আধিভৌতিকাদি ত্রিতাপক্লেশ অনুভব করিতে হয় না। আত্ম-তত্ত্বে যোগীগণ জাগ্রত হইয়া থাকেন। "বিষয় তত্ত্বে সুপ্ত থাকেন"। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যাদি শব্দাদি বিষয় সকল মূঢ়দিগের নিকট জাগ্রত, কিন্তু ঐ সকল বিষয় তত্ত্বজ্ঞানীর নিকট চিত্রিত বস্তুর

ন্যায় বিদ্যমান থাকিলেও তত্ত্বজ্ঞানী তাহা দেখিতে পান না। মনও বাহ্যবস্তু ছাড়া নহে বাহ্যবস্তু লইয়াই মন, বাহ্যবস্তুর দ্বারাই মনের রঞ্জন, বাহ্য আভ্যন্তর নিখিল পদার্থই একমাত্র মনোরূপে স্ফুরিত হইয়া থাকে। বাহ্য আন্তরবস্তু ও মনের কোনই পার্থক্য নাই। জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয়াত্মক একই সত্তা এই জগতে নির্বিবকারভাবে অবস্থান করিতেছে, সে সত্তা একমাত্র জ্ঞানেরই আর কাহারও সে সত্তা নহে! একমাত্র জ্ঞানই সর্ব্বব্যাপী অখণ্ড স্বরূপে দীপ্তিপ্রাপ্ত হইতেছে। একমাত্র জ্ঞানই জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞান প্রভৃতি সকল অবস্থাতেই নির্ম্মল স্বরূপে এক-ভাবে বিরাজ করিতেছে। দেশকালের উপস্থিতি ব্যতিরেকেই বোধরূপ নিজতত্ত্বের অজ্ঞানবশতঃ ঐ আত্মা চেত্যভাব প্রাপ্ত হইয়া যান, বিশুদ্ধ চিদাত্মায় অজ্ঞানের স্থিতি কোনক্রমে সম্ভবে না।" "যা নিশা সর্ব্বভূতানাম্ তস্মিন্ জাগর্ত্তি সংযমী। যস্মিন্ জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥"

"সমাধিবৃক্ষ নিঃ উঃ ৪৪ সর্গ—এ সংসারকাননে বিবিধ কষ্ট ভোগ করিয়া অথবা প্রাক্তন শুভাদৃষ্ট বলে স্বতই এ সংসার-কাননের প্রতি বিরাগ উপস্থিত হয়। এই বিরাগই সমাধি-বৃক্ষের বীজ, সংসারবৈরাগ্যজনক ধ্যানবীজ চিত্তক্ষেত্রে পতিত হইলে যাহাতে নষ্ট হইয়া না যায় তজ্জন্য তপস্যা, দান, ক্রোধ-লোভাদি পরিত্যাগ মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা ও তীর্থ-পর্য্যটন করিতে হয়। এইরূপে যখন বীজ অঙ্কুরিত হয় তখন মুদিতা নাম্নী প্রিয়ার সহিত সন্তোষকে অন্বিত করিবে কারণ

সন্তোষই ঐ অঙ্কুর রক্ষা করিতে সুনিপুণ, তাহার পর আশা, স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি অনুরাগ, কামক্রোধাদিরূপ বিহঙ্গমকুল আসিয়া ঐ অঙ্কুর যাহাতে না ভাঙ্গিয়া দেয় তাহার চেষ্টা করিবে অর্থাৎ সন্তোষের দ্বারাই উহাদিগকে তাড়াইতে হইবে। প্রাণায়ামাদি সৎক্রিয়ারূপ সন্মার্জ্জনীদ্বারা ঐ ক্ষেত্রের রজঃ (ধুলি) মার্জ্জনা করিতে হয়। বিবেকরূপ আতপদ্বারা ঐ ক্ষেত্রের তমঃ অর্থাৎ অজ্ঞান রূপছায়া দূর করিতে হয়। দুষ্কৃতরূপ মেঘ হইতে উহাতে সম্পদ ও প্রমদারূপ অশনিপাত হইয়া থাকে এইজন্য প্রণবার্থচিন্তামগ্ন হইয়া ধৈর্য্য ঔদার্য্য জপ তপ দানাদি উপায়ে ঐসকল উপদ্রব নিবারণ করা কর্ত্তব্য। এই অঙ্কুর হইতে প্রথমে দুইটী পত্র নির্গত হয়, একটী পত্র অধ্যাত্মশাস্ত্রের চর্চ্চা, অপর পত্র সাধুসঙ্গ। ক্রমে বৈরাগ্যরসে সিক্ত হইয়া ঐ দ্বিপত্র অঙ্কুর কাণ্ডভাব ধারণ করিয়া ক্রমশঃ উন্নত ও দৃঢ় হয়। ঐ ধ্যানবৃক্ষ হইতে আত্মতত্ত্বের স্ফুটীভাব অর্থাৎ আত্মতত্ত্বেরই সত্যতাজ্ঞান, আত্মতত্ত্বের স্বরূপে অবস্থিত, নিশ্চলীভাব, নির্ব্বিকল্পভাব, সমতা শান্তি, মৈত্রী, করুণা, কীর্ত্তি ও উদারতা জন্মে।” (বিষয়ের প্রতি অভিলাষ না থাকাই বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ় ধ্যান-সমাধি) এই ৪৪ সর্গে মনোমৃগ বিপদ বর্ণন আছে এই বিপদ-বর্ণনই চিত্তের চঞ্চলতা দ্বারা কর্ম্ম করিয়া যে সকল বিপদ ঘটে তাহা বর্ণিত আছে। ৪৫ সর্গে মনোহরিণের উপাখ্যান বর্ণিত আছে যথা সমাধিপাদপের ছায়া প্রাপ্ত হইয়া চিত্তহরিণ বিশ্রাম-সুখ অনুভব করিয়া সেইখানেই চিরস্থিতি করে। এইরূপে ঐ

হরিণ পরম ফল প্রাপ্ত হইয়া কেবল উহারই আস্বাদনে রত থাকেন। ঐ পরম ফল প্রাপ্তিই সঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্ব্বক বিশুদ্ধ স্বভাবে অবস্থিতি। জীবই সঙ্কল্পবিহীন মনের দ্বারা নির্ব্বিকল্প সমাধিতে পরমাত্মার সহিত অভেদজ্ঞান প্রাপ্ত হন।” বিষয়ের প্রতি সাতিশয় বৈরাগ্যই সমাধিশব্দে অভিহিত হইয়া থাকে, এই বৈরাগ্যলাভেই ব্যক্তি মনুষ্যদিগের মধ্যে ব্রহ্ম। দৃশ্যবস্তু যাহার আর রুচিকর হয় না তাহাকে বুদ্ধ বলে।

নিষ্কাম কর্ম্মের উপকরণ—

(১) ঈশ্বরপ্রীতি, (২) ফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগ, (৩) ও অহং অভিমানত্যাগ। (শাস্ত্রচর্চ্চা ও জপাদির পরে সমাধিনিরত হইবে।) ঘটাদি জড়বস্তু জীবচৈতন্যের সংস্পর্শে চৈতন্যাধ্যাসে আত্মরূপ বিষয়তা লাভ করে। সেইজন্য চেতন জীব চেতন-ভাবাপন্ন জড়বস্তুকে দর্শন করে কারণ জড় জড়কে দর্শন করিতে পারে না। জড়ের তলে অধিষ্ঠান চৈতন্য থাকে বলিয়াই জীব-চৈতন্য (চিদাত্মক দ্রষ্টা) চিদাত্মক জড়কে দর্শন করেন।

৫০ সর্গ যোঃ নিঃ পূঃ, ৩৮ সর্গ যোঃ নিঃ উঃ, ২৫ সর্গ যোঃ নিঃ উঃ, অক্ষ সংবেদন ৫০ সর্গ, ৩৮ সর্গ নিঃ উঃ ২৫ সর্গ নিঃ উঃ দেখুন। এই গ্রন্থের মহিমা যোঃ বাঃ নিঃ প্রং উত্তরভাগ ১০৩ সর্গ।—পূর্ব্বকথিত অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত ঃ—“যতদিন সমুদয় বাহ্য বস্তুতে বৈরাগ্য উপস্থিত না হয় ততদিন এই সংসার ভাবনা ক্ষীণভাব ধারণ করিবে না। হে মহাবুদ্ধে! বাসনা ক্ষীণ না করিতে পারিলে আত্মার উদ্ধারের আর কোন উপায়ই নাই,

কদাচ পাইবে না। অবিচারবশতই এই বাহ্যবস্তু সকল সত্য ও মনোহর হইয়া উঠিয়াছে। বিচারদৃষ্টিতে দেখিলে ইহার কিছুমাত্র সত্তা উপলব্ধি হইবে না, অলীক হইয়া যাইবে। প্রমাণ সহকারে বিচার করিয়া দেখিলে সেই জগদ্ভাব বাস্তবিক নাই বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে যদি উহার সত্তা স্বীকার কর তবে উহার স্বরূপ কিরূপ বল দেখি ? আমরা ত দেখিতেছি এই নিখিল জগদ্ভাব আদৌ উৎপন্ন নহে তাহার কারণ ইহার উৎপত্তির কারণাভাব, যাহা কিছু প্রতিভাত হইতেছে সমস্তই সেই একমাত্র পরমপদ। সেই পরমপদ নিখিল ইন্দ্রিয়ের অতীত, মনোরূপ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়েরও অতীত অতএব তিনি ইহার কারণ হইতে পারেন না। মনোরূপ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ও এই ভাব সকলের কারণ নহে, কেন না এই ভাবসকলও মনোরূপ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়াত্মক, আর সেই আত্মবস্তু অনাখ্য, তাহার কোন আখ্যা বা নাম নাই এই ভাবসমূহ বিবিধ আখ্যায় আখ্যাত সুতরাং আখ্যাযুক্তের কারণ কিছু আখ্যাহীন বস্তু হইতে পারে না। কার্য্য কারণ সাদৃশ্য থাকা চাই, কারণ একরূপ কার্য্য অন্যরূপ হইতে পারে না। সাকার বস্তুর কারণ সাকারই হইতে পারে যেমন বটবীজ, নতুবা নিরাকার হইতে উৎপন্ন বস্তু কিরূপে সাকার হইবে। যাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র আকৃতিবিশিষ্ট বীজ নাই তাহা হইতে সাকার বিশ্বের উৎপত্তি ইহা বলা নিতান্ত অসঙ্গত ! সেই পরমপদের কার্য্যকারণ ভাব কিছুই নাই, তবে যে লোকে তাঁহার নাম কল্পনা করে তাহা মূর্খতা নিবন্ধন বাচালতা মাত্র।

সহকারী ও নিমিত্তকারণ না থাকিলে কেবল সমবায়ি—

কারণে যে কোন প্রকারে কার্য্য নির্ব্বাহই হয় না, ইহা বালকেরাও বুঝিয়া থাকে। জগতের জ্ঞানস্বরূপ বলিয়াও চিতি জগতের কারণ হইতে পারে না। (ঘটজ্ঞান কি কখনও ঘটের কারণ হয়।) ফলতঃ চৈতন্যের তদিতর জগৎ থাকিতেই পারে না। বল দেখি আতপে কি ছায়া থাকে।”

যোঃ বাঃ নিঃ উঃ ১৬১ সর্গ ও ১৬৩ সর্গ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের অনুবাদ হইতে উদ্ধৃতঃ—“এই মহারামায়ণ বেদের ন্যায় জ্ঞান প্রদান করে। রাম কহিলেন ইন্দ্রিয় জয় ব্যতিরেকে অজ্ঞতার উপশম নাই অতএব সেই ইন্দ্রিয় জয় কিরূপে সাধিত হয়! হে মুনে! তাহা আমাকে বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন—যেমন মন্দদৃষ্টি ব্যক্তির প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ সূক্ষ্ম বস্তু দর্শনের উপযোগী হয় না তদ্রূপ যে ব্যক্তি প্রভূত ভোগে আসক্ত বা স্বীয় পুরুষত্ব প্রদর্শনে অর্থাৎ উৎকর্ষসাধনে নিরত কিম্বা জীবনোপায় ধনাদি অর্জ্জনে ব্যসনী, তাহার পক্ষে শাস্ত্রাদি সাধন ব্রহ্ম-দর্শনের উপযোগী হয় না এবং ইন্দ্রিয় জয় ও তাহার মুক্তি সাধনে অনুকূল হয় না। অতএব আমি তোমাকে ইন্দ্রিয় জয় বিষয়ে অবিকল যুক্তি বলিতেছি শ্রবণ কর, এই মৎকথিত যুক্তি অবলম্বন করিয়া অল্পমাত্র যত্ন করিলেও সাধন সম্পত্তি ও মোক্ষফল সিদ্ধিলাভ করে। পুরুষ চিন্মাত্র জানিবে। সেই পুরুষ চিত্তাধীন হইয়া জীব নামে অভিহিত হয় অতএব সেই জীব নামক—অর্থাৎ চিত্তাধীন পুরুষ চিত্তবৃত্তির দ্বারা যাহা

কথিত করে ক্ষণকাল মধ্যে তন্ময় হইয়া তাহাতে আসক্ত হয়, সুতরাং মানব চিত্তবৃত্তির প্রত্যাহার প্রয়াসে বাহ্যাকারতা রুদ্ধ করিয়া ব্রহ্মাকারতা প্রবোধনরূপ সুতীক্ষ্ণ অঙ্কুশ প্রয়োগে মত্ত মনমাতঙ্গকে জয় করিয়া ইন্দ্রিয়জয়ী হইতে পারে নচেৎ নহে। চিত্তই ইন্দ্রিয়গণের নায়ক, সেই চিত্তের জয়ই জয়। দেখ চর্ম্মপাদুকায় চরণ আবৃত করিলে সমস্ত পৃথিবীই চর্ম্মাবৃত হয়, তখন যেমন চর্ম্মদ্বারা একমাত্র পদ আবরণ করিয়া সমস্ত কণ্টক জয় করিতে পারা যায় সেইরূপ—কেবল চিত্তকেই আবরণ করিলে সর্ব্বজয় সিদ্ধ হয়। হৃদয়ে চিত্তাবচ্ছিন্ন সংবিৎরূপ জীবকে আকাশে অর্থাৎ নির্ম্মল ব্রহ্মে আরোপিত করতঃ একাকারে পরিণত করিয়া অবস্থান করিতে পারিলে মন শরৎ কালীন তুষারের ন্যায় স্বতই নিবৃত্ত হয়। উক্তরূপ যত্নের দ্বারা জীবসংবিদকে ব্রহ্মসংবিদে সংরোধ করিতে পারিলে যেরূপ চিত্ত শান্ত হয় তপস্যা তীর্থপর্য্যটন বিদ্যাভ্যাস ও যজ্ঞাদি ক্রিয়া সমূহ দ্বারা সেরূপ হয় না। যাহা যাহা স্মরণ করা যায় সে সমস্ত তদধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মসংবিদে বিলীন করণ রূপ সংবিদ দ্বারা নিশ্চয়ই বিস্মৃত হইতে পারা যায় অর্থাৎ সেই সেই সংস্কারের উচ্ছেদ দ্বারা তাহা আর স্মরণ পথে উদিতই হয় না অতএব উক্ত উপায়ে ভোগ বিস্মরণ হইয়া ভোগের জয় হইয়া থাকে। এইরূপে স্বসংবেদন যত্নে বিষয়রূপ আমিষ হইতে সংবিদকে অহোরাত্র রোধ করিতে পারিলে তবেই সে উপায় দ্বারা তত্ত্ববিদ্ বিবুধগণের অনুভবসিদ্ধ স্বরাজ্য পদলাভ ঘটিল জানিবে। এইরূপ সধর্ম্মনিষ্ঠা

দ্বারাও (যাহা স্বতঃ আসিতেছে তাহা আমার রুচিকর,' এইরূপ ধারণায় বজ্রের ন্যায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর তাহা হইলেই বৈতৃষ্ণ সিদ্ধি দ্বারা ইন্দ্রিয় জয় ঘটিবে। যে ব্যক্তি স্বধর্ম্মবিরুদ্ধ দেহযাত্রা সাধন অন্নাদিতে ইচ্ছা পরিহার করিয়া শম ও সন্তোষ অর্জ্জন করিতে পারিয়াছে এ জগতে সেই ব্যক্তিই জিতেন্দ্রিয়, যাহার মনঃসংবিৎ অন্তরে সংবিৎরসিকতায় ও বাহিরে নীরসতায় বিরক্ত হয় না তাহারই মনঃশান্তি হইয়া থাকে। সংবিৎপ্রযপ্নের নিরোধ করিতে পারিলে মন বিষয়ের অনুধাবনরূপ দুর্ব্ব্যসন পরিত্যাগ করে ঐ বিষয়ানুধাবন দুর্ব্ব্যসনই মনের চপলতা, চিত্ত সেই চপলতা হইতে মুক্ত হইতে পারিলে বিবেকের অনুসরণ করে। বিবেকশালী উদারাত্মাই জিতেন্দ্রিয় বলিয়া কথিত! তাদৃশ ব্যক্তিই এ ভবসমুদ্রে বাসনারূপ তরঙ্গের বেগে চালিত হয় না। নিরন্তর সাধুসঙ্গ ও সংশাস্ত্র অবলোকনে এইরূপ জিতেন্দ্রিয় হইতে পারিলে জগতের যাহা সত্য বস্তু কেবল সেই ব্রহ্ম বস্তুরই সাক্ষাৎকার লাভ হয়। অসন্ময় বলিয়া শূন্য, ও অনুভূত বলিয়া শূন্যাশূন্য তাহার কারণ যাহা অনুভূত তাহা ও অসন্ময়। হে রাম স্বপ্নের সংবিত্তিমাত্রই স্বরূপ সুতরাং সেই স্বপ্ন যে যে রাজা বিভবাদিরূপ বহুমত হয় সে সমস্ত চিতিরই স্বরূপ, কারণ সেইরূপ, কর্ত্তা কর্ম্ম করণ কিছুই অপেক্ষা করে না। জাগ্রৎ জগৎও অর্থাৎ জাগ্রদবস্থায় দৃশ্যমান জগৎ ও ঐরূপ জানিবে। যাহা যাহা কর্ত্তৃকর্ম্ম করণ নিরপেক্ষ তাহাই চিজ্ঞানমাত্রক অহংস্বরূপ। এই

স্বসংবেদলক্ষণ জগতের ও সৃষ্টির আদিতে যে কর্ত্তা কর্ম্ম করণ ছিল তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব তুমি অহংস্ব প্রকাশ আত্মস্বরূপ হও। যেমন স্বপ্নাবস্থায় মৃত্যু অনুভূত হইলেও তাহার অস্তিত্ব নাই কিম্বা যেরূপ মরুভূমিতে ভ্রান্তিবিলোকিত জল তদানীং বিদ্যমান বলিয়া বোধ হইলেও বাস্তবিক তাহার অস্তিত্ব নাই, তদ্রূপ ঐ অবিদ্যা প্রতীতি দ্বারা বিদ্যমান আছে বলিয়া বোধ হইলেও জ্ঞানতঃ বাস্তবিক তাহার অস্তিত্ব নাই। চিদাকাশ নিজশূন্যস্বরূপই যে এই প্রতিভাস বিস্তার করিয়াছেন তাহাই জগৎ বলিয়া কথিত; সুতরাং উহা কাকতালীয়বৎ মূলভিত্তি শূন্য অর্থাৎ কিছুই উহার এইরূপ জিতেন্দ্রিয় হইতে পারিলে জগতের যাহা সত্য বস্তু, কেবল সেই ব্রহ্মবস্তুরই সাক্ষাৎকার লাভ হয়। এইরূপ সত্যসাক্ষাৎকার ঘটিলে মরুভূমিতে মিথ্যাবস্তু লক্ষ্য করিয়া দ্রুত গমন ও দুঃখ দায়ী জলভ্রমজ্ঞান যেরূপ সত্যজ্ঞান হইলে বিদূরিত হয় সেইরূপ সংসার সম্ভ্রমের ও নিবৃত্তি ঘটে। এই জগৎ অচেত্য চিন্মাত্রেই অবস্থিত যাহার এরূপ সত্যজ্ঞান জন্মিয়াছে তাহার আর বন্ধন মোক্ষদৃষ্টি কোথায়। যেমন জল শুষ্ক হইয়া মূর্ত্তাকার বিরহিত হইলে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ এই অকারণ দৃশ্য জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা ছিন্ন হইলে আর পুনরুৎপন্ন হয় না। কারণ শূন্যমাত্রেরই বেদনস্বীয় অবিদ্যা বশতঃ তুমি, আমি ইত্যাদি রূপ ধারণ করে, অতত্রব স্বাধ্যস্ত

আমি তুমি ইত্যাদি স্বরূপ এই জগৎকে জ্ঞান বলে পরিহার করিয়া অধ্যস্ত বিলক্ষণ অধিষ্ঠানমাত্র হইবে। সুতরাং অবিদ্যা মাত্রে পর্য্যবসিত এই আমি তুমি ইত্যাদি জগৎ মিথ্য প্রযুক্ত স্বতই শান্ত হইয়া শূন্যমাত্রস্বরূপে চিদাকাশরূপ তাত্ত্বিকরূপে অবস্থিত জানিবে। চিদাকাশে চিচ্ছায়াই জগৎরূপে অবভাসমান হয়। ঐ চিৎই যখন জগৎ তখন জগৎ শূন্যস্বরূপ, তাহার কারণ চিৎশূন্য বলিয়া জগৎও শূন্য অস্তিত্ব নাই। এই নির্ম্মূল (ভিত্তিশূন্য) জগৎ বাস্তবিক প্রতিভাত না হইলেও প্রতিভাত বলিয়া বোধ হইতেছে ।যেচিৎপ্রকাশহেতু অপরোক্ষভাবে প্রথিত হইয়াছে, সেই নিত্য অপরোক্ষ বস্তুই পরমপদ বলিয়া কথিত। এই যে জীবাদিবিকাশ প্রতিভাত হইতেছে তাহাও সেই পরমপদ। যেমন আবর্ত্ততরঙ্গাদিবৃত্তিসকল জলই, তদ্রূপ ঐ আকাশ প্রভৃতি সমস্তই শূন্যময় জানিবে। যেমন অবয়বীর রূপ এক সাবয়ব হইয়া থাকে তদ্রূপ জীবাদির ও অবয়ব সেই এক ব্রহ্ম, আর তাহার কিন্তু অবয়ব নাই। অথবা জীবাদি সেই ব্রহ্মের অবয়ব, আর সেই এক ব্রহ্ম তিনিই নিরবয়ব। যেমন ফটিকশিলার অন্তরে গিরিনদীবনাদির প্রতিবিম্ব দ্বারা আভাস দৃষ্ট হয় তদ্রূপ এই দৃশ্যজালও আভাসমাত্র; সুতরাং তাহাও সেই শান্ত স্বচ্ছ অব্যয় চিন্ময় ব্রহ্ম, অতএব উহাতে আস্থা কি? আর যখন চিদ্‌ব্রহ্মের স্বভাবই জগৎরূপ ভাসমান, তখন স্ব স্বভাবে আর বিচার কি? ২২-৩১। পরমপদে আদি অন্ত মধ্য কিছুই কল্পনা নাই এই অবিদ্যা তৎস্বরূপমাত্র। এই অবিদ্যা বলিয়া অন্য বস্তু কিছুই এ

জগতে নাই। জীব স্বপ্নাবস্থা হইতে জাগ্রদবস্থাই প্রাপ্ত হউক আর জাগ্রদবস্থায় হইতে স্বপ্নাবস্থায়ই উপনীত হউক, যেমন সেই একই জীবও একইরূপে অবস্থিত থাকে তদ্রূপ জগৎও যে ভাবাপন্নই হউক সমস্ত বৈচিত্র্যময় জগৎ সেই একই ব্রহ্ম ; এইরূপে জগৎতত্ত্ব অবগত হওয়া উচিত। সুষুপ্তাবস্থা অর্থাৎ অজ্ঞানাবৃত হইয়া আত্মার স্থিতি ও তুর্য্যাবস্থা শুদ্ধাত্মতা—এই অবস্থাদ্বয় ভ্রান্তি-কৃত স্বপ্নের অন্তরে অজ্ঞানরজ্জু ও কেবল রজ্জুর ন্যায় স্বপ্ন জাগ্রত এই অবস্থাদ্বয়ের মধ্যস্থিত। যাহার বুদ্ধি বুদ্ধ, যে ব্যক্তি জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থাকে একই তুর্য্যাবস্থা বলিয়া জানেন (তুর্য্যভাব বুদ্ধিরই পরিজ্ঞাত।) তত্ত্ববোধীর নিকট জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্ত এই অবস্থাত্রয়ই তুর্য্যাবস্থায় বর্ত্তমান, কারণ তত্ত্ববোধীর অবিদ্যার অভাব, সুতরাং তত্ত্ববোধী দ্বয়স্থ হইলেও অদ্বয় ; কেননা যাঁহারা অবিদ্যার পারে বর্ত্তমান, তাঁহাদের দ্বৈত অদ্বৈত কি ? তুমি আমি ইত্যাদির কল্পনাই বা কোথায় ? যাহাদের তত্ত্ববোধের উদয় হয় নাই সেই সকল শিশুমাতাগণই দ্বৈত অদ্বৈত আদি ভেদপ্রখ্যাপক বাক্যসন্দর্ভবিভ্রম লইয়া ক্রীড়াকরে আর তত্ত্ববোধী প্রবীনগণ তাহাদিগকে দেখিয়া হাস্য করেন। তবে যে প্রবুদ্ধ মহাত্মাগণ শাস্ত্রাদিতে দ্বৈতবিবাদ পরিত্যাগ করেন নাই তাঁহার প্রতি ইহাইবিবাদেচ্ছা, ইহাই হৃদাকাশনিহিত মঞ্জরীস্বরূপিণী শিষ্য প্রবোধেই ইহার ফল, বিনা দ্বৈতবিবাদেচ্ছায় কখনই প্রবোধরূপ হৃদয়াকাশের নির্ম্মলতা প্রকাশ পায় না। ৩২-৩৮। এইজন্যই আমি সুহৃদ্ভাবে তোমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া তর্ক বিবাদ

দ্বৈতাদ্বৈত বিচারণা করিতেছি। গৃহের মার্জ্জনীর ন্যায় ইহাও হৃদয়-মন্দিরের অবিদ্যারূপ ভস্ম মার্জ্জনা করিবে। এইরূপে অবিদ্যা-ভস্ম মার্জ্জিত হইলে অধিকারী হইতে পারা যায়; তখন ব্রহ্মময় চিত্তও ব্রহ্মগত প্রাণ হইয়া পরস্পরকে বোধ প্রদান করতঃ নিরন্তর সেই ব্রহ্মসম্বন্ধীয় কথোপকথ করিতে করিতে পরম পরিতোষ লাভ ঘটে ও সর্ব্বদাই ব্রহ্মানন্দে রমণ হইয়া থাকে। এইরূপভাবে প্রীতিপূর্ব্বক ভজনাকারী ও সতত বিচারপরায়ণ ব্যক্তিগণেরই কালক্রমে ঐ মদুপদিষ্ট বুদ্ধিযোগ দৃঢ় হইয়া উদিত হয়; সেই বুদ্ধিযোগ উদিত হইলেই তাঁহাদের মোক্ষ নামক পরমপদ লাভ হইয়া থাকে। দেখ সামান্য তৃণেরও অগ্নি, জল, পশু-আদি হইতে রক্ষা করিতে হইলে যত্ন সাধিত উপায় অপেক্ষা করে, আর এই ত্রৈলোক্য সমূহের ব্রহ্মীভাব সম্পাদন দ্বারা আত্যন্তিক রক্ষারূপ তত্ত্বজ্ঞান বিনা যত্নে কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে। যে নিরতিশয় আনন্দ লক্ষণ উত্তম স্থিতির নিকট, মনুষ্যানন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর শতশতগুণ উৎকৃষ্ট সুখভোগ লালসায় চতুর্দ্দশভুবনভেদে বিস্তীর্ণ, হৃদয়গত অধমকামজয়ে অসমর্থ আধাত্ম্য আসক্তি বিরহিত অখিল জগজ্জীবসমূহ তুচ্ছভোগে আসক্ত বলিয়া উপহাসাস্পদ, অতএব তৎপ্রাপ্তি বিষয়ে অবশ্যই যত্ন করা উচিত। অঙ্কুরস্বরূপ এই যে রাজ্যাদি সুখ ইহার আর কথা কি? তত্ত্বজ্ঞানলাভরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট চরম বিশ্রামের নিকট দেবরাজপদও তৃণতুল্য, যেমন অজ্ঞান নিদ্রাভিভূত দৃশ্যবিষয়-ভোগরত ও তাহাতেই সর্ব্বদা প্রবুদ্ধ জনগণ এই দৃশ্যজাল দর্শনেই

মগ্ন থাকে তদ্রূপ শান্ত তত্ত্বজ্ঞ সাধুগণ দৃশ্যবিষয়ে অনাসক্ত, প্রসুপ্তপ্রায় থাকিয়া সেই নিরতিশয় আনন্দপদে প্রবুদ্ধাবস্থায় অবস্থান করতঃ তাহাই দেখিতে থাকেন ফলে জ্ঞানীগণ যাহাতে সুপ্ত অর্থাৎ সুপ্তের ন্যায় দর্শনপরাঙ্মুখ, অজ্ঞানী তাহাতে প্রবুদ্ধ।

আর অজ্ঞানী বিষয়ী যাহাতে সুপ্ত, জ্ঞানীগণ সেই ব্রহ্মপদে সদাই জাগরিত থাকিয়া তদ্দর্শনানন্দভোগে মত্ত থাকেন জানিবে। ভোগলালসায় এতাদৃশ নিত্যাপরোক্ষ (সদাই অগোচর) নিরতিশয়ানন্দরূপ মোক্ষপদ যত্নাতিশয় বিনা কদাচ সিদ্ধ হয় না। পরমপদ মহান্ অভ্যাসবৃক্ষেরই ফল।

যদি কেহ এই মদুক্ত শাস্ত্রের ভূয়ঃ ভূয়ঃ আবৃত্তি করিয়া চিরকাল আস্বাদন করে এবং ইহার শ্রবণ ও কথোপকথন দ্বারা চর্চ্চা বা ব্যাখ্যা করে তাহা হইলে সে ব্যক্তি অজ্ঞ হইলেও যে আত্মতত্ত্বজ্ঞ হয়, তাহা নিঃসন্দেহ, আর যে ব্যক্তি ইহা একবার দেখিয়াই "দেখা হইয়াছে" সেই অধম (অনধ্যাত্মা) শাস্ত্রনিচয় হইতে ভস্মও অধিগত হয় না। এই পুরুষার্থ যশঃপ্রদ আখ্যান বেদের ন্যায় সর্ব্বদা অধ্যয়ন করিবে এবং ব্যাখ্যা ও পূজা করিবে। শাস্ত্রে যাহা যাহা পাওয়া যায় সে সকল বেদ হইতে লব্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু এই শাস্ত্র জ্ঞাত হইতে পারিলে বেদের পূর্ব্ব-ক্রিয়াকাণ্ডার্থ ও উত্তরজ্ঞানকাণ্ডার্থ উভয়ই আত্যন্তিক অশুদ্ধি-নিবারণরূপ ফলপ্রদ হয়। এই শাস্ত্রপ্রধান হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাতে অন্যান্য শাস্ত্র পর্য্যন্ত লবণপ্রদানে ব্যঞ্জনের ন্যায় রুচিকর হইয়া থাকে।

ভোগাসক্তবুদ্ধিজনে এই আখ্যানকে কাব্য বলিয়া আদরণীয় বোধ করতঃ পুনঃ পুন; মৃত্যুপরম্পরা ভোগ করিয়া আত্মাকে মোহগর্ভে পাতিত করতঃ আত্মহন্তা না হউক এবং পুনঃ পুনঃ ভবভোগ অর্থাৎ জন্মযন্ত্রণা ভোগ না করুক। কাপুরুষগণ যেমন দুরভিমান করতঃ সন্নিহিত গঙ্গাজল ত্যাগ করিয়া "আমার পিতার কূপ থাকিতে কি জন্য অন্যত্র গমন করিব?" এই অভিমানে সেই কূপের ক্ষারজল পান করে তথাপি সন্নিহিত গঙ্গাজল পান করে না; তদ্রূপ আমাদের কুলে পিতৃপুরুষগণ তপঃকর্ম্মাদিনিষ্ঠাই অবলম্বন করিয়াছেন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মীমাংসক, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ তার্কিক ছিলেন অতএব আমরা সেই বংশসম্ভুত; সুতরাং সেই পথই অবলম্বন করিব, অধ্যাত্মশাস্ত্র তাহারা যখন অবলম্বন করেন নাই তখন আমরা কেন করি! ইত্যাদি বিচার অবলম্বন করিও না। তাহাতে পুনঃ পুন জন্মপরম্পরা লাভ করিয়া মূর্খতাই লাভ করিবে; অতএব মূর্খতালাভের জন্য যেন পূর্ব্বোক্ত বিচার দ্বারা মদুক্ত শাস্ত্র ত্যাগ করিও না।"

পূর্ব্বোক্ত অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত যোঃ বাঃ নিঃ পূঃ ৪১ সর্গ ঃ—বশিষ্ঠ জিজ্ঞাসা করিলেন হে দেব! সেই পরমব্রহ্ম যদি কোন ধর্ম্মই না স্পর্শ করেন তবে তাঁহাকে শিব বলা হয় কেন? আত্মা বলা হয় কেন? হে ভগবান, হে ত্রিলোকেশ তিনিই সৎ, অপিচ তিনি কিছুই নহেন। তিনিই শূন্য, তিনিই বিজ্ঞান ইত্যাদি বিভিন্নতাই তাঁহা.ত করা হয় কেন? ঈশ্বর কহিলেন

এ জগতে একমাত্র তিনিই বিদ্যমান ; তিনিই সৎ তাঁহার আদি বা অন্ত নাই বলিয়া তাঁহাকে অনাদি-অনন্ত বলা হয়। তিনি বস্ত্বন্তরের প্রকাশ অপেক্ষা করেন না বলিয়া তাঁহাকে অনভ্যাস বা স্বয়ংজ্যোতিঃ বলা হয়। তিনি ইন্দ্রিয়সকলের গম্য হন না বলিয়া তিনি যেন অকিঞ্চিৎ অর্থাৎ শূন্য হইয়া পড়িয়াছেন। বশিষ্ঠ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন হে ঈশান! যাহা বুদ্ধ্যাদিষুক্ত ইন্দ্রিয়বর্গেরও অদৃশ্য তাহা কিরূপে নিঃশঙ্কভাবে পাওয়া যাইতে পারে? যাহা বুদ্ধির অগম্য তাহার বোধের উপায় কি? কিরূপেই বা তাহা পাওয়া যাইতে পারে? ঈশ্বর কহিলেন,--যে আত্মবস্তু প্রকাশের নিমিত্ত বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতির প্রয়োজন হয় না, ব্রহ্মাকারে আকারিত সাত্ত্বিকভাবে পরিণত বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা কেবল আবরণ ভঙ্গ করিতে হয়, সে আবরণ অবিদ্যা, ঐ অবিদ্যাবরণ ভঙ্গ হইলে ব্রহ্মবস্তু স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তাহাই (স্বপ্রকাশই) তাঁহার সাক্ষাৎকার। তাহাতে আর ইন্দ্রিয়বৃত্তির প্রয়োজন কি? যিনি মুমুক্ষু (মন) তিনি শমদমাদি শাসনবলে কেবল সাত্ত্বিক অবিদ্যাংশরূপে পরিণত হইয়া ক্রমে সৎশাস্ত্র, সৎসঙ্গ, সদ্গুরুনামক সাত্ত্বিক অবিদ্যাংশের সাহায্যে বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক অবিদ্যাংশ যে ব্রহ্মাকারিত বৃত্তিপরম্পরা তদ্দ্বারা রজক যেমন মল দ্বারা (ছাগবিষ্ঠাদি) বস্ত্রের মল ক্ষালন করে সেইরূপ আপন অবিদ্যাংশ ক্ষালন করিয়া পূর্ণব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করেন। কাকতালীয়ন্যায়ে সৌভাগ্যবশতঃ পূর্ণব্রহ্মাকারাবৃত্তি দ্বারা অবিদ্যার ক্ষয় হইয়া গেলে আত্মা যে আপনি আপনাকে

দেখেন অর্থাৎ প্রকাশ করেন ইহা তাঁহার নিশ্চিত স্বভাব। শিশু যেমন হস্তে অঙ্গার ঘর্ষণ করিয়া প্রথমে হস্ত মলিন করিয়া পরে তাহা ধুইয়া ফেলিলে হস্ত আপনিই নির্ম্মল হইয়া যায় সেইরূপ শাস্ত্রসৎসঙ্গাদি অবিদ্যাংশ দ্বারা অবিদ্যাংশ বিচার করিলে সাত্ত্বিক তামসিক উভয় অবিদ্যাংশই বিনষ্ট হয়। কেবল স্বপ্রকাশ আত্মা নির্ম্মল হইয়া প্রকাশ পান। আত্মাই আত্মার দ্বারা আত্মার বিচার করেন, দর্শন করেন, পরে সেই আত্মাই হইয়া থাকেন; ইহাতে অবিদ্যার (জড়বুদ্ধির) প্রয়োজন নাই; সুতরাং অবিদ্যার যে ক্ষয় তাহা বিদ্বদ্‌গণের অনুভবসিদ্ধ, যতদিন এই অবিদ্যারূপ নানাবস্তু থাকিবে ততদিন আত্মাকে অবগত হওয়া যায় না; (আত্মার প্রকাশই জীবন্মুক্তি) গুরুপ-দেশাদি আত্মজ্ঞানের কারণ নহে। যিনি গুরুর উপদেশে আত্মজ্ঞান লাভ করিবেন তিনিও ইন্দ্রিয়ঘটিত পূর্য্যষ্টকসম; কিন্তু পরব্রহ্ম এসকলের অতীত, সেই ব্রহ্ম নিখিল ইন্দ্রিয়ের ক্ষয় হইলে তবে প্রকাশিত হন; সুতরাং গুরু কিরূপে তত্ত্বজ্ঞানের কারণ হইবেন? যাহার অবর্ত্তমানে যে বস্তু লাভ করা যায় তাহা বিদ্যমানে কিরূপে পাওয়া যাইবে? হে দ্বিজ! গুরূপদেশাদি আত্মজ্ঞানের কারণ না হইলেও অপরের উপদেশে বিস্মৃত নিজ-কণ্ঠস্থিত হারলাভের ন্যায় আত্মজ্ঞানের সাধক বলিয়া তাহার কারণ বলা হইয়াছে, জীবন্মুক্ত গুরুর দ্বারা শিষ্য ইন্দ্রিয় জয় করিয়া জীবন্মুক্ত হইতে পারে। শিষ্যের অজ্ঞান বিনাশের জন্যই, গুরুউপদেশ প্রয়োজন হয়, তৎপ্রয়োজন সাধিত হইলে

আত্মা অনির্দ্দেশ্য এবং অদৃশ্য হইলেও নিজেই প্রসন্ন হন। শাস্ত্রার্থের দ্বারা আত্মবোধ লাভ করা যায় না গুরুবাক্যেও নহে। আত্মা নিজেই বুদ্ধ হন। নিজবোধই আত্মার স্বভাব অথচ গুরু উপদেশও শাস্ত্রার্থ বিচার না হইলে আত্মবোধের প্রবৃত্তি হইবে না ; একারণে আত্মজ্ঞানের প্রকাশের জন্য গুরু উপদেশ ও শাস্ত্রার্থ বিচারের সহিত ইহার সম্পর্ক আছে। গুরু ও শাস্ত্রার্থের সহিত শিষ্যের চিরসংযোগ ঘটিলেই দিবসে জনব্যবহারের ন্যায় আত্মজ্ঞান সাধিত হইয়া থাকে। কর্ম্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রভৃতি ও সুখ দুঃখ প্রভৃতি ক্ষয় হইলেই অবশেষিত যে আত্মা তিনি "শিবতৎসৎ" ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। যথায় বাধকালে জগতের অসত্তা ও আরোপদশায় জগতের সত্তা স্থিরিকৃত হয়, আকাশ অপেক্ষাও নির্ম্মল সেই অধিষ্ঠানতত্ত্বই অনন্ত এবং সৎশব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্রপ্রমুখ লোকপালগণ যাঁহার সত্ত্বগুণের সাত্ত্বিক অবিদ্যাংশ তাঁহারা, এবং যাঁহারা স্বরূপে সম্পূর্ণরূপে বিশ্রান্ত হন নাই বলিয়া অনুবিদ্যায় অর্থাৎ বিশুদ্ধ কিঞ্চিন্মাত্র অবিদ্যাংশে অবস্থিত সেই সুপণ্ডিতগণ অধিকারীদিগের মুক্তি সম্পাদনের ইচ্ছায় মুক্তির উপাসকদিগের তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত বেদপুরাণাদি অর্থের সুমীমাংসার জন্য একাগ্র হইয়া নামরূপবিহীন এই ঈশ্বরের "চিৎ", "ব্রহ্ম", "শিব", "আত্মা", "ঈশ", "পরমাত্মা", "ঈশ্বর" ইত্যাদি বিভিন্নসংজ্ঞা কল্পনা করিয়াছেন। হে বশিষ্ঠ ! এই আত্মতত্ত্ব এইরূপে জগৎতত্ত্ব (জগদারোপের অধিষ্ঠান)

বলিয়া (সর্ব্বদা সর্ব্বভাবে নির্ব্বাহক বলিয়া) শিবনাম স্বতত্ত্ব ইহাই ব্রহ্মসুখ স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত হও। ইহার পরে এই সর্গের পূর্য্যষ্টক ধারণ করিয়া ব্রহ্ম আতিবাহিক দেহ দ্বারা পঞ্চতন্মাত্রা আশ্রয় করিয়া যে জীবভাব ধারণ করেন সেই বিষয় লিখিত আছে।”

“ঐ পূর্ব্বোক্ত অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত বশিষ্ঠগীতা,যোঃ বাঃ নিঃ পূঃ উনষষ্ঠিতম সর্গঃ—বশিষ্ঠ কহিলেন, রাঘব ! তুমিও অর্জ্জুনের ন্যায় কলুশনাশিনী দৃষ্টি আশ্রয় করিয়া নিঃসঙ্গরূপ সন্ন্যাস (সর্ব্বত্যাগ) ও ব্রহ্মার্পণ দ্বারা সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মাত্মা হইয়া অবস্থিতি কর। যিনি সকল বস্তুর আধার যাহা হইতে সকল বস্তু উৎপন্ন, সংহারকালে সকল বস্তু যৎস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সর্ব্বকালেও যিনি তন্ময় হইয়া বর্ত্তমান ও যিনিই সর্ব্বময়, তিনিই নিত্য পরমাত্মা জানিবে। সর্ব্বপ্রপঞ্চের বহির্ভূত বলিয়া তিনিও দূরে থাকেন এবং তদন্তর্গত বলিয়া সর্ব্বদা সেই আত্মা নিকটেও থাকেন ; অতএব তিনি দূরে ও নিকটে সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান। আকাশের ন্যায় তিনি সর্ব্বব্যাপী হইয়াও জাতির ন্যায় কেবল সেই সেই বস্তুতে পর্য্যাপ্তমাত্র ; অতএব এইরূপে সকলই সেই এক আত্মা, অন্য কিছুই নাই জানিবে ; সুতরাং পরিচ্ছিন্নস্বরূপে তুমিও সেই আত্মায় অবস্থিতি করিতেছ ; তৎসত্তায়ই তোমারও সত্তা বুঝা যায়। অতএব কি পরিচ্ছিন্নভাবে কি অপরিচ্ছিন্নভাবে সর্ব্বদা তুমি সেই আত্মাই হইতেছ ও তাহাতেই রহিয়াছ ; ইহা বুঝিয়া তুমি সংশয় পরিত্যাগপূর্ব্বক তন্নিষ্ঠ ও

তন্ময়তা অবলম্বনপূর্ব্বক তুমিই সেই অপরিচ্ছিন্ন আত্মা ইহা মনে ধারণা কর। বিচার না করিলে সকল জগতস্বভাবই সুন্দর বলিয়া বোধ হয়, পরমাত্মবিকল্পও তাদৃশ জানিবে। উহার বাস্তবিকই বিদ্যমানতা নাই, বিচার করিলে উহার কিছুই থাকে না সকলই বিগলিত হয়। যাহার মন সম অপেক্ষা সম-ব্রহ্মে অবস্থিত হইয়া ক্ষয় বৃদ্ধি রহিত হইয়াছে সেই মহাত্মার অন্তরে সর্ব্বদা ব্রাহ্মী স্থিতি উদয়াস্ত রহিত হইয়া বিরাজ করি-তেছে জানিবে। যাহার চিত্তে আকাশের ন্যায় শূন্যতা উদয় হইয়াছে সেই মহাত্মাই ব্রহ্মময় হইতে পারিয়াছেন।

সেই আদর্শ পুরুষের ব্যবহার নিষ্ঠা থাকিলেও ঈষৎমাত্রও হৃদয়ে মানাপমানাদি দুঃখ প্রভৃতি ক্ষোভ (বিকার) জন্মে না। সেই পুরুষই মুক্তি পাইয়া থাকে জানিবে। যেরূপ দর্পণে লোকের ক্রিয়া প্রতিবিম্বিত হইলেও দর্পণের কোনরূপ অন্যথা-ভাব ঘটে না, দর্পণের যেমন বৈচিত্র সেইরূপই থাকে সেইপ্রকার ঐ চিন্মণিদর্পণে সকল জাগতিক ব্যবহার প্রতিবিম্বগত জানিবে। তাহাতে প্রতিবিম্বের ন্যায় চিন্মণির কোন বিকার বা চেষ্টা নাই। তাহাতে এই জগৎ যেরূপভাবে বা যে ব্যবহারময় হইয়া অবস্থিত সেই অবস্থাতেই প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। চিন্মণির নির্ম্মলতা-প্রযুক্ত তাহার অণুমাত্রও ভেদবিপর্য্যয় ঘটে নাই। তাহাতে ঐ চিত্তচমৎকৃতির জ্ঞান আর হইতেছে না, উহাই "সক্রিয় জগৎ" এইরূপে অবভাস (প্রতীতি) হইতেছে এজগতে একত্বও নাই দ্বিত্বও নাই; এই নিখিল বৈচিত্রময় বাচ্যবাচক শিষ্য শিষ্যের

ইচ্ছা ও চেষ্টা, গুরু ও গুরুর বাক্য ও ব্যাখ্যা কল্পনা, আমার আদেশ ও তোমার প্রতি আমার উপদেশ সমস্তই সেই চিন্ময় জানিবে। ঐ "চিৎ" স্বয়ং স্বীয় চিৎস্বরূপেই বিবর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ঐ চিৎতত্ত্বের পরিস্পন্দন অর্থাৎ (বিবর্ত্তই) সংসার। ঐ চিৎস্বরূপের স্পন্দন অভাবই শ্রুত্যুক্ত পরমপদ। যখন ঐ চিৎস্বরূপের স্পন্দন প্রশান্ত (নিবৃত্ত) হইবে তখন ঐ সংসারের শান্তি অর্থাৎ নিবৃত্তি হইবে। তোমার এই চিত্ত তখন অপরিচ্ছিন্ন মহাচিত্তে পরিণত হইবে। তখন এই অংশভাবে (অর্থাৎ জীবজগৎ ইত্যাদিরূপ এক দেশ) জীবেরও নাশ হইবে। সেই অংশভাবের বিলয়ই পরম পুরুষার্থ ও তাহাই বাসনাক্ষয়। যতক্ষণপর্য্যন্ত এই অনাত্ম জগদাকারে যথার্থবুদ্ধি তাবৎকাল পর্য্যন্তই এসংসার সৎস্বরূপে বর্ত্তমান থাকে আর সেই অনাত্ম জগৎকে যথার্থরূপে না ভাবিলেই তাহার লয় হয়। যখন ঐ সংসার সেই স্পন্দন রহিত চিন্মাত্র হইল তখন উহা সেই নিস্পন্দ চিৎস্বরূপে পর্য্যবসিত অতএব ঐ চিৎস্পন্দনই এই মাতৃমানাদি-সরূপ, সংসারচক্র প্রবাহ বলিয়া জ্ঞানীগণ বিদিত। স্পন্দ-শূন্যতাই চিত্তত্ত্বের জড়েতর পরমস্বরূপ চিন্মাত্রই জানিবে। চিৎস্বরূপে যে পরিস্পন্দন তাহাই চিত্ত। চিত্তের অবোধ (অজ্ঞানই) সংসারে পরিণত হয়। অবোধমাত্রেই ঐ চিৎস্পন্দন কটকের ন্যায় ঐ চিৎস্বরূপ হইতে প্রকাশ পায়। বোধ উদয় হইলে তাহা শুদ্ধ চিৎস্বরূপে পর্য্যবসিত হয়। চিৎস্পন্দ যাহা সংসারে পরিণত হয় তাহা চিৎস্বরূপ হইতে পৃথক নহে।

আত্মতত্ত্ববোধমাত্রেই ভোগ বাসনার ক্ষয় হইয়া থাকে। ভোগবাসনা ক্ষয় হইলে সহজসিদ্ধ ভোগেরও যে চিন্তা তাহার পরিত্যাগই জীবন্মুক্তের লক্ষণ। সঙ্কল্পত্যাগের ইহাই উপায় যে বিবেকের আশ্রয় লইয়া নিজকৃত সঙ্কল্পে ইহা আমার সঙ্কল্পিত ইহা নহে ইত্যাদি বিভাগ পরিহার করিতে পারিলেই সঙ্কল্প উদিত হইয়াও বাহিরে কোন ক্রিয়া করিতে না পারায় ব্যর্থ হইয়া নষ্ট হইয়া যায়।

অতএব সেই সঙ্কল্পই অসঙ্কল্প তাহাই স্পন্দশূন্য সঙ্কল্প, তাহা হইলে সমস্তই অবারিত হয়, সমস্তই অসঙ্কল্প এবং সমস্তই অস্পন্দ তাড়িত হইয়া যায়। ঐ চিৎতত্ত্বকর্ত্তৃক স্পন্দের ও স্পন্দময় বায়ুর ক্ষয় সাধিত হইলে একমাত্র নিস্পন্দ চিদ্‌ঘনই অবশেষে বর্ত্তমান থাকে। সংসারও ঐ স্পন্দাদিময়, সুতরাং স্পন্দাদির ক্ষয়ের সহিত তাহারও ক্ষয় সাধিত হয়। আর তখন সংসার থাকে না। চিৎস্পন্দ চিৎস্বরূপেরই তেজঃপ্রকাশমাত্র ইহা বুঝিতে পারিলে চিৎব্যতিরিক্ত আর কিছুই থাকে না। ইহাতেও সংসারনিবৃত্তি ঘটে। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী জীবন্মুক্ত তাঁহাদের এই দৃশ্য জগৎকে স্বপ্ন বলিয়া প্রমাণ হয়। অতএব তাঁহারা এই দৃশ্যময় দীর্ঘস্বপ্নে অন্য ক্ষুদ্র স্বপ্ন প্রাপ্ত হইয়া চাঞ্চল্যাদিভ্রমরূপে আর মোহাভিভূত হন না। তাঁহারা বুঝিতে পারেন এ সমস্ত আত্ম-সংবিদেরই পরিণাম।”

ঐ অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত, যোঃ বাঃ নিঃ পুঃ ৩০ সর্গঃ—
“পরমাকাশরূপী ব্রহ্মই পরমদেব বলিয়া কীর্ত্তিত হন। এই

দেবের পূজাতেই সকল অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মলাভ করা যায়; এই দেবে সমুদায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই পরমদেবের অর্চ্চনায় পুষ্পধূপাদির প্রয়োজন হয় না।

তত্ত্বজ্ঞান ও শমদমাদি গুণের অসদ্ভাব হওয়াতেই লোকে মিথ্যাকল্পিত পুষ্পধূপাদি উপচার দ্বারা আকৃতি কল্পনা করিয়া দেবের পূজা করিয়া থাকে। এই যে পুষ্পধূপাদিরদ্বারা পূজা, ইহা বালকের বুদ্ধিকল্পিত পূজা, যে পূজা ভবাদৃশ তত্ত্বজ্ঞানীদিগের সমুচিত তাহা বলিতেছি। হে পরমবুদ্ধিমন্! যে দেবের কথা বলিলাম ঐ দেব আমাদিগেরও আদি, উনিই ত্রিভুবনের আধার পরমাত্মা, অন্য কেহ নহে, উনি ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র হইতেও অতীত, উনি সমুদয় সঙ্কল্পের আধার, উনি শিব সর্ব্বময়, অথচ সর্ব্ব নহেন; উনি দিক্ কাল প্রভৃতির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন। চিণ্ময়মূর্ত্তি ব্রহ্মই নির্ম্মল দেবশব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। ঐ সংবিৎ সর্ব্বকালাতীত, সকল পদার্থের অভ্যন্তরে অবস্থিত সকলের সত্তাপ্রদ এবং সকলের সত্তা অপহারী, (অর্থাৎ তাঁহার সত্তায় সকলের সত্তা; তাঁহার সত্তা না থাকিলে সমস্তই অসত্য হইয়া যায়) এই ব্রহ্মই দেবশব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। উঁহার একটী নাম পরমাত্মা, আর একটী নাম "ওঁতৎসৎ" ঐ আত্মা মহাসত্তাস্বভাবে সর্ব্বত্র সমভাবাপন্ন, উঁহাকেই মহাচিৎ বলা হয়, উনিই পরমার্থ শব্দে অভিহিত হন। যেমন লতার মধ্যে রস রহিয়াছে সেইরূপ ঐ চিৎতত্ত্ব সত্তা সামান্যরূপে ও মহাসত্তারূপে সর্ব্বত্র অনুস্যূত রহিয়াছেন। হে অনঘ! তোমার যে চিত্তত্ত্ব,

তদীয় পত্নী অরুন্ধতীর যে চিত্তত্ত্ব, পার্ব্বতীর যে চিত্তত্ত্ব, মদীয়গণের যে চিত্তত্ত্বই আমার যে চিত্তত্ত্ব এবং সমস্ত জগতের যে চিত্তত্ত্ব, উত্তমবুদ্ধি তত্ত্ববিদ্‌গণ ঐ সমস্ত চিত্তত্ত্বকেই দেব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ঐ চিত্তত্ত্বই সর্ব্বময় দেব অহংরূপী, ঐ চিত্তত্ত্ব হইতে সমুদায় লাভ করা যায়। বিচিত্র চেষ্টাযুক্ত এই দেহপুরী তাঁহার স্বরূপে নিবদ্ধ হইয়াই প্রকাশিত রহিয়াছে। তিনি এই পুরীমধ্যে অবস্থান করিতেছেন তিনি এই পুরীগৃহ-মধ্যবর্ত্তী গহন অন্নময়াদি বাহ্যকোষসমন্বিত বুদ্ধিরূপ গুহার মধ্যে গুহেশ্বর হইয়া রহিয়াছেন। শিষ্যদিগকে উপদেশ দিবার জন্যই মনোরূপ ষষ্ঠেন্দ্রিয়েরও অতীত সেই নির্ম্মল আত্মার "চিৎ" এই সংজ্ঞা কল্পিত হইয়াছে, সেই অতি নির্ম্মলা চিৎ, বসন্ত যেমন সরস-ভাব প্রদান করিয়া তরুরাজিকে রঞ্জিত করে তদ্রূপ জগৎ সিদ্ধির জন্য এই জগতের কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। বসন্ত ঋতু যেমন আপনার ইচ্ছা না থাকিলেও আপনার স্বভাববশতঃ তরুলতার অঙ্কুর উৎপাদন করে তদ্রূপ চিদাত্মা নিরিচ্ছ হইলেও স্বভাবতই এই জগৎলক্ষ্মী বিস্তার করিতেছেন।"

ঐ অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত, ষষ্ঠ যর্গঃ—নিঃ পৃঃ যোঃ বাঃ—"যে অজ্ঞানী এই বিনশ্বর দেহকে (জগৎপ্রপঞ্চকেই) আত্মভাবে দেখে ইহাই সৎ ইহাই সার বলিয়া বিবেচনা করে তাহাকে তাহার ইন্দ্রিয়গণই প্রবল শত্রু হইয়া ক্রোধসহকারে পরাভব করে, সংসারে থাকিয়াও যাহার অন্তঃকরণ সাংসারিক বস্তুপরম্পরা

(অনিত্য বলিয়া) কুৎসা ব্যতীত স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হয় না সে কেন এই দুঃখপ্রদ শরীরকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিবে, দেখ শরীরের সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই আত্মার সহিতও শরীরের কোনও সম্পর্ক নাই। আত্মা আর শরীর সাধারণচক্ষে আলোক আর অন্ধকারের ন্যায় পরস্পর বিভিন্ন পদার্থ। এই আত্মা অবিকারী, অখিল সংসারের বিকারেও ইনি অবিকৃতই থাকেন, ইনি সংসারের সহিত কোন সম্পর্ক রাখেন না। এই নিত্যৈশ্বর্য্যশালী আত্মার বিনাশ নাই .ইঁহার উদয় নাই, ইনি নিত্য বিরাজমান। আর এই শরীর এ তো প্রস্তর এ জড় এ চৈতন্যশূন্য ; সংসারে আসিয়া দেখিতে পাও শরীরই সমস্ত কার্য্য করে কিন্তু নিজে ত বিনাশশীল, বিলীন হইয়া কোথায় চলিয়া যায়, শেষে ইহার কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয় আত্মায় অতএব এ অতি কৃতঘ্ন। এই ক্ষয়শীল তুচ্ছ কৃতঘ্ন শরীরের যাহা হইবার তাহা হউক ইহাতে কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আত্মা আর শরীর পরস্পর পরস্পারে অনাসক্ত ; সুতরাং উভয়ের মিলন অসম্ভব। পদ্ম জলে জন্মে বটে কিন্তু জলের সহিত ফুটন্ত পদ্মের যেমন কোন সম্পর্ক নাই তদ্বৎ শরীরের সহিত সাধারণ দর্শনে শরীরাশ্রয়ী আত্মারও কোন সম্পর্ক নাই। দেহ জরাগ্রস্ত হয়, বিনষ্ট হয়, বিপন্ন হয়, সুখী হয় দুঃখী হয়, কিন্তু তাহার সে দশাবিপর্য্যয় আত্মার অঙ্গস্পর্শও করিতে পারে না। সে তাহার সহিত মিশিয়া থাকে কিন্তু তাহার স্বভাবের সহিত মিশ্রিত হয় না। দেহী নিত্য অবিনশ্বর,

শুধু অজ্ঞানবিলসিত দেহই বিনাশ পাইতেছে। অজ্ঞানে পড়িয়া আমরা যেমন অন্ধকার আর প্রদীপের (আলোকের) অদ্বিতীয় সত্তাকে পৃথক্ পৃথক্ সত্তাবোধ করি সেইরূপ সম্যক দর্শনের অভাব হেতু দেহী ও দেহের যথার্থ্য সম্যক্‌রূপে বুঝিয়া উঠিতে পারি না, দেহের দশা বিপর্য্যয় অনুভব করি, এক অজ্ঞানই নানাবিধ আপদের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক হয়। এই আত্মবিশিষ্ট শঠদেহকে যে আত্মসংশ্লিষ্ট বলিয়া বিবেচনা করে সেই শরীর ধনদারাদিতে পরম আস্থাবান মূঢ়ের দুঃখ কদাচ প্রশমিত হয় না। যে দুর্ম্মতি এই জাগতিক বস্তুপরম্পরার সম্যক্ দর্শনে অন্ধ, সুতরাং যাহার বুদ্ধি কুভাবে পরিপূর্ণ তাহার অসৎবোধময়ী মায়া কোনরূপেই বিনষ্ট হইবে না। মূর্খের হৃদয় ও মৃত্তিকার ন্যায় অসাড়, তাই তাহাতে কোমলপল্লবা বিষলতারূপিনী অঙ্গনা বিলাসময়ী হইয়া শোভা পাইয়া থাকে। সে লতায় অঙ্গনার চঞ্চলনয়নই চঞ্চল ভ্রমরী, সে ভ্রমরীর মোহকর বিলাসে তাহারা সর্ব্বদাই চঞ্চল, তাহাদিগের স্ফুরিত অধরই নবপল্লব, মূর্খ ইহা দেখে আর মোহিত হইয়া যায়।”

ঐ অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত যোঃ বাঃ নিঃ পূঃ ২৮ সর্গ—“রাম বশিষ্ঠদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি ভুষণ্ডচরিত কীর্ত্তন প্রসঙ্গে এই যে মাংস চর্ম্ম অস্থির দ্বারা নির্ম্মিত শরীর গৃহের কথা বলিলেন উহা কাহার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত? কোথা হইতে উৎপন্ন? কিরূপেই বা স্থিতিমান্ হইল? উহার অধিবাসীই বা কে? ইহা আমার নিকট বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন হে রাঘব! তোমাকে পরমার্থ বুঝাইবার নিমিত্ত তোমার দোষ সমূহের নিরাকরণার্থ তোমার কথিত প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তর বলিতেছি শ্রবণ কর। হে রাম! এই যে শরীর গৃহের কথা বলিয়াছি অস্থি যাহার স্থূল, (থাম, খুঁটি) রক্ত মাংস দ্বারা যাহা বিলেপিত, নয়টা দ্বারে যাহা সুশোভিত, সেই শরীর গৃহ কাহারও দ্বারা নির্ম্মিত নহে। বাস্তবিক উহা নির্ম্মিত নহে নির্ম্মাণের আভাসমাত্র। উহা ঐরূপ প্রতীয়মান হয় মাত্র। উহা দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় সদসদাত্মক, অর্থাৎ ভ্রান্ত মূঢ় ব্যক্তির নিকটে সৎ, তত্ত্বজ্ঞানীর চক্ষে অসৎ। জল প্রতিবিম্বিত চন্দ্র যেমন দ্বিতীয় আর একটা চন্দ্র বলিয়া বোধ হয়, বাস্তকিব কিন্তু তাহা নহে, চন্দ্র একই জলমধ্যে তাহার প্রতিবিম্ব, এই দেহও তদ্রূপ প্রতীয়মান মাত্র। যখন দেহজ্ঞান থাকে তখন উহা অবস্থিত (সত্য বলিয়া বোধ) হয়, সুতরাং অসৎ হইলেও তৎকালে উহা সৎ হইয়া উঠে, এই জন্য উহাকে সদসদাত্মক বলা হইয়াছে। স্বপ্নদর্শনকালে স্বপ্ন সত্য বলিয়া বোধহয়; অন্য সময়ে (জাগ্রত অবস্থায়) উহা মিথ্যা। বুদ্‌বুদ্ বুদবুদ্‌সত্ত্বে সত্য বলিয়া বোধ হয়, যখন বিলীন হইয়া যায় ;তখন মিথ্যা এই দেহও সেইরূপ প্রতীতি সত্ত্বে সত্য হয় অন্য সময়ে অর্থাৎ যখন বিশুদ্ধ আত্মাই দৃষ্ট হন, তখন মিথ্যা হইয়া যায়।

মরীচিকা সলিল ও ভ্রান্ত প্রতীতিসত্ত্বে যথার্থ সলিল বলিয়া বোধ হয়, অন্যসময়ে মিথ্যা হইয়া যায়, দেহ প্রতীতিকালে সৎ,

অন্য সময়ে অসৎ। এই দেহ মাত্র আভাস স্বরূপ, ইহা এইরূপে প্রতীয়মান হয় মাত্র। "এই দেহই আমি" এইরূপ দেহাকার মননই দেহ। ফলতঃ তুমি "এই মাংসাস্থিময় দেহই আমি" ইত্যাকার ভ্রান্তিবিলাস পরিত্যাগ কর; ভ্রান্তিবিলসিত এই দেহ এক কেন? সঙ্কল্প বলে এই দেহ যে কত সহস্র উৎপন্ন হইতেছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না; ফলতঃ তুমি কোন দেহকে "আমি বলিবে?" তোমার সঙ্কল্পিত দেহত অসংখ্য। হে রাম! তুমি সুখশয্যায় শয়ান হইয়া যে স্বপ্নময় শরীরের দিকতটে পরিভ্রমণ কর, তোমার সে দেহ কোথায়? তুমি জাগ্রদবস্থায় মনোরাজ্যে, যে দেহে স্বর্গপুরী মধ্যে বা সুমেরু পর্ব্বতে পরিভ্রমণ কর সে দেহ তোমার কোথায়? স্বপ্নকালে ও আবার যে স্বপ্ন হয় সেই স্বপ্নে যে দেহে তুমি মহীমণ্ডলে ভ্রমণ কর তোমার সে দেহ কোথায়? তুমি মনোরাজ্য মধ্যে আবার মনোরাজ্য লাভ করিয়া তাহাতে যে দেহে মহাবিভব সম্পন্ন প্রদেশে ভ্রমণ কর সে দেহ তোমার কোথায়? তুমি মনোরাজ্যে থাকিয়া যে যে দেহে বিচিত্র জগৎ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাক তোমার সে দেহ সমুদায় কোথায় হে রাম! তুমি যে দেহে সঙ্কল্পময়ী অনুরাগিনী বিলাসিনী কান্তাসম্ভোগে সুখলাভকর তোমার সে দেহ কোথায়? হে রাম! তোমার এই যে দেহগুলির কথা বলিলাম এই সমস্ত দেহ যেমন মনের কল্পিত ও অসত্য, তোমার এই মাংসাস্থিময় দেহও সেইরূপ মনেরই কল্পিত জানিবে। এই স্বপ্ন, এই দেহ, এই দেশ ইত্যাকার যে বিভ্রম তাহা চিত্তবীর্য্যরূপ সঙ্কল্প, সেই

সঙ্কল্পেরই বিলাস, হে রঘুনন্দন ! তুমি এই সংসারকে দীর্ঘস্বপ্ন, বা দীর্ঘচিত্তবিভ্রম অথবা দীর্ঘমনোরাজ্য বলিয়া জানিবে। পূর্ব্বে তোমার নিকট কমলযোনির উৎপত্তি যেমন মনেরই সঙ্কল্পভূত বলিয়াছি, সঙ্কল্প কল্পনাময় মনই আড়ম্বর সহকারে এইরূপ বিচিত্র রচনায় ব্যাপৃত রহিয়াছে বলিয়াছি, এই দেহও সেইরূপ মনেরই প্রতিভাস জানিবে। বাসনার আধিক্যে দেহের সংঘটন যেরূপ ধারাবাহিক হইয়া আসিতেছে ও যেরূপে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, পরেও দেহ সেইরূপভাবে সংঘটিত দেখা গিয়া থাকে। এই দেহাকৃতি বা জগদাকৃতি মহান সঙ্কল্প ইহা পৌরুষ সহকারে তত্ত্ববিচার করিলে (মনকে প্রত্যক মুখ করিয়া আত্মদর্শন করিতে গেলে) কেবল চিৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। হে রাম ! যদি উহার (উক্ত চিতির) অন্যথা ভাবনা কর, তবে উহা অন্যরূপই প্রতিপন্ন হইবে। "এই সেই আমি" "এই আমার সংসার" ইত্যাকার ভাবনায় উহা দেহ বা সংসার বলিয়াই বোধ হইবে। হে রাম ! যে প্রকারে ভাবনাকে দৃঢ় করা যায় তাহা সেই প্রকার সত্য বলিয়াই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। হে রাম ! তীব্রবেগে যাহা ভাবনা করা যাইবে, পরম প্রিয়তমা কামিনীর ন্যায় সর্ব্বত্রই তাহা তদ্রূপে ঝটিতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্বপ্নকালে যেমন (রাত্রিতেও) দিনব্যাপার দেখা যায় এবং স্বপ্ন ভাবনায় দিনব্যাপার যেমন অভ্যস্ত হইয়া সত্য হয়, ভাবনা বলে অভ্যস্ত এই সংসারও সেইরূপ সত্য বলিয়া লক্ষিত হয়। স্বপ্ন সময়ে যেমন শীঘ্র প্রধ্বংসীক্ষণ একদিনের ন্যায় দীর্ঘ বলিয়া

প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ সঙ্কল্পিত অল্পকালস্থিত এই সংসার দীর্ঘস্থায়ী, এমন কি নিত্য বলিয়া বোধ হয়। (মিথ্যা হইলেও) মরুভূমির আতপতপ্ত গগনে যেমন নদী সংদৃষ্ট হয়, সেইরূপ সঙ্কল্পবশে এই পৃথিবী বাস্তবিক অসতী হইলেও লক্ষিত হইতেছে। যেমন দৃষ্টি দোষে আকাশে ময়ূরপুচ্ছ দেখা যায় অর্থাৎ পুচ্ছের বিচিত্র বর্ণ লক্ষিত হয়,এই জগৎলক্ষ্মীও সেইরূপ ভ্রান্তিবশতঃ প্রতীয়মান হইতেছে। সম অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ দৃষ্টিতে আকাশে যেমন ময়ূর পুচ্ছ দেখা যায় না, সেইরূপ তত্ত্বদৃষ্টিতে ই জগৎলক্ষ্মীও প্রতীয়মান হয় না। আপনার মনোরাজ্যকল্পিত হস্তী ব্যাঘ্রাদি দেখিয়া ভীরুব্যক্তিও যেমন ভয়চকিত হয় না সেইরূপ সুধী নিজ সঙ্কল্পকল্পিত সংসারে কোনরূপ ভয় করেন না। যখন একমাত্র আত্মাই এইরূপ প্রতিভাস প্রাপ্ত হইয়াছেন, আত্মার, স্বভাবই যখন ঐরূপ তখন এই সংসারমার্গে থাকিয়া কে কি জন্য ভীত হইবে ? তবে সেই স্বভাবেরই কিঞ্চিৎ সংশোধন করা কে কি জন্য ভীত হইবে ? তবে সেই স্বভাবেরই কিঞ্চিৎ সংশোধন করা কর্ত্তব্য। কারণ স্বভাব বিশোধিত হইলে ও নির্ম্মল হইলে এ জগতে মোহ আর দৃষ্ট হয় না। আত্মার শোধনোপায় সম্যক্ জ্ঞানলাভ। সেই সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে সুবর্ণ যেমন তাম্রভাব প্রাপ্ত হয় না সেইরূপ আত্মা আর মল লিপ্ত হন না। এই জগৎ চৈতন্যের আভাসমাত্র ; সুতরাং ইহা অসৎ নহে সৎও নহে। এইরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া অন্যবিধ কল্পনা-ত্যাগ করার নামই সম্যক্‌জ্ঞানলাভ। চিদাভাস ব্যতিরেকে

জীবন মরণ জ্ঞান ও স্বর্গ এ সমুদয় কিছুই নহে, অর্থাৎ সমস্তই চিদাভাস চিৎপ্রভার, এইরূপ যে একতা তাহাই সম্যক্‌দৃষ্টি। "তুমি, আমি, সমস্ত সংসার ও তদাকার এই দিক্‌সমূহ সমস্তই আমা হইতে পৃথক্ নহে এই সমস্তই একমাত্র স্বপ্রকাশ আত্মস্বরূপ," এইপ্রকার দর্শনকেই বুধগণ সম্যক্‌দর্শন বলিয়া থাকেন। সদসদাত্মক্ (ব্রহ্ম ইহার উপাদান বলিয়া সৎ, আবার অসতী মায়াও ইহার উপাদান এজন্য অসৎ) এই সংসারে মন সম্যক্‌দৃষ্টি লাভ করিলে যথার্থ বাস্তব পদার্থ দর্শন করিতে কদাচ বিরত হয় না এবং কদাচ ভ্রমসঙ্কুল হইয়া উদিত হয় না।

সর্ব্বোত্তমপদে (ব্রহ্মপদে) অবস্থিত মুনি, নিখিল বাহ্যবস্তুতে বাধবশতঃ পরিশেষিত ব্রহ্মভাবই কেবল গ্রহণ করেন। যেমন তিতিরপক্ষী কুলায় নির্ম্মাণ করিবার জন্য তৃণের মূলদেশ হইতে কোমল তৃণ বাছিয়া লয়, তদ্রূপ ব্রহ্মবিৎ নিখিল বাহ্যবস্তুর মধ্য হইতে সারভাগ পরিশোধিত ব্রহ্মভাবই কেবল গ্রহণ করেন। সত্যস্বরূপ ব্রহ্মত্ব গ্রহণ করিবার জন্য এই অসার সংসারের অসারতা পরিত্যাগ করেন ; ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও আস্থা করেন না ; কারণ আস্থাই সর্ব্বনাশের মূল। যেমন উত্তম রজ্জুদ্বারা বলীবর্দ্দ শীঘ্রই বদ্ধ হয়, সেইরূপ আস্থাতেই জন্তু আবদ্ধ (আকৃষ্ট) হইয়া পড়ে। (আস্থা করিতে করিতে তাহাতে আকৃষ্ট ও আসক্ত হইয়া পড়ে) অতএব হে অনঘ তুমি বুদ্ধিবলে ইহাই (ব্রহ্মই,) দৃঢ়রূপে নিশ্চয় করিয়া আস্থাবিহীন হইয়া

বিহার কর। মহতী বুদ্ধির সাহায্যে অনায়াসে আস্থা ও অনাস্থা উভয়ই পরিত্যাগ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করিবে, যাহা অকর্ত্তব্য তাহা কদাচ করিবে না। যাহার নিকট এই জগৎ আভাস মাত্র বলিয়া বোধ হয় তিনি অন্তরে শীতলভাব ধারণ, করেনএই আভাস ব্রহ্ম চৈতন্যের প্রতিবিম্বমাত্র জানিবে। চিত্তের কল্পনা বিশেষে কলঙ্কিত ঐ আভাসমাত্রতাও পরিত্যাগ করিয়া আভাস বিহীন হইয়া অবস্থান কর ও নির্ম্মল নিত্য চিদাকাশ-ময় হইয়া থাক।

"আমি অহং নহি আমার এই ভোগ জাল ও সত্য নহে" ইত্যাকার চিন্তা করিতে থাকিলে এই বৃথা আড়ম্বর (জগৎ-প্রপঞ্চ) আর অনর্থ ঘটাইতে পারে না। "আমি সর্ব্বময় চিৎস্বরূপ" এইরূপ ভাবিতে পারিলে ঐ জগৎপ্রপঞ্চ আর অনর্থ-কারী হয় না। এই দ্বিবিধ চিন্তনোপায়ে যাহা বলা হইল তাহাই সত্য এইরূপ চিন্তনই পরম সিদ্ধিপ্রদ, এই উপায়দ্বয় মধ্যে একটীকেই মনোরম বলিয়া জানত তাহাই কর, যদি দুইটীকেই সাধু বলিয়া বিবেচনা কর তাহাই কর, তুমি এইরূপে বিহার করতঃ রাগ দ্বেষের ক্ষয় করিতে থাক। রাগদ্বেষের ক্ষয় হইলে সমস্তই লব্ধ হইয়া থাকে, রাগদ্বেষাদি দূষিত চিত্তবৃত্তিতে কোন গুণই থাকে না। যাঁহার মনে রাগ দ্বেষ ভুজঙ্গ প্রবেশ করে না তাঁহার নিকট সকল বস্তুই পাওয়া যায়। ধন, বন্ধু, মিত্র এ সমুদয় নশ্বর, ইহা আসিতেছে ও যাইতেছে, বুদ্ধিমান মানবের ইহাতে অনুরাগই বা কি ? আর বিরাগই বা কি ? অর্থাৎ

উপেক্ষাই শোভা পায়। পরমেশ্বরী-মায়াই সমস্ত সংসার রচনা করিয়া ভোগলোলুপ ব্যক্তিকে পাতিত করিতেছে। এই জগতে এমন কোন বস্তু নাই যাহা সত্য, একমাত্র আত্মাই সত্য, যাহার আদিতে অবসানে সত্তা নাই (যাহা অসৎ) মধ্যে তাহার কিরূপে সত্তা হইবে। তুমি এই যে সংসার দর্শন করিতেছ ইহা একটী দীর্ঘ স্বপ্নদৃষ্টপুরী বা বৃক্ষ ; অজ্ঞান নিদ্রায় আক্রান্ত হইলে এই স্বপ্ন দেখা যায়। তুমি এই বিশাল অজ্ঞাননিদ্রা পরিত্যাগ কর তুমি প্রভাত কালীন পদ্মের ন্যায় প্রবুদ্ধ হও, প্রবুদ্ধ হইয়া সুর্য্যের ন্যায় সর্ব্বদা উদিত নির্বিবকল্প চিদাভাস স্বীয় আত্মাকে সন্দর্শন কর। হে মহাবাহো ! প্রবুদ্ধ হও, প্রবুদ্ধ হও আমি তোমাকে বার-বারপ্রবোধিত করিতেছি। প্রবুদ্ধ হইয়া অনাময় আত্মদিবাকরকে অবলোকন কর। হে রাম ! আমি শীতল জ্ঞানবারি সিঞ্চন করিয়া তদীয় শব্দে (সুমধুর বাক্যে, পক্ষান্তরে জলসিঞ্চন শব্দে) তোমাকে বোধিত করিতেছি। হে রাঘব ! প্রবুদ্ধ হও পরম জ্ঞান লাভ কর, সত্যস্বরূপ দর্শন কর, অলীক জগৎভ্রম্ পরিত্যাগ কর। বাস্তবিক তোমার জন্মদুঃখ দোষ বা ভ্রান্তি কিছুই নাই, তুমি সমুদয় সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া আত্মাতে সুস্থির ভাবে অবস্থান কর। হে মহাত্মন্ তোমার নিখিল বিকল্পদোষজাল বিগলিত হইয়াছে, তুমি সুষুপ্ত ব্যক্তির ন্যায় সারবতী বিক্ষেপ শূন্য দৃষ্টি লাভ করিয়াছ। তুমি অতি বিশাল নিত্য ব্রহ্ম, তুমি পরম বিশুদ্ধি লাভ করিয়া শান্তিময় পরম ব্রহ্মে অবস্থান কর।”

ঊনত্রিংশসর্গ দেখ।

সংসক্তি বা সঙ্গ অসঙ্গ অসংসক্তি ইত্যাদি বিষয় উপশম প্রকরণ ৬৮ সর্গে আছে, "যোঃ বাঃ উপপ্রকরণ ৭৪ সর্গঃ—বশিষ্ঠ কহিলেন হে রাম! যেমন স্ত্রীপুত্রাদির মুখদর্শন না করিতে পারিলে মূঢ়গণের হৃদয়ে বিষাদ উপস্থিত হয়, তেমনি অজ্ঞদিগের আত্মা স্বস্বরূপ দেখিতে পান না বলিয়া কালক্রমে তাহাতে দেহের আরোপ হয় অর্থাৎ দেহভিমান জন্মায়, এবং সুরার কণামাত্রের আস্বাদনের ন্যায় সেই অভিমানবশে মিথ্যাস্বরূপিনী বিশালা রাগদ্বেষময়ী মদশক্তি আসিয়া থাকে। যেমন মরুস্থানে তীব্রসন্তাপ সম্পর্কে মিথ্যা সলিলের দর্শন হয় তদ্রূপ পরমাত্মার অন্যথাভাবসম্ভূতা সেই বিকারবতী রাগাদি শক্তির প্রভাবেই এই মিথ্যাভূত বিশ্বের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তদ্রূপ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়বর্গ ও বাসনাজাল এইরূপ কল্পিত ভিন্ন ভিন্ন নামে আত্মারই স্ফূর্ত্তি হইতেছে। চিত্ত ও অহঙ্কারের যে পার্থক্য তাহা শব্দেই আছে, বাস্তবিক দ্বিবিধ নহে; কারণ যিনিই চিত্ত তিনিই অহংকার, ও যিনিই অহঙ্কার তিনিই চিত্ত নামে কথিত। চিত্ত ও অহঙ্কারের ভেদ মিথ্যা কল্পিত জানিবে। চিত্তাহঙ্কারের মধ্যে একের অভাবে উভয়েরই অপাঁয় হয়। অতিতুচ্ছা মোক্ষ-বুদ্ধি ও বন্ধবুদ্ধিত্যাগ করিয়া নিজের বৈরাগ্য ও বিবেকের বলে মনের অস্তিত্ব দূর করিবে। আমার মুক্তি হউক এই চিন্তা অন্তরে হইলেই চিত্তের বিকাশ হয় এবং ঐ চিত্ত মননোৎসুক হইলে দোষকর বপুর সত্তা হইয়া থাকে। হে রাম! আত্মা

সর্ব্বাতীত হইলে কিম্বা সর্ব্বভূতে বিস্তার পাইলে কোথায় বা বন্ধ? আর মুক্তির সম্ভাবনাই বা কোথায়? সুতরাং মনেরই মূলোৎপাটন কর।

বায়ু স্পন্দনধর্ম্মী বলিয়াই যে সময় দেহমধ্যে চলিয়া থাকে তখনই হস্তপদ ও রসনাদিরূপ পল্লব শ্রেণীর স্ফুরণ হইয়া থাকে। যেমন বৃক্ষে বায়ু পল্লবনিচয়ের চালনা করিয়া থাকে তদ্রূপ শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া অঙ্গাদি সঞ্চালিত করে। কিন্তু চিৎশক্তি সর্ব্বব্যাপিণী অতি সূক্ষ্মা, স্বয়ং চঞ্চল হইয়াও কখনও কাহাকর্ত্তৃক চালিতা হন না। বায়ুসম্পর্কে সুমেরু গিরির ন্যায় কখনই স্বভাব হইতে বিচলিতা নহেন। স্বয়ং স্বস্বরূপে অবস্থিত ও সর্ব্ববস্তুর প্রতিবিম্ব তাহাতে প্রতিফলিত হইতেছে, দীপের ন্যায় জ্ঞানসম্পর্কে এই সংসারকে প্রকাশ করিতেছেন। হে রঘুনাথ! এইরূপে আত্মার সারূপ্য সিদ্ধ থাকিতে কেন মূঢ়মতিরা "এই আমি এই আমার অবয়ব" এইরূপে অকারণ মুগ্ধ হইয়া দুঃখ-ভোগ করে! তাহারা আপনাকে জ্ঞাতা ভোক্তা ও কর্ত্তা বলিয়া যে বুঝিয়া থাকে সে কেবল তাহাদের দেহাভিমানসম্ভূত ভ্রান্তি-দর্শনের কার্য্য, যেহেতু আমি আসিতেছি ভোজন করিব ও কার্য্য করিব এসমুদায় বাসনা মরুদেশে মৃগতৃষ্ণার ন্যায় বাস্তবিক দুঃখদায়িণী হয়।

হে রাম! এই মিথ্যাভিভূতা অজ্ঞতা, বিষয়তৃষ্ণায় ব্যাকুল মনোরূপ মত্ত হরিণকে মৃগতৃষ্ণার ন্যায় আপাত সত্যস্বরূপে প্রতীয়মানা হইয়াই আকর্ষণ করিতেছে, কিন্তু যখনই নিরবয়ব

বলিয়া মিথ্যাস্বরূপে জ্ঞাত হয় তখনই ব্রাহ্মণসভা হইতে চণ্ডাল-কন্যার ন্যায় মৃগতৃষ্ণা দূরে পলায়ন করে, কারণ মরীচিকা যেমন জ্ঞাতা হইলে আর মৃগকে আকর্ষণ করিতে পারে না সেইরূপ অবিদ্যাও বিশেষরূপে জ্ঞাতা হইলে কদাচ জীবকে আয়ত্ত করিতে পারে না। হে রাম! দীপসম্পর্কে অন্ধকারশ্রীর ন্যায় পরমার্থ-জ্ঞানোদয়ে বাসনাজাল সমূলে বিনষ্ট হয়, তখন আলোকের ন্যায় আত্মার প্রকাশ হয়, এবং শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা অবিদ্যার অভাব সিদ্ধ হইলে সন্তাপসম্পর্কে তুষারকণার ন্যায় অবিদ্যা ক্রমেই ধ্বংস পায়। এই জড়দেহের জন্য ভোগাদির কোনও প্রয়োজনই নাই, এই সিদ্ধান্তই সিংহকৃত মৃগবধের ন্যায় আশানিদান অজ্ঞানকে ধ্বংস করে। হে মহাভাগ! হৃদয় হইতে যদি আশারূপ বন্ধনের উচ্ছেদ হয়, তবেই পুরুষ সৌন্দর্য্যশালী হইয়া চন্দ্রের ন্যায় আহ্লাদময় হন। বৃষ্টি সম্পর্কে ধৌত পর্ব্বতের ন্যায় সুশীতল হন, লব্ধরাজ্য অবিবেকী দরিদ্রের মত পরম সন্তোষ লাভ করেন। শরৎকালীন আকাশের ন্যায় অসাধারণ শোভায় সুশোভিত হন, প্রলয়কালীন সাগরের ন্যায় আপনাতে আপনি অপরিসীম হন। বৃষ্টিশূন্য জলধরের ন্যায় উদ্যোগশূন্য থাকেন, প্রশান্ত সাগরের ন্যায় আত্মায় শান্তি লাভ করেন। হে রঘু-নাথ! সর্ব্বব্যাপারশূন্য ও সর্ব্ববাসনাবিহীন হইয়া সকল উপাধি ত্যাগ করিতে পারিলে জীবন্মুক্ত হওয়া যায়। নৈরাশ্য হইতে মন শীতলতা লাভ করে এজন্য নৈরাশ্য আশ্রয় কর, ঐ নৈরাশ্য স্বরূপ সুখ এজগতে কি বিষ্ণুতেও নাই। ইহা অন্য

যে কোন সুখ আছে তাহা হইতে উত্তম বলিয়া জানিও। পরম সন্তোষের একমাত্র আস্পদ এই নৈরাশ্যকেই অবলম্বন কর। এই বস্তু আমার হউক ও ইহা আমার না হউঁক এরূপ বাঞ্ছা যাহার হৃদয়ে না থাকে সে মহাত্মার সাধারণ জনেরা কিছুই পরিমাণ করিতে পারে না। আশা তোমার কেহ নহে তুমিও আশার কেহ নহ সুতরাং পরিবর্ত্তনশীল জগৎ তোমার মিথ্যা ভ্রম ভিন্ন কিছুই নহে, পণ্ডিতেরা জগতের আত্মস্বরূপেই অস্তিত্ব অবগত হইয়া কদাচ খেদ করেন না, যথার্থ বস্তুস্বরূপ দর্শন করিয়াই নৈরাশ্যকে লাভ করিয়া থাকেন। ভাবাভাবের বিকল্পত্যাগ করিয়া বস্তুস্বরূপ জ্ঞাত হইতে হয় তাহাতেই বিবেক জন্মিয়া থাকে। এই মহা বৈরাগ্যে যাহার মন সুদৃঢ় হয় তাহার নিকট হইতে সাংসারিক মোহিনী মায়া সুদূরে পলায়ন করে। আত্মতত্ত্বজ্ঞানী রাগদ্বেষাদিতে আকৃষ্ট হন না কারণ রাগ বা দ্বেষের সহিত তাঁহার স্পন্দনই হয় না, জীব বহিরাসক্ত থাকিলেও অন্তরে অনাসক্ত হইলেই জ্ঞানী হইলেন। দেহাতিরিক্ত আত্মাকে যিনি দেখিয়া থাকেন সেই বিবেকীজনের শরীর কর্ত্তিত হইলেও কিছুই কর্ত্তিত হয় না, সংসার বাসনাও নিজবুদ্ধিবিচারে দূর হইয়া থাকে।

স্ত্রীজাতিও ক্ষিত্যাদি পাঁচটী পদার্থমাত্রেই গঠিত, সুতরাং তাহাতে আর আস্থা কি। আত্মায় স্বরূপানন্দের অনুভব একবার হইলে আর কিছুতেই নষ্ট হয় না। তত্ত্বজ্ঞমহাত্মার বুদ্ধিকে কোন সাংসারিকভাব আকৃষ্ট করিতে পারে না যতদিন না তাঁহার

চিত্তের লয় হয় ততদিন তাঁহাকে সাংসারিক আনন্দ বা শোক কোনরূপেই আশ্রয় করিতে পারে না।

"আস্থা অনাস্থাকে ত্যাগ করিয়া সমতাকে আশ্রয় কর—"

যোঃ বাঃ উপ প্রঃ ৭৫ সর্গ—

সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বাত্মাতেই সর্ব্বস্বরূপে অবস্থান করিতেছেন সুতরাং স্বপ্নাবস্থায় অসম্ভাবিত বস্তুদর্শনের ন্যায় দেবযোনিতে মূঢ় আত্মার অসম্ভাবনা নাই, বিধিরবিধান বড়ই আশ্চর্য্য ও অসীম, উহার সন্নিবেশ কৌশলে সর্ব্বত্র সমুদায়ের সম্ভব হয়। ঐ বিধি,—দৈব ধাতা সর্ব্বেশ্বর শিব ও ঈশ্বর এই সমুদায় সংজ্ঞায় অভিহিত হন। তিনিই আমাদের আত্মা। সদসৎসংসারের পরিবর্ত্তন দর্শন করতঃ আনন্দশোক রাগদ্বেষাদির ব্যাপার ত্যাগ করিয়া সমতা অবলম্বন কর। সৎবস্তু অসতের ন্যায় ও অসৎবস্তু সতের ন্যায় এই সংসারে ভাসমান হয়; সুতরাং তত্তদ্বিষয়ে আস্থা ও অনাস্থা উভয়কেই ত্যাগ করিয়া সমতাকে আশ্রয় কর, কুশলাকাঙ্ক্ষী জীব সর্ব্বদা আত্মার অবলোকনে যত্ন করিবেন। যেহেতু আত্মার দর্শনেই সমুদায় দুঃখের উচ্ছেদ হইয়া থাকে। হে রাঘব! তুমিও বৈরাগ্যও বিবেক সম্পর্কে বুদ্ধির ধীরতা সম্পাদন করিয়া লোষ্ট্রে ও কাঞ্চনে তুল্যজ্ঞান রাখিয়া জীবন্মুক্ত হইয়া বিচরণ কর। এ সংসারে দেহধারীর দুইপ্রকার মুক্তি আছে, এক দেহতেই, অপর দেহ অপায় হইলে হয়। দেহ থাকিতে পদার্থে অনাসক্তি বশে যে মুক্তি হয় তাহাই সদেহ মুক্তি, শরীর ধ্বংসের

পর যাহা হয় উহাকে বিদেহ মুক্তি কহে। মমতাক্ষয়কেই শ্রেষ্ঠ মুক্তি বলা যায়, এই মুক্তি দেহের সত্তাতেও নাশেতে হয়, ঐরূপ বাসনাশূন্য হইয়া যিনি বাঁচিয়া থাকেন তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে। মমতাবদ্ধ হইয়াও জীবদ্দশায় একপ্রকার তৃতীয়া মুক্তি হয়। এই সমুদয় মুক্তির জন্য যুক্তিপূর্ব্বক যত্ন দ্বারাই যত্ন পাইবে। যত্ন আদর না করিলে কেবল দুঃখের জন্য মোহ আসিয়া আশ্রয় করেও নিজ আত্মা ক্রমশঃ পরাধীন হইয়া থাকে। আত্মার চিরন্তন সিদ্ধির জন্য যত্নশীল মানসে বিশিষ্ট ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক স্বয়ং আপনাকে বিচার কর। বুদ্ধদেব ও আর আর মহাত্মারা যে নিত্যধামলাভ ও নিত্যানন্দ অনুভব করিয়াছিলেন সে সকলই যত্নরূপ কল্পবৃক্ষের সুফল মাত্র জানিবে।"

ঐ অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত।

যোঃ বাঃ উপ প্রঃ ৭৬ সর্গ, "জীবন্মুক্তিস্বরূপবর্ণনম্ ঃ—" ব্রহ্মের স্বরূপ অজ্ঞাত হইলেই এই মিথ্যা সংসারের বিকাশ পায় ও অবিবেক বলে দৃঢ় হইয়া থাকে এবং বিবেক উপস্থিত হইলেই উহা উপশান্ত হয়। এই জগতের স্থিতি বিষয়ে মিথ্যা দর্শনকেই কারণ জানিবে ও জগৎভ্রমের উপশম বিষয়ে সম্যক্ দর্শনকেই কারণরূপে জানিবে। যুক্তি ও যত্ন ব্যতীত এই ঘোর সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, সন্নিহিতা প্রজ্ঞারূপিনী মহা-নৌকায় বিবেকরূপ শ্রেষ্ঠ নাবিক থাকিতেও যিনি উত্তীর্ণ হন না তাঁহাকে ধিক্। যিনি বিশ্বকে ব্রহ্মস্বরূপেই ভাবনা করিয়া এই সংসারকে আশ্রয় না করিয়া ও অনায়াসে পারে গমন করেন

সেই মহাত্মাকে পুরুষ বলিয়া জানিবে। প্রথমে স্বরূপ বিচার করিয়া যে সকল সম্পদকে ভোগ করা যায়, তাহারাই চরমে সুখদায়ক হইয়া থাকে। নচেৎ দুঃখেরই কারণ হয়। "বিচিত্র-রসতগ যে সমতা তাহাই বড় মধুর, সমভাবাপন্ন রসশক্তি দ্বারা যাহা ভাবিত হয় তাহা ক্ষণকাল মধ্যে অমৃত হইয়া উঠে।"

যোঃ বাঃ, উঃ প্রঃ ৭৮ সর্গ, ঐ অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত ঃ— হে রাম! যোগ ও জ্ঞান এই দুইটী ক্রমিক চিত্তনাশের প্রধান উপায় জানিবে, তন্মধ্যে চিত্তের ব্যাপার নিরোধকে যোগ, ও বস্তুর সম্যক্ দর্শনকেই জ্ঞান বলে। (প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও উদান। প্রাণ স্পন্দনই চিত্ত।) বশিষ্ঠ কহিলেন হে রাম! যেমন ভূবিবরে সর্ব্বত্রই বায়ুর চলাচল আছে সেইরূপ এই দেহ মধ্যে যাবদ্দেহ নাড়ীতেই যে বায়ু উভয় পার্শ্বে চালিত হইয়া থাকেন তিনিই প্রাণসংজ্ঞায় অভিহিত হন। অভ্যন্তরে স্পন্দন বশে নানা আশ্চর্য্যজনক কার্য্যসকল সম্পাদন করেন বলিয়া সেই প্রাণ বায়ুর অপানাদি নাম সকল কল্পনা করিয়াছেন। অন্তরে ঐ প্রাণের পরিস্পন্দন বশতঃ সংসারভাবোন্মুখী যে চিতির শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাকেই চিত্ত বলিয়া জানিবে। প্রথমে প্রাণের স্পন্দনে চিদ্‌বৃত্তির বিকাশ হইয়া থাকে এবং ঐ চিদ্‌বিকাশেই সংসার ভাবের বিকাশ হয়। এই ক্রমিক ব্যাপার সমুদায় জলস্পন্দনে তরঙ্গনিচয়ের ন্যায় চক্রের ভ্রমি অনুসারে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই কারণে শাস্ত্রালোচী পণ্ডিতেরা প্রাণস্পন্দনকেই চিত্ত বলিয়াছেন, সুতরাং সে প্রাণ সংরুদ্ধ

হইলেই নিশ্চয়ই মনের উচ্ছেদ হইয়া থাকে, এবং মনের উচ্ছেদ হইলে সূর্য্যের আলোক প্রকাশের অভাব হইলেই লোকের দৈনিক ব্যবহারের ন্যায় সংসারভাব বিদূরিত হয়। "মমতা সুধায় যাহা মাখান যায় তাহা অতি মধুর হয়, ব্রহ্মৈকদৃষ্টিরূপ সমতাগুণে নিজে আকাশের ন্যায় হইয়া নির্ব্বিকারভাবে মনোলয় করিয়া যে অবস্থান তাহাই আত্মদেবের মুখ্যপূজা।" শাস্ত্রালোচনা সজ্জন সংসর্গ, ও বৈরাগ্যের অভ্যাসে সংসারবৃত্তান্তে অনাস্থা হইলে পর প্রথমে একাগ্রতালক্ষণ অভীষ্ট ধ্যানের আশ্রয় গ্রহণ করিবে, অনন্তর ব্রহ্মতত্ত্বের চির অভ্যাস করিতে পারিলেই প্রাণের স্পন্দন নষ্ট হইয়া যায়; কিম্বা অক্ষিণ্ণভাবে ঐকান্তিক ধ্যান যোগসহকারে পুরক, কুম্ভক রেচকাদির নিরন্তর অভ্যাস করিলেও প্রাণের স্পন্দন নিরোধ করা যায়; অথবা ওঙ্কারের সুদীর্ঘ উচ্চারণের অবসানেই ঐ শব্দের স্বরূপেই অনুভব হইয়া থাকে ও তৎকালেই বাহ্যবিষয়ের জ্ঞানের উপশম হয়, তাহাতেও প্রাণের নিরোধ হইয়া থাকে, ঐরূপ যেমন মেঘ সমুদায় পর্ব্বতে বারংবার উপর্য্যুপরি আশ্রয় লইয়া সহজেই নিশ্চেষ্ট থাকে, কেবল পূরকেরও পুনঃপুনঃ অভ্যাসে প্রাণ সহজেই সঞ্চরণ বিহীন হয়, তাহাতেও প্রাণের নিরোধ হইয়া থাকে। এইরূপে কেবল কুম্ভকের অভ্যাসেও প্রাণ অনন্তকাল পূর্ণকুম্ভের ন্যায় নিশ্চল হইয়া থাকে; ইহাকেও প্রাণনিরোধ কহে এবং যোগী যে তালুমূলে অবস্থিতা ঘণ্টিকাকৃতি মাংসপিণ্ডকেও যত্নপূর্ব্বক জিহ্বা দ্বারা আক্রমণ করিয়া প্রাণকে ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থাপন করেন তাহাতেও

প্রাণনিরোধ সম্পন্ন হইয়া থাকে। সূক্ষ্ম হৃদয়াকাশ এবং সমস্ত বাহ্যবিকাশ বিরহিত হইলে তথায় কিছুই থাকে না, তখন ধ্যান সম্পর্কে আন্তরিক ও বাহ্যিক সংসারভাব তিরোহিত হইলেও প্রাণনিরোধ হইয়া থাকে। নাসিকার অগ্রাবধি-দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত বাহ্যাকাশে চক্ষুঃ মনের বিশ্রাম হইলেও এক প্রকার প্রাণনিরোধ হইয়া থাকে। অভ্যাসবশে ঊর্দ্ধরন্ধ্র দ্বারা তালুর ঊর্দ্ধস্থিত ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রাণকে অবস্থাপিত করিলে যে প্রাণের বাহ্যসম্পর্ক তিরোহিত হয় তাহাতেও প্রাণনিরোধ হইয়া থাকে, ঐরূপ যখন ভ্রূর মধ্যস্থলে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অবস্থান হয়, তখনই পরমেশ্বরকে আত্মস্বরূপে অবগত হওয়া যায় তাহাতেও প্রাণনিরোধ হইয়া থাকে। কিম্বা পরমেশ্বরের অনুগ্রহে হঠাৎ তত্ত্বজ্ঞানের প্রকাশ পাইলেও যে বিকল্পজ্ঞান তিরোহিত হইয়া থাকে তাহাতেও প্রাণনিরোধ সম্পন্ন হয়। আবার বাসনাবিরহিত চিত্তকে দহরাকাশে বহুকাল নিবিষ্ট করিয়া রাখিতে রাখিতে সেই কমনীয় দহরাকাশের সম্যক্‌জ্ঞান বা সাক্ষাৎকার হইলে তদ্দারাও প্রাণ স্পন্দন নিরুদ্ধ হইয়া থাকে।

এই জগতে প্রাণীগণের হৃদয় দুই প্রকারে বিভক্ত আছে তন্মধ্যে একটী হেয় ও অপরটী উপাদেয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। তন্মধ্যে দেহাত্মবাদীদের বক্ষঃ ও পৃষ্ঠদেশের মধ্যস্থলে যে হৃদয় থাকে উহাকেই হেয় বলিয়া জানিবে এবং জ্ঞানীদের জ্ঞান মাত্রেই যে হৃদয় উহাই উপাদেয় সংজ্ঞায় নির্দ্দিষ্ট হইয়া বাহিরেও অন্তরে সর্ব্বত্রই রহিয়াছে অথচ কোথাও অবস্থিত নহে, উহাই

প্রধান হৃদয়, উহাতেই বিশ্ব রহিয়াছে, উহাই সকল পদার্থের দর্পণ স্বরূপ, সমুদায় সম্পত্তের কোষাগার ও সকল জন্তুরই চিন্ময়-জ্ঞানরূপ হৃদয় বলিয়া অভিহিত হয়, উহা দেহীর দেহের কোন অবয়বেরই অংশ নহে। যদি জীব বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় জ্ঞানময় বিশুদ্ধ হৃদয়ে যত্নপূর্ব্বক চিত্তনিবেশ করে তাহাতেও প্রাণস্পন্দনের নিরোধ হইতে পারে। হে রাম! এই সকল কার্য্যকারণ ভাব দেখিয়া প্রাণস্পন্দনকেই মনের রূপ বলিয়া জানিবে। উহা হইতেই সংসার ভ্রম উৎপন্ন হইতেছে; সুতরাং উহার উপশম হইলেই সংসার ভ্রান্তি দূর হইয়া থাকে। হে রাম! জীবের বিকল্পাংশ (অর্থাৎ পার্থক্যজ্ঞানাদি) ক্ষয় হইলে সেই পদই অবশিষ্ট থাকে, যাহার সন্নিধানে সংসারভাব পূর্ণ বাগ্‌জাল যাইতে পারে না অর্থাৎ বাক্যদ্বারা অনির্দ্দেশ্য বলিয়াই যাহা বাগতীত এবং যাহাতে সমস্ত, যাহা হইতে সমস্ত, যিনি সমুদয় ও সমুদয় হইতেই যিনি, অথচ যাহাতে কিছু নাই, যাহা হইতে কিছুই নহে যাহা জগদ্রূপ নহে; সমস্ত পদার্থই বিনাশী বিকল্পময় ও গুণাত্মক বলিয়াই গুণাতীত, যে পরমাত্মার সদৃশ দৃষ্টান্ত কিছুতেই হয় না তথাপি প্রজ্ঞাবানেরা যে তাঁহার পরিচয় জানিতে পারেন সে কেবল তাঁহার প্রতিভাসন্দর্শনেই হইয়া থাকে অর্থাৎ যিনি সমুদায় শস্যের আস্বাদনী শক্তি ও সকল তৈজসপদার্থের দীপনী শক্তি এবং কামাদি আন্তর ব্যাপারের ও প্রকাশোন্মুখী বৃত্তি হইয়াই, অন্তরে চিন্ময়ী চন্দ্রিকাস্বরূপে উদয় হইয়া থাকেন এবং যৎস্বরূপ কল্পতরু হইতে বহুতর নানারস

সম্পন্ন স্বাদু ফলরাজি নিরন্তর উৎপন্ন হইতেছে ও পতিত হইতেছে, যে স্থিরপ্রজ্ঞ সুবোধ ব্যক্তি সর্ব্বসীমার অতীত সেই ব্রহ্মপদের অবলম্বনে অবস্থান করেন, সেই তত্ত্বজ্ঞানীকেই জীবন্মুক্ত বলিয়া থাকে। তখন সেই মুক্ত ব্যক্তির সমুদায় কামভোগাদির উৎকণ্ঠা দূর হইয়া থাকে, ও তৎসহযোগে ইষ্টানিষ্ট বিষয়ে হিতের বা অহিতের বাসনার ও ধ্বংস হইয়া যায়, তখন তিনি সমুদায় ব্যবহারেই হর্ষবিষাদাদিশূন্য সমজ্ঞান রাখিয়া পুরুষ প্রধান হন জানিবে!"

যোঃ বাঃ উপ ৭৯, "সম্যকজ্ঞান অসম্যক্ জ্ঞান,"

ঐ বঙ্গবাসীর অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত ঃ—

"সম্যক্ জ্ঞান হইতে যে কিছু ঘটপটাকারে অসংখ্য পদার্থ-পুঞ্জ দেখিতেছি এ সমুদায়ই আত্মা, তদ্ভিন্ন কিছুই নাই এই নিশ্চয়কে সম্যকজ্ঞান বলে। অসম্যক্ জ্ঞান হইতে সংসার ভাবের প্রকাশ ও সম্যক্ দর্শন বা সম্যকজ্ঞান হইতে মুক্তি হইয়া থাকে। ঐ জ্ঞানশক্তি যখনই সঙ্কল্পাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মপ্রকাশে অভিভূতা হন, তখনই মুক্তিতে অগ্রসর হইয়া ছাকেন। উহার অন্য উপায় নাই ঐ চিতিশক্তি শুদ্ধারূপে হইলেই পরমাত্মসংজ্ঞায় অভিহিত হন ও শুদ্ধা হইয়াও অন্তরে অশুদ্ধা থাকিলে অবিদ্যা সংজ্ঞায় নির্দ্দিষ্টা হইয়া থাকেন। যেমন সমুদায় সরোবরে সলিল ভিন্ন কিছুই নাই তেমনি সংসার ভাবের বাস্তবিক পার্থক্য কিছুই নাই, সকলই সেই ব্রহ্ম। যে পুরুষ এই প্রকার নিশ্চয় করেন, সেই পুরুষই বস্তুর

যথার্থ্য দর্শন করিয়া থাকেন ও মুক্ত বলিয়া অভিহিত হন।”

"চিত্তের লাঞ্ছনা।”

হে চিত্ত !

অন্তরীক্ষে ময়ুরপুচ্ছাকারের ন্যায় এই সংসারের মিথ্যা বিলাসে দৃষ্টি অনুরক্তা হইতেছে হউক ; কিন্তু তাহাতে তোমার কি হইল ? যে তুমি অকারণ অনুরক্ত হইতেছ। হে অহঙ্কার ! তোমাকেও বলিযে, প্রলয়কালে সমুদ্রজলে সামান্য শফরী মৎস্যের ন্যায় মিথ্যা মায়ায় সর্ব্বদা চঞ্চল চিত্তের স্ফুরণ হইতেছে হউক তাহাতে তুমি কেন প্রকাশ পাইতেছ ? হে অসৎরূপী চিত্ত ! তোমার কোন স্বরূপ নাই ; তুমি সর্ব্বদা জড় ও ব্যঞ্জক, মূঢ় ব্যক্তি তোমার বাধ্য হইয়া থাকে। বিচারশীল ব্যক্তিকে কদাচ বাধিত করিতে পার না। আমার বিচাররূপ মন্ত্রের বলেই মনের মৃত্যু হইয়াছে, চিন্তা মরিয়াছে ও অহঙ্কাররূপ রাক্ষসও ধ্বংস হইয়াছে। এক্ষণে কেবল আমি আপনাতেই সুখে অবস্থান করিতেছি। আমার মন কে ? অহঙ্কার কে ? আশাই বা কি ? পোষ্যবর্গই বা কোথায় ? কেহই কিছুই নহে। এক্ষণে আমি কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিয়া বিকল্পবিহীন নিত্য চিন্ময় পরমাত্মা-স্বরূপ ; সুতরাং আমি আমাকেই বারংবার নমস্কার করি। আমার শোক নাই, মোহ নাই আমি কাহারও নহি। আমারই আমি, আমি ভিন্ন কিছুই নাই, সুতরাং আমাকেই বারংবার নমস্কার। যে আমি সর্ব্বব্যাপী জগৎপ্রকাশিকা সমাসত্তাকে

আশ্রয় করিয়াছি সেই আত্মাকেই নমস্কার। আর এই গিরি-নদী সমন্বিতা পৃথিবী দৃষ্টিশোভা এই আত্মা হইতে পৃথক্ হইলেও আমিই। যাবৎ পদার্থসঙ্কুল সংসারই আমি, এবংবিধ আমাকে বারংবার নমস্কার। হে রাম! যিনি সঙ্কল্প-বিরহিত অতি সুন্দর ও এই বিশ্বকে প্রকাশ করিয়া বিশ্ব হইতে অতি দূরবর্ত্তী সেই জরামরণ শূন্য গুণাতীত অজ অদ্বিতীয় ভগবান্ অচ্যুতকে আমি বারংবার নমস্কার করিতেছি।"

যোঃ বাঃ উপঃ ৮১ সর্গ

"চিত্তের বিচার"। ঐ অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত

আত্মাই এই সমুদয় জগৎ, এই জ্ঞানসহকারেও যে চিত্তের প্রকাশ তাহা যে কিরূপে থাকিবে, বড়ই আশ্চর্য্যের কথা; কারণ জগৎই যখন কিছুই নহে, তখন চিত্ত কি বস্তু হইতে পারে? আমার চিত্ত বিনষ্ট; তৃষ্ণা দূরগতা, মোহজাল ক্ষয়-প্রাপ্ত, ও অহঙ্কার ছিন্ন হইয়াছে বলিয়া অজ্ঞাননিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। এক্ষণে আমি জাগ্রৎ আত্মাতেই স্বস্বরূপে প্রবুদ্ধ রহিয়াছি। সাধুজনেরা তত্ত্বজ্ঞ হইয়াও গমনকালে, অবস্থান সময়ে, ভোজনকালে বা নিদ্রাবস্থায়, সকল সময়ে সকল কর্ম্মেই প্রজ্ঞাদ্বারা অগ্রে বিচার করিয়া থাকেন। অনন্তর স্বয়ং স্বস্বরূপে অবস্থান করিয়াই বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মমাত্র নিরুদ্বেগে পালন করিয়া থাকেন।"

যোঃ বাঃ উপঃ ৮২ যর্গ। ঐ অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত।

"চিত্তবর্ণনা"

"বিচারবতী প্রজ্ঞাদ্বারা অসদ্দর্শনকে নিরোধ করিয়া উত্তরোত্তর জ্ঞান পরিপাকের আশ্রয়ে এই সংসার সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। হে চিত্ত! তুমি সর্ব্বদা বহির্ম্মুখে প্রচরণ কর বলিয়া তুমি চারণ ও সর্ব্বদিকে আপনাকে চরিতার্থ করিতেছ বলিয়া ভিক্ষুক; সুতরাং কেন তুমি বৃথা নিজের অনর্থের নিমিত্ত কুক্কুরের ন্যায় জগতে ভ্রমণ করিতেছ? তোমার অহংজ্ঞানের উদয়ে রহিয়াছি বলিয়া যে অভিমান হইতেছে উহা ত্যাগ কর। হে মূর্খ! তুমি কিছুই নহ, তবে বৃথা কেন চঞ্চল হইতেছ? চিন্ময় জ্ঞানই অনাদি ও অনন্ত! এই দেহে উহা ভিন্ন কিছুই নাই। হে মূর্খ! তবে চিত্তনামক তুমি আবার কে? হে চিত্ত! তোমার কর্ত্তা ও ভোক্তা বলিয়া যে অভিমান উহা ভোগকালে ঔষধরূপী হইলেও পরিণামে বিষের স্থান অধিকার করিতেছ; সুতরাং ঐ মিথ্যাভিমান ত্যাগ কর। তুমি ইন্দ্রিয়গণের আশ্রয় লইয়া কেন উপহাসাস্পদ হইতেছ? তুমি কর্ত্তা ভোক্তা কিছুই নহ। যাহা জড় কোনরূপেই তাহার সত্ত্বা নাই: সুতরাং তাহাতে কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব ও তদিতর ভাবের কিছুই সম্ভব হয় না।

শ্রীকৃষ্ণের পরিচয়

আনন্দ চিন্ময়-রস প্রতিভাবি তাভি য এব নিজ রূপ-তয়াকলাভি গোলোক এব নিবসন্ত্যখিল আত্মভূতো গোবিন্দং আদি পুরুষং তং অহং ভজামি।

যিনি আনন্দস্বরূপ ও চিন্ময় স্বরূপ হইয়া আপনার রূপকলায় প্রতিভাম্বিত হইয়াও সর্ব্ব অখিল জীবের আত্মা হইয়া গোলকে বাস করিতেছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দের আমি উপাসনা করি।

"যস্য প্রভা প্রভবতি জগদণ্ড কোটী, কোটীস্বশেষু বসুধা দিবিভূতি ভিন্নং তং নিস্কলঙ্কং অনন্তং অশেষ ভূতং গোবিন্দং আদি পুরুষং তমহং ভজ মি লঘুভাগবৎ।"

যাহার প্রভা সমস্ত জগৎবিশ্ব যুড়িয়া প্রকাশিত হইতেছে, যিনি সর্ব্বপ্রকার কলঙ্করহিত, অনন্ত ও বহুরূপধারী, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দের আমি ভজনা করি।

"ভূজে সব্যে বেণু শিরসি শিখিপিচ্ছে, কটীতটে দুকুলং নেত্রে সহচর বিধধত কটাক্ষপাতে শ্রীমৎ বৃন্দাবন বসতি লীলা পরিচয়ো জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথ গামী ভবতু নঃ।"

শ্রীমৎ বৃন্দাবন বসতি লীলাধারী জগন্নাথ স্বামী শ্রীকৃষ্ণ হস্তে বেণু মস্তকে ময়ূরপুচ্ছধারী, কোমরে দুকুল বস্ত্রধারী, চক্ষুদ্বারা সঙ্গীদিগের প্রতি কটাক্ষপাত

করিতেছেন, এমন যে জগন্নাথস্বামী আমাদিগের নয়নপথে আবির্ভূত হউন।

'কংসারিরপি সংসার বাসনাবদ্ধ শৃঙ্খলাম্, রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরী"

'শ্রীমতী রাধিকাই হরিকে সংসার মায়ায় বন্ধন করিবার জন্য শৃঙ্খল রূপিণী হইলেন ও কৃষ্ণ ও রাধাগতৈক প্রাণ হইয়া ব্রজবালাগণকে ত্যাগ করিলেন !"

"যিনি অনন্ত মস্তকে শয়ান ও তৎফণা মণ্ডলস্থ মণীতে প্রতিবিম্বিত হইয়া সর্ব্বব্যাপী রূপধারণ করিয়া চরণ কমল ধারিণী কমলাকে শত শত নেত্রে দেখিবার জন্য যেন বহুরূপ ধারণ করিয়াছিলেন,সেই কৃষ্ণই তোমাদের জয়যুক্ত হউন ও তোমাদের রক্ষা বিধান করুন'' গীত-গোবিন্দ ব্যাখ্যা।

"হে ভ্রান্ত পথিক ভাণ্ডিরমূলে বিশ্রাম করিবার কারণ কি ? ঐ স্থানে কৃষ্ণসর্প বাস করে। ঐ দেখ—নাতিদূরে আনন্দময় নন্দালয় নেত্রগোচর হইতেছে ঐ স্থানে যাইতেছ না কেন" শ্রীকৃষ্ণ ঐ পথিকের যে প্রকার প্রশংসাবাদ করিয়াছিলেন তাহা জয়যুক্ত হউক॥ গীতগোবিন্দ জয়দেব !"

ব্রহ্মানন্দং পরমং সুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দাতীতং অচল সদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষং
একং বিমলং অচলং সর্ব্বধী সাক্ষী ভূতং ভাবাতীতং
ত্রিগুণ রহিতং সদ্গুরুং তং ভজামি"

"বাতবসনা ঋষয় শ্রমণা ঊর্দ্ধ মন্থিন ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে

যান্তি তে সন্ন্যাসিনোমলা বয়ং তু ইহ যোগিন ভ্রমতঃ কর্ম্মবর্ত্মসু তদ্‌বার্ত্তয়া তরিস্যাম তাবকং তমঃ ।"

উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন ঃ—

যে সকল সন্ন্যাসি বাতাসকে আশ্রয় করিয়া যোগবলে তাহাদের বীর্য কে উর্দ্ধদিকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহারাই ব্রহ্মাখ্য ধামে বাস করিতেছেন, কিন্তু আমরা সংসারী, আপনার (শ্রীকৃষ্ণের) পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া ও তোমার বার্ত্তা লইয়া তোমাতে দিবানিশি থাকিয়া ও স্মরণ করিয়া তোমার সহিত সাযুজ্য লাভ করিব।

বদন্তি তত্ত্ববিদ তত্ত্বং যজজ্ঞানং অদ্বয়ং ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান ইতি শব্দতে ঔপনিষদে ব্রহ্ম, সাংখ্যে পরমাত্মা স্বাত্বতে ভগবান ! ঋষিকেশে ঋশিকানী, যস্য স্থৈর্য্য গতানীহি স শান্তিং আপ্নোতি সংসারে জীবচঞ্চলে। ত্বয়া ঋষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।

আস্থা অনাস্থাকে ত্যাগ করিয়া সমতাকে আশ্রয় কর বিচিত্র রসগত যে সমতা তাহা বড়ই মধুর সমভাবাপন্ন রসশক্তি দ্বারা যাহা ভাবিত হয় তা। ক্ষণকাল মধ্যে অমৃত হইয়া উঠে। সমতা সুধায় যাহা মাখান যায় তাহা অতি মধুর হয় ব্রহ্মৈক দৃষ্টিরূপ সমতা গুণে নিজে আকাশের ন্যায় হইয়া নির্ব্বিকার-ভাবে মনোলয় করিয়া যে অবস্থান তাহাই আত্মদেবের মুখ্য পূজা।

অভেদ দর্শনং জ্ঞানং ধ্যানং নির্বিষয়ং মনঃ

যে করে আমার আশ তার করি সর্ব্বনাশ

তবুও যে ছাড়ে না আশ হই আমি তার দাসানুদাস।

ওঁ ধ্যেয় সদা শ্রীনারায়ণ সরসিজাসন সন্নিবিষ্ট কেয়ুরবান্ মকর কুণ্ডলবান্ হিরন্ময় বপু্ ধৃত শঙ্খ চক্র। আত্মারামাশ্চ মুনয় নিগ্রন্থা। অপ্যুরুক্রমে কুর্ব্বনত্য হৈ তুকিং ভক্তিং ইথ্যং ভূত গুণহরি।

ব্রহ্ম পর ও অপর, নিস্প্রপঞ্চ, সপ্রপঞ্চ, সগুণ নির্গুণ সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ। ব্রহ্মকে পরব্রহ্ম বলে আর হিরণ্য গর্ভকে অপর ব্রহ্ম বলে—মন্দাধিকারি অপর ব্রহ্মের আরাধনা করেন (ব্রহ্ম প্রতীক বলিয়া), আর উত্তম অধিকারি অহং ব্রহ্মাস্মি বলিয়া পরব্রহ্মের উপাসনা করেন—অপর ব্রহ্ম সাধনায় ক্রম মুক্তি হয় ও পরব্রহ্ম সাধনায় সদ্যো মুক্তি হয়। "বিশ্বাসে নিকটে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর"। তোমার কর্ম্ম তুমি কর লোকে বলে আমি করি "ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদং কেবল জ্ঞানমূর্ত্তিং দ্বন্দাতীতং অচল সদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যং একং বিমলং অচলং সর্ব্বধীসাক্ষী-ভূতং ভাবাতীতং ত্রিগুণ রহিতং সদ্‌গুরুং তং ভজামি।"

"বিদ্যা তপঃ প্রাণ নিরোধ মৈত্রী তীর্থাভিষেক ব্রত দান জপ্যাই নাত্যন্ত শুদ্ধিং লভতেহন্তরাত্মা যথা হৃদিস্থে ভগবান অনন্তে।
ওঁ নারায়ণং সমস্কৃত্য নরশ্চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং চৈব ততো জয়ং উদীরয়েৎ।"

"ওঁ ধ্যেয় সদা পরিভবঘ্নং অভিষ্টদোহং তীর্থাস্পদং শিব বিরিঞ্চি নুতং শরণ্যং ভৃত্যার্ত্তিহং, প্রণতপালং ভবাব্ধিপোতং

বন্দে মহাপুরুষং তে চরনারবিন্দং ভাগবতং

দর্পহারী, মনোবাঞ্ছাপূর্ণকারী, সকল তীর্থের আস্পদ (আকর) মহাদেব ও ব্রহ্মা যাহাকে সর্ব্বদা নমস্কার করেন ও যাঁহার শরণাপন্ন হন ও যিনি তাহার অনুচরবর্গের দুঃখ নিবারণ করেন, যিনি তাহার প্রণত হন, তিনি তাহাকে পালন করেন, তিনি এই ভব-সমুদ্রের (পোত) নৌকা স্বরূপ এইরূপ গুণবিশিষ্ট মহাপুরুষের চরণদ্বয়ের আমরা বন্দনা করি। এই মহাপুরুষই সেই সীতাপতি রামচন্দ্র। ইনিই কেশব রাম শরীরধারা।

"সৃষ্টি স্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনী
গুণাশ্রয়ে গুণ ময়ে নারায়ণী নমস্তুতে" চণ্ডী
রোগান্ অশেষান্ অপহংসী তুষ্টা।
রুষ্টাতু কামান্ সকলান্ অভিষ্টান্ ত্বামাশ্রিতানাং
ন বিপন্নরানাং তামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রযান্তি।
বিশ্বেশ্বরীত্বং পরিপাসি বিশ্বং বিশ্বাত্মিকা
ধারায়সীতি বিশ্বং বিশ্বেশবন্দ্যা
ভবতি ভবন্তি বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ী ভক্তি নম্রাঃ

অর্থাৎ যাহারা তোমাকে ভক্তি করে তাহারা ঈশ্বরের বন্দনীয় হন। দেবী আরও বলিতেছেন যে নন্দগোপের গৃহে

জন্ম গ্রহণ করিয়া বিন্ধ্যাচল নিবাসি হইয়া শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করিবে।

জীব ব্রহ্মের একতাই পরম পুরুষার্থ ফল। ভেদ জ্ঞানেই ভেদের উৎপত্তি তাহাই প্রকৃতির চিহ্ন অভেদ জ্ঞান হইলে সমস্তই লয় পায় একমাত্র সেই পরম পদার্থই অবশিষ্ট থাকেন।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ অনাদিরাদিঃ গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ কারণম্।

"সতাং প্রসন্ধ্যাৎ মম বীর্য্যসং বিদো, ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়না কথা ! তৎজোষনাৎ আশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিঅনুক্রমিষ্যতি ॥

"বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিত।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ তদহৈতুকম্ ॥"

"এতে চাংশকলা পুরসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং ম্রিড়য়ন্তি যুগে যুগে" ॥

কৃষ ধাতু ভূবাচক ন নিবৃত্তিবাচক অর্থাৎ সত্তাবাচক ও আনন্দ-বাচক অর্থাৎ পরব্রহ্ম"। কৃষ্ণই পরব্রহ্ম।

"যৎ পাদপঙ্কজ পরাগ নিষেবতৃপ্তা। যোগপ্রভাববিধূতাখিলকর্ম্মবন্ধাঃস্বৈরং চরন্তি মুনয়োপিন নহ্যমানা তদেচ্ছয়াত্তবপুষঃ কুত এব বন্ধঃ"। ভাগবতম্।

যে শ্রীকৃষ্ণের প'রগ ধূলি দ্বারা মুনিঋষিগণের যোগপ্রভাব প্রযুক্ত অখিল কর্ম্মবন্ধন ছুটিয়া যায় ও সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়া যথেচ্ছাচার করিয়াও কোনরূপে বদ্ধ হন না, সেই শ্রীকৃষ্ণের আবার বন্ধন কোথায় ?

"গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষাঞ্চৈ দেহীনাম্।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ স এষ ক্রীড়ন দেহভাক্" !

ভাগবতম।

যিনি গোপীদিগের ও তাহাদের পতিদিগের ও সকল দেহধারী জীবের অন্তরে অন্তর্যামীরূপে সর্ব্বত্র বিরাজমান, তিনিই এই লীলা ক্রীড়াকারী এই শ্রীকৃষ্ণদেব হইতেছেন।

"য প্রীতিরবিবেকানং বিষয়েঽনপায়িনী।
ত্বাং অনুস্মরতঃ সা মে নাপসর্পতু" ॥ ভাগবত

"সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপাল নন্দনঃ
পার্থো বৎস সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ" ॥ গীতার ধ্যান

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্। (গীতার ধান)

"যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্ররুদ্র তমরুত্বন্যান্তিদিব্যৈইস্তবৈঃ
বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈ গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত তৎ গতেন চেতসা পশ্যন্তি যংযোগিনঃ
যস্যান্তঃ ন বিদুঃ সুরাসুরগণাঃ তস্মৈদেবায় কৃষ্ণায় নমঃ ॥

(গীতা মাহাত্ম)

"দ্রষ্টদৃশ্য সমাযোগাৎ প্রত্যয়ানন্দনিশ্চয় যঃ
ত্বং সৎ আত্মতত্ত্বোত্থং তমাত্মানং সমুপাস্মহে"।

"ইন্দ্রিয়ে বিষয়ে যবে হয় সমাগম।
আনন্দস্বরূপে তবে ভাষয়ে যে জন।

অথচ যে জন হয় নিস্পন্দ নীরূপ
নমি তাঁরে প্রেমভরে সেই আত্মতত্ত্বরূপ'' ॥
(পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন কৃত যোগ বাশিষ্ঠ রামায়ণের অনুবাদ)

"দ্রষ্টৃ দর্শন দৃশ্যানি তক্ত্বা বাসনয়া সহ। যঃ ত্বংসৎ
আত্মতত্ত্বোত্থং তমাত্মানং সমুপাস্মহে" ॥ (মহারামায়ণ)

"অনাদি বাসনা বশে যাদের কল্পন।
ছাড়ি সেই দ্রষ্টা দৃশ্য আর দরশন ॥
সকল দর্শন মূলে ভাসে যে সতত।
সেই আত্মতত্ত্বধনে প্রণমি নিয়ত ॥"

"দ্বায়োর্মধ্যগতং অস্তিনাস্তীতি সংশয়প্রকাশকং
তং প্রকাশ্যানাং যৎ ত্বং সৎ সমুপাস্মহে'' ॥

"আছে কিম্বা নাই এই সংশয়ের মাঝে।
যে জন বিপদভাবে সতত বিরাজে ॥
যাহাতে প্রকাশ পায় প্রকাশ্য নিচয় !
নমি তারে প্রেমভরে যাঁর নাই অপচয় ॥ (ঐ অনুবাদ)

"সোঽহং শব্দেতে যাঁর বেদান্তে বর্ণন।
অনন্ত আকারে যাঁরে ভাবে সর্ব্বজন ॥
মায়াবশে বহুরূপে যে জন বিহরে।
সেই আত্মতত্ত্বধনে সদা ক'র উপাসন ॥" (মহারামায়ণ)

"অশিরস্কং হকারন্তং অশেষাকারসংস্থিতং
অজস্রং উচ্চরন্তং তং স্বং আত্মতত্ত্বোত্থং তমাত্মানং
সমুপাস্মহে'' (রামায়ণ)

উত্থিতান্ উত্থিতান্ এতান্ ইন্দ্রিয়াহীন্ পুনঃ পুনঃ।
হন্যাৎ বিবেকদণ্ডেন বজ্রেনেব হরির্গিরীন্ ॥

"কভূ বা বাসনাবশে মানসে বিলীন।
কভু বা বিষয়যোগে বিকার মলিন ;
ইন্দ্রিয়ভূজগকুল বজ্রে যথা গিরি।
নাশিবে বিবেকবলে যদি তুষ্ট হরি ॥

"সদা শান্তি সুখতরে করহ যতন, নিবৃত্তিমার্গের সুখ পরম পাবন যার মনে আছে শান্তি সে জন সতত আত্মরূপ অবিনাশী সুখে হয় স্থিত।" (রামায়ণ অনুবাদ)।

"সদানন্দে চিদাকাশে মায়ামেঘ তড়িৎ ঘন।
অহংতা গর্জ্জনং তত্র ধারাবাহো হি সত্তম ॥"

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীয়াৎ মাগৃধঃ কস্য স্বিদ্ ধনম্ ॥"

ব্যাখ্যাঃ—জগতে যাহা কিছু আছে সমস্তই চৈতন্য সত্ত্বা দ্বারা ব্যাপ্ত, সেইজন্য ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর, কাহারও ধনে লোভ করিও না।

"মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্ত সমস্ত কর্ম্মা। নিবেদিতাত্মা বিচিকির্ষিতো মে তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানঃ। আত্মভূয়ায় কল্পতেবৈ!" অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্মত্যাগ হইলে তবে মুক্তি হয়।

ষড়ূর্ম্মি—ক্ষুৎ, পিপাসা, শোক, মোহ, জন্ম, মৃত্যু।

গান ;—বসন পর মা বসন পর মা বসন পর তুমি।
চন্দন চর্চ্চিত জবা পদে দিব আমি গো ॥

শ্রীশ্রীরামপ্রসাদের সঙ্গীত

দাও মা আমায় তহবিলদারী
আমি নিমকহারাম নহি শঙ্করী ॥
ভাঁড়ার জিম্বা যার কাছে মা,
সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।
শিব আশুতোষ স্বভাব দাতা
তবু জিম্বা রাখ তারি ॥

২ মন তুমি কৃষিকাজ জান না—
এমন মানবজমি রহিল পতিত
আবাদ কর্‌লে ফলতো সোনা ॥
কালী নামে দাওরে বেড়া, ফসলে তস্‌রূপ হবে না—।
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া—
তার কাছে ত যম ঘেঁসে না ॥"

"কাজ হারালাম কালের বশে মন মজিল রতি রঙ্গরসে
যখন ধনোপার্জ্জন করেছিলাম দেশ বিদেশে;
তখন ভাই বন্ধু দারা সুত সবাই ছিল আমার বশে
এখন ধন উপার্জ্জন না হইল দশার শেষে
সেই ভাই বন্ধু দারা সুত নির্ধন বলে সবাই রোষে—
যমদূত আসি শিয়রেতে বসি ধরবে যখন অগ্রকেশে
তখন সাজায়ে মাচা, কলসী কাচা বিদায় দেবে দণ্ডীবেশে।

হরি হরি বলি শ্মশানেতে ফেলি যে যার যাবে আপন বাসে।
রামপ্রসাদ মলো কান্না গেছে অন্ন খাবে অনায়াসে।”

৪ এমন দিন কি হবে মা তারা।
যেদিন তারা তারা তারা বলে দু'নয়নে পড়বে ধারা॥
হৃদিপদ্ম উঠ্‌বে ফুটে, মনের আঁধারযাবে ছুটে,
ধরাতলে পড়বে লুটে, তারা ব'লে হবে সারা।
রবে না আর ভেদাভেদ ঘুচে যাবে মনের খেদ—
ওরে শত শত সত্যবেদ তারা আমার নিরাকারা,
শ্রীরামপ্রসাদে রটে মা বিরাজে সর্ব্বঘটে
ওরে আঁখি অন্ধ দেখ মাকে, তিমিরে তিমির হরাহরা।”

—*—

“নটবরবেশে বৃন্দাবনে কালী হলি মা রাসবিহারী।
পৃথক্ প্রণব নানা, লীলা তব কে বুঝে
একথা বিষম ভারি॥
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা
আপনি পুরুষ আপনি নারী॥
ছিল বিবসন কটী, এবে পীতধটী,
এলোচুল চূড়া বংশীধারী।
আগেতে কুটিল নয়ন অপাঙ্গে
মোহিত ক'রেছ ত্রিপুরারী
এবে নিজে কালো তনুরেখা ভালো
ভুলালে ব্রজকুমারী॥

পূর্ব্বে শোণিত সাগরে নেচেছিলে শ্যামা
এবে প্রিয় তব যমুনাবারি।
প্রসাদ হাসিছে সরসে ভাসিছে
বুঝেছি জননী মনে বিচারি
মহাকাল কালী শ্যামা শ্যামতনু একই সকল বুঝিতে নারি ॥”



দিবা অবসান হল কি কর বসিয়া মন
উত্তরিতে ভবনদী করেছ কি আয়োজন
আয়ুসূর্য্য অস্ত যায় দেখিয়ে দেখনা তায়
ভুলিয়ে মোহমায়ায় হারায়েছ তত্ত্বজ্ঞান
এখন প্রবোধ মান ত্যজ কুপথ ভ্রমণ
পরনিন্দা পরকুৎসা কর পরিহার ॥”



ব্রহ্মসঙ্গীত

১ বিপদ ভয়বারণ যে করে ওরে মন
তাঁরে কেন ডাক না—
মিছা ভ্রমে ভুলে সদা রয়েছ পাপঘোরে মজি
একি বিড়ম্বনা ॥
এ ধন জন না রবে হেন
তাঁরে যেন ভুল না—
ছাড়ি অসার ভজহ সার
ঘুচে যাবে ভব যন্ত্রনা ॥

এখন হিত বচন শোন যতনে করি ধারণা
বদন ভরি নাম হরি সতত কর ঘোষণা ॥
যদি এ ভবে পার হবে ছাড় বিষয় কামনা-
সঁপিয়ে তনু প্রাণ মন তাঁর কর সাধনা ॥"

২ "দেহ জ্ঞান দিব্য জ্ঞান দেহ প্রীতি শুদ্ধ প্রীতি তুমি মঙ্গল আলয়
ধৈর্য্য দেহ বীর্য্য দেহ জ্ঞানও বৈরাগ্য দেহ, দেহ ও পদ আশ্রয় ॥"

৩ "দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম আননে
কি ভয় সংসার শোক ঘোর বিপদ শাসনে ॥
অরুণ উদয়ে আঁধার যেমন যায় জগত ছাড়িয়ে
তেমনি দেব তোমারি জ্যোতিঃ মঙ্গলময় প্রকাশিলে
জয় করুণাময় জয় করুণাময় তোমার গুণ গাহিয়ে
যায় যদি যাক্ প্রাণ তোমারই কর্ম্ম সাধনে ॥"

—০—

গীত

৪ যাবে কিহে দিন আমার বিফলে চলিয়ে
আছি নাথ দিবানিশি আশা পথ নিরখিয়ে ॥
তুমি ত্রিভুবন নাথ আমি ভিখারী অনাথ
কেমনে বলিব তোমায় এসহে মম হৃদয়ে

হৃদয় কুটীর দ্বার খুলে রাখি অনিবার
কৃপা করে একবার এসে কি জুড়াবে হিয়ে ॥"

৫ "ধন্য ধন্য ধন্য আজি দিন আনন্দকারী
সবে মিলি তব সত্য ধর্ম্ম ভারতে প্রচারি
হৃদয়ে হৃদয়ে তোমারই ধাম দিশি দিশি তব পুণ্য নাম
ভক্তজন আজি সবে সেবা করে তোমারি ॥
নাহি চাহি প্রভু ধন জন মান নাহি প্রভু অন্য কাম
প্রার্থনা করে তোমারে আকুল নরনারী
তব পদে প্রভু লইনু শরণ কি ভয় বিপদে কি ভয় মরণ
অমৃতের খনি পাইব তখন জয় জয় তোমারি ।"

৬ "গাওহে তাঁহারি নাম রচিত যাঁহার বিশ্বধাম
দয়ার যাঁহার নাহি বিরাম ঝরে অবিরত ধারে
যাঁহারি প্রীতি কুসুম কাননে যাঁহারি শকতি অসীম গগনে
যাঁহারি নাম পরশ রতন পাপী হৃদয় তাপ হরণ
প্রসাদ যাঁহারি শান্তিরূপ ভকত হৃদয়ে জাগে
অন্তহীন নির্ব্বিকার মহিমা যাঁহার হয় অপার
যাঁহার শকতি বর্ণিবারে বুদ্ধিবচন হারে
জ্যোতিঃ যাঁহার গগনে গগনে কীর্ত্তিভাতি অতুল ভুবনে
প্রীতি যাঁহারই পুষ্পিতবনে কুসুমিত নব রাগে ॥"

চণ্ডীদাসের পদাবলী

১ "ললিতার কথা শুনি হাসি হাসি বিনোদিনী
কহিতে লাগিলা ধনি রাই।
আমারে ছাড়িয়া শ্যাম মধুপুরে যাইবেন
একথাত কভু শুনি নাই॥
হৃদয় মাঝারে মোর এ ঘর মন্দিরে
রতন পালঙ্ক বিছা আছে—
অনুরাগের তুলিকায় বিছান হয়েছে তায়
শ্যামচাঁদ ঘুমায়ে রয়েছে॥
তোমরা যে বল শ্যাম মধুপুরে যাইবেন
এ কথা ত কভু শুনি নাই
এ বুক চিরিয়া যবে বাহির করিয়া দিব
তবে ত শ্যাম মধুপুরে যাইবেন॥"

২ "যতরূপ তত বেশ ভাবিতে পাঁজর শেষ
পাপ চিত নিবারিতে নারি।
লয়ে যশ অপযশ নাভায় গৃহবাস
তিল আধ পাসরিতেঁ নারি॥
যায় যাউক কুল ডালা ঘুচাব কুলের জ্বালা
তবহু পুরব মন সাধ।
প্রসন্ন হইবে বিধি পুরাব মনের সিধি
যবে হবে কানু পরিবাদ॥

কুল ছাড়ে কুলবতী সতী ছাড়ে নিজপতি
সে যদি নয়ান কোণে চায়।
স্বরূপে দড়াইনু মন জাতি যৌবন-ধন,
নিছিয়া ফেলিব শ্যাম পায়।
মনেতে করি এ সাধ যদি হয় পরিবাদ
যৌবন সফল করিয়া মানি
জ্ঞানদাসেতে কয় এমতি যাহার হয়
ত্রিভুবনে তাহার নিছনি !”

“একি দায় দেখ দেখ ওগো বড়ী মা।
জীবণ শীরণ আয়স ভিন্ন, অতি পুরাতন না॥
অথির নীর গভীর ধীর, অগাধ নাহিক থা।
বিধির ঘটন আসিয়া পবন উপজিল বহু বা॥
পাইয়া আশ্রয় দিয়া জয় জয়, যমুনা কাড়িছে রা।
কল কল কল, হিল্লোল কল্লোল, দেখিয়া হানিছে গা।
হেলিছে ঢুলিছে তুলিয়া ফেলিছে টলবল স্রোত সা।
জ্ঞানদাসের কেবল ভরসা ও রাঙ্গা দুখানি পা।”

“ধৈর্য্যং কুরু ধৈর্য্যং কুরু গচ্ছ মথুরায় এ—
হাম ধুড়ব পুরী প্রত্যেক যাহা দরশন পাওয়ে॥
অতি শীঘ্রং অতি শীঘ্রং চলে শীঘ্রগমনা।
অবিলম্বে মথুরাপুরী প্রবেশ করলা॥
এক রমণী অল্পবয়সী নিজ প্রয়োজন পুছে।
নন্দজাত কৃষ্ণখ্যাত কাহারও ভবনে আছে॥

শুনিয়া বাণী কহে সে ধনী সে কাঁহা হিয়া আয়ব ।
বসু দৈবকীসুত কৃষ্ণখ্যাত কংসঘাতী মাধব ॥
সই সই কৈ কৈ দরশন মজু আশা ।
গোকুলানন্দে কহে যাও যাও ঐ উচ্চ বাসা ॥”

“ কাল কুসুম ডরে, পরশ না করি করে
এ বড় মনের মন ব্যথা ।
যেখানে সেখানে যাই সকল লোকের ঠাঁই
কাণাকাণি শুনি এই কথা ॥
সই লোকে বলে কালা পরিবাদ ।
কালার ভরমে হাম, জলদে না হেরি গো,
তেজিয়াছি কাজরের সাধ ॥
যমুনা সিনানে যাই, আঁখি মিলি নাহি চাই,
তরুয়া কদম্বতলা পানে ।
যথা তথা বসি থাকি বাঁশীটি শুনিয়ে যদি,
দুটী হাত দিয়া থাকি কাণে ॥
চণ্ডীদাস ইথে কহে, সদাই অন্তরে বহে,
পাসরিলে না যায় পাসরা ॥
জপিতে জপিতে হরি, তনুমন করে চুরি,
না জানি সে কালা কি গোরা

“শ্যাম শুকপাখী, সুন্দর নিরখি,
রাই ধরিল নয়ন ফাঁদে ।
হৃদয়-পিঞ্জরে রাখিল সাদরে মনোহি শিকলে বাঁধে ॥

তারে প্রেম সুধা নিধি দিয়ে, তারে পুষি পালি,
ধরাইল বুলি, ডাকিত রাধা বলিয়ে ॥
এখন হ'য়ে অবিশ্বাসী কাটিয়া আঁকুশি পলায়ে
এসেছে পুরে ।
সন্ধান করিতে পাইনু শুনিতে কুব্জা রেখেছে ধরে ॥
আপনার ধন করিতে প্রার্থনা রাই পাঠাইল মোরে ।
চণ্ডীদাস দ্বিজে তব তজ্ বীজে পেতে পারে কি না পারে

অক্রুরের গোকুলযাত্রা

"আজু বড় মোর শুভ দিন দিল
নিশি পোহায়ল মোর ।
গদ গদ হৈয়া ভাবে আবেশিয়া
সুখের নাহিক ওর ॥
আজু দেখব চরণ দুখানি
লোটায়ে পড়িব তায় ।
প্রেমে কত শত প্রণাম করিব
সে দুটী কমল পায় ॥
তবে যদুনাথ ধরি দুটী হাত
পরশ করব মোরে ।
আলিঙ্গন রসে গদ গদ হব
ও নব নাগর বরে ॥

পাইয়া পরশ হইব হরষ
ভাসিব আনন্দজলে !
এসব কাহিনী কহিতে চলিল
দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে ॥”

“এসব বচন ভাবিতে ভাবিতে, অক্রুর চলিয়া যায় ।
প্রেমের স্বভাবে রসে আবেশিয়া, পুলক হইছে গায় ॥
যেমন কদম্ব কেশর ফুটল, তৈছন অক্রুর দেহা ।
প্রেম অশ্রুজল আঁখি ঢল ঢল, বিসরল নিজ গেহা ॥
স্বেদবিন্দু অতি, ক্ষণেক চেতন, ক্ষণেক অবশ হয় ।
ভাবের বিকারে, আপনা পাসরে, আপনার বশ নয় ॥
কংসরাজ হইতে, আমার হইল, ও পদ দর্শন লেহ ।
সে রাঙ্গা চরণে, লোটায়ে পড়িব, আপনার দেহ ॥
কিবা সুখদশা, সুখে নাহি সীমা, জনম সফল মানি ।
প্রভুর চরণ, দেখিব নয়নে, কহিব বচন বাণী ॥
যে পদ পরশ, আশে অবিরত, ব্রহ্মাদি যতেক দেবা ।
বৃন্দাবনে আসি, তরুলতা হয়ে, থাকিয়া করয়ে সেবা ॥
দেব শূলপাণি, অবিরত গুণি, গাইছে পরম সুখে ।
মুনি ঋষিগণ, করয়ে স্তবন, অতি সে হরষরসে ।
গোলক ঈশ্বর, গোকুলে আসিয়া, জন্মিলা নন্দের ঘরে ॥
চণ্ডীদাস বলে, হেনক সম্পদ, হেরিব মনের সরে ॥
গদ গদ প্রেমে, পথে যায় চলি, আনন্দ হইয়া বড়ি ।
অশ্রুজলে অঙ্গ, তিতিল সকল, রথের উপরে চড়ি ॥

এইমত কত, ভাবের উদয়, অক্রুর মহা সে মতি।
শুভদশা মোর, আজি সে ফলিল, দেখিব গোলকপতি

অক্রুরের গোকুল যাত্রা

যে পদ পল্লব, যোগীর ধেয়ান, করিলে নাহিক পায়।
সে জন দেখিব, নয়ন ভরিয়া, দু আঁখি জুড়াব তায়॥
এই সব কথা, ভকত বিচার, করি গেলা মনে মনে।
বিষম পড়িল, গোকুল নগরে, দীন চণ্ডীদাস ভণে॥"
বঁধু কি আর বলিব আমি, জনমে জনমে জীবনে মরণে
প্রাণনাথ হইও তুমি॥
বহু পুণ্যফলে গৌরী আরাধিয়ে, পেয়েছি কামনা করি।
কি জানি কিক্ষণে, দেখা তব সনে, তেঞি সে পরাণে মরি
বড় শুভক্ষণে, তোমা হেন ধনে, বিধি মিলাইল আনি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে, অধিক করিয়া মানি॥
গুরু গরবেতে, তারা বলে কত, সে সব গরল বাসি।
তোমার কারণে, গোকুল নগরে, দুকুলে হইল হাসি॥
চণ্ডীদাস বলে, শুনহে নাগর, রাধার মিনতি রাখ।
পীরিতি রসের, চূড়ামণি হ'য়ে, সদাই অন্তরে থাক॥"

"শুন শুন হে কমল আঁখি।
হেন লয় মনে (এ তিন ভুবনে)
তোমা হেন ধনে সদাই হিয়ায় রাখি॥

তোমার চরণে আমারও পরাণে বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া নিশ্চয় হইলাম দাসী॥
ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলিতে কেহ সুধাইতে নাই দাঁড়াব কাহার কাছে
একুলে ও কুলে দুকূলে গোকুলে আপনা বলিব কায়।
শীতল জানিয়া শরণ লইনু ওদুটী কমল পায়॥
না ঠেলিও ছলে অবলা অথলে যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে গতি যে নাহিক মোর॥
আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে পরশ রতন গলায় গাঁথিয়া পরি॥
"শুন শুন চিকণ কালা।
কি বলিব আর তোমার চরনে অবলার যত জ্বালা।
চরণ থাকিতে না পারি চলিতে সদাই পরের বশ।
যদি কোন ছলে তব কাছে এলে লোকে করে অপযশ।
বদন থাকিতে না পারি বলিতে তেঞিঁ সে অবলা নাম।
নয়ন থাকিতে সদা দরশন না পেলাম নবীন শ্যাম!
অবলার যত দুঃখ প্রাণনাথ, সব কথা থাকে মনে।
চণ্ডীদাস কয় রসিক যে হয় সেই সে বেদন জানে॥"

বধু কি আর বলির আমি।
যে মোর ভরম ধরম করম সকলি জানহ তুমি॥
যে তোর করুণা না জানি আপনা আনন্দে ভাসে নিতি
তোমার আদরে সবে স্নেহ করে বুঝিতে না পারি রীতি

মায়ের যেমন বাবার তেমন তেমতি বরজপুরে ॥
সখীর আদরে পরাণ বিদরে সে সব গোচর তোরে ॥
সতী বা অসতী তোহে মোর মতি তোঁহারি আনন্দে ভাসি।
তোঁহারি বচন সালঙ্কার মোর ভূষণে ভূষণ বাসি ॥
চণ্ডীদাস বলে শুনহ সকলে বিনয় বচন সার
বিনয় করিয়া বচন কহিলে অবধি কি আছে তার ।"
বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোমারে সঁপেছি কুলশীল জাতি মান।
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী হাম মতিহীনা না জানি ভজন পূজন।
পীরিতি রসেতে ঢালি তনু মন দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি মন আন নাহি ভায়।
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে, তাহাতে নাহিক দুঃখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ ॥
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্য হয় তোঁহারি চরণখানি ॥"

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি তথারাগ।

"রাই তুমি সে আমার পরম গতি।
তোমারি কারণে রসতত্ত্ব লাগি গোকুলে আমার স্থিতি ॥
নিশি দিশি সদা বসি আলাপনে মুরলী লইয়া করে।
যমুনা সিনানে, তোমার কারণে, বসি থাকি তার তীরে ॥

তোমার রূপের মাধুরী দেখিতে, কদম্বতলেতে থাকি।
শুনহ কিশরী চারিদিক হেরি, যেমত চাতক পাখী ॥
তব রূপ গুণ, মধুর মাধুরী, সদাই ভাবনা মোর।
করি অনুমান সদা করি গান; তব প্রেমে হইয়া ভোর ॥
চণ্ডীদাস কয় ঐছন পীরিতি জগতে আর কি হয়।
এমত পীরিতি, না দেখি কখন' কখন হবার নয় ॥"

রাধিকার উক্তি।

অনেক সাধের পরাণ বঁধুয়া, নয়ানে লুকায়ে থোব।
প্রেম চিন্তামণির, হার গাঁথিয়া, হিয়ার মাঝারে লব ॥
তুমি হেন ধন, দিয়াছি যৌবন, কিনেছি বিশাখা জানে।
কেনা ধনে আর, অধিকার কার, এ বড় গৌরব মনে ॥
বাড়িতে বাড়িতে ফল না বাড়িতে, গগনে চড়ালে মোরে।
গগন হইতে ভূমে না ফেলাও এই নিবেদন তোরে ॥
এই নিবেদন গলায় বসন, দিয়া কহি তুয়া পায়।
চণ্ডীদাস কহে জীবনে মরনে ঠেলিহ না রাঙ্গা পায় ॥"

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

মোর এক বানী শুন বিনোদিনী, দয়া না ছাড়িও মোরে।
ভজন সাধন কিছুই না জানি, সদাই ভাবি হে তোরে ॥
ভজন সাধন করে যেবা জন, তাহারে সদয় বিধি
আমার ভজন তোমার চরণ, সরবস নিধি ॥

খাওত পীরিতি, মদন বেয়াধি, তনু মন হইল ভোর।
সকল ছাড়িয়া তোমারে ভজিয়া এই দশা হইল মোর ॥
নব সন্নিপাতী দারুণ বেয়াধি পরানে মরিলাম আমি।
রসের সায়রে ডুবায়ে আমারে অমর করহ তুমি॥
যেবা কিছু আমি, সব জান তুমি। তোমার আদেশ সার
তোমারে ভজিয়া নায়ে কড়ি দিয়া ডুবে কি হইব পার ॥
বিপদ পাথারে না জানি সাঁতার সম্পত্তি নাহিক মোর ।
বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে যে হয় উচিত তোর ।

রাধিকার উক্তি

দূতীপ্রতি কমলিনী বোলয়ে মধুর বাণী,
মিলাইয়া দেহ মোরে শ্যাম ।
তুমি মোর প্রাণসখী, মিলাও নীরজ আঁখি,
শূন্যময় হেরি ব্রজধাম ॥
শুন শুন প্রাণসখী, কি যুকতি বল দেখি,
কিসে পাই ব্রজেন্দ্র কুমার ।
সখী কহে শুন ধনী, মুই এই মনে জানি,
আর দেখা না পাইবে তার ।
শ্যাম নাগর ইহা বলি কুঞ্জ হইতে গেলা চলি,
রাধাকুণ্ডে ত্যজিব জীবন ॥
শুনিয়া সখার কথা, ধনী পাই মনোব্যথা,
কাঁদি কাঁদি বোলয়ে তখন ।

আমি শ্যামকুঞ্জ নীরে, শ্যামরূপ হৃদে ধরে
এ বৈমুখী প্রাণ ত্যজিব।
জ্ঞানদাসে বলে শুন, হেন কহ কি কারণ,
কৃষ্ণ অন্বেষণে আমি যাব ॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী কিশোরী গলার হার।
কিশোরী ভজন কিশোরী পূজন কিশোরী চরণ সার ॥
শয়নে স্বপনে গমনে কিশোরী, ভোজনে কিশোরী আগে।
করে করে বাঁশী, ফিরি দিবানিশি, কিশোরীর অনুরাগে ॥
কিশোরী চরণে পরাণ সঁপেছি, ভাবেতে হৃদয় ভরা !
দেখ হে কিশোরী অনুগত জনে করো না চরণ ছাড়া
কিশোরীর দাস, আমি পীতবাস, ইহাতে সন্দেহ যার।
কোটীযুগ যদি আমারে ভজয়ে বিফল ভজন তার ॥
কহিতে কহিতে রসিক নাগর তিতিল নয়ন জলে।
চণ্ডীদাসে কহে নবীনা কিশোরী বঁধুয়া করিল কোলে ॥"

তারকব্রহ্ম নাম

হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ
শৌরে যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং
জগদীশ রক্ষ।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে,
হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।

রাধাকৃষ্ণ গান (দানলীলা)

"সরল সারিকা হাম পিঞ্জর তোমার প্রেম
তাহে বন্দী করিয়াছ হরি।
তোমার বিয়োগে হাম সদাই বিয়োগী হে
তেঞ লই দধির পাসারি ॥
দাঁড়ায়ে পথের মাঝে, তিনাঞ্জলি দিয়া লাজে
তুয়া গুণে বাজাই নিশান।
হের দেখ ওহে শ্যাম, দু'বাহুতে তব নাম
লিখিয়া রেখেছি নিজপ্রাণ ॥
এক নিবেদন করি, দয়া না ছাড়িহ হরি,
না হইও মো বধের বধী।
বংশীবদনে কয়, রাধাকৃষ্ণ ভিন্ন নয়
এক জিউ দুই করিয়া বিধি ॥"

নৌকা-বিলাস

"শুন বিনোদিনী ধনী, আমার কাণ্ডারী তুমি,
তোমার কাণ্ডারী কহ কারে।
তুয়া অনুরাগে প্রেম সমুদ্রে ডুবেছি আমি
আমারে তুলিয়া কর পারে ॥
যোগী ভোগী নাপিতানি, তোমার লাগিয়া দানী
ওঝা হ'লাম তোমার কারণে।

তুয়া অনুরাগে মোরে, লইয়া ফিরে ঘরে ঘরে,
তুয়া লাগি করিনু দোকানে।
রাখাল হইয়া বনে, সদা ফিরে ধেনু সনে,
তুয়া লাগি বনে বনচারী।
তোমার পীরিতি পাইয়া, এ ভাঙ্গা তরণী লইয়া,
তুয়া লাগি হইনু কাণ্ডারী॥
না বোল কুবোল ধনী, রমণীর শিরোমণি,
তুয়া প্রেমে কি না করি আমি।
জগন্নাথ দাসে কয়, না ঠেলিও রাঙা পায়,
জাতি জীবন ধন তুমি।”

মুড়াবো মাথার কেশ, ধরিব যোগিনী বেশ,
যদি মোর পিয়া নাহি এল।
এ নব যৌবন, পরশ রতন,
কাঁচের সমান ভেল॥
অঙ্গেতে ভূষণ, গেরুয়া বসন,
শঙ্খের কুন্তল পরি।
যোগিনীর বেশে, যাব সেই দেশে,
যথায় আছে নিঠুর হরি॥
মথুরা নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
খুঁজিব যোগিনী হ’য়ে।
কার ঘরে যদি, মিলে গুণনিধি,
বাঁধিব বসন দিয়ে॥

আপন বঁধুয়া, আপনি আনিব,
কে তারে রাখিবে ধ'রে।
কেউ যদি রাখে, তেজিব জীবন,
নারী বধ দিব তোরে ॥
চণ্ডীদাসের, বচন মধুর,
শুন বিনোদিনী রাধা।
যোগিনী হইতে, ভয় পাই চিতে,
দারুণ কুলের বাধা ॥"

বিদ্যাপতি

"মরিব মরিব সখী নিশ্চয় মরিব।
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব ॥
তোমরা যতেক সখী থেক' মোর সঙ্গে।
মরণকালে কৃষ্ণনাম লিখ মোর অঙ্গে ॥
ললিতা প্রাণের সখী মন্ত্র দিও কাণে।
মরা দেহ পড়ে যেন কৃষ্ণনাম শুনে ॥
না পোড়াও মোর অঙ্গ না ভাসাও জলে।
মরিলে তুলিয়ে রেখো তমালেরি ডালে ॥
সেই ত তমাল তরু কৃষ্ণবর্ণ হয়।
অবিরত তনু মোর তাহে যেন রয় ॥
কবহু সে পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে।
পরাণ পায়ব হাম পিয়া দরশনে ॥

পুনঃ যদি চাঁদ মুখ দেখন না পাব
বিরহ অনলে মুই তনু তেয়াগিব ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুন বরনারী।
ধৈরজ ধরহ চিতে, মিলব মুরারি ॥”

—০—

“অক্রুর চরণে পড়িয়ে করএ স্তবন স্মরণ ধ্যান।
পরশ করিতে তাহার হৃদয়ে হইল ব্রহ্মই জ্ঞান ॥
তুমি চক্রপাণি তুমি বেদধ্বনি তুমি সে পরম কায়া।
যে জন স্তবনে না পায় ধেয়ানে, বুঝিতে না পারি মায়া ॥
তুমি চন্দ্র আদি, দিবাকর সিদ্ধি, তুমি ত ভুবন ধাতা।
তুমি—চরাচর তুমি সে আকাশ তুমি যে দেবেরও কর্ত্তা ॥
তুমি হুতাশন, তুমি সে কারণ তুমি সে করুণাসিন্ধু।
এ ভব সায়র করম ধরম তুমি সবাকার বন্ধু ॥
বেদে দিতে নারে যাহার সীমা অনন্ত সহস্র মুখে।
বলিয়া বলিতে না পারে বদনে আন কি জানিবে মে কে ॥
তুমি বাসুদেব তুমি নারায়ণ তুমি অচ্যুত অনন্ত হরি।
তুমি হৃষীকেশ তুমি দামোদর তুমি সেও বনমালী ॥
তুমি সে মাধব তুমি পুণ্যলাভ তুমি পুণ্ডরীক ধারী।
তুমি জনার্দ্দন তুমি পুরুষোত্তম কি জানি মহিমা তায়।
দেব অগোচর না হয় গোচর, চণ্ডীদাস গুণ গায় ॥

—০—

“সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা। পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা।
অহং করোমীতি বৃথাভিমানঃ। স্বকর্ম্ম সূত্র গ্রথিতোহি লোকাঃ॥

"কত চতুরানন মরি মরি আওত তুয়া আদি অবসানা
তোঁহে জনমি পুনঃ যাওত সমাওত সাগর লহরী সমান।"

কত চতুরমুখ ব্রহ্মা আসিতেছে ও যাইতেছে একেবারে অবসান হইতেছে না! উহা পুনঃ পুনঃ জন্মিতেছে ও মরিতেছে সাগরের লহরী সদৃশ। অর্থাৎ ব্রহ্মই আদি প্রজাপতি ও যাহা কিছু জন্মিতেছে ও মরিতেছে সবই তিনি, অন্য যাহা কিছু আছে সকলই সেই ব্রহ্ম হইতেছে।

যদাতে মোহ কলিলং বুদ্ধি ব্যতিতরিষ্যতি
তদাগন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যশ্চ শ্রুতশ্চ

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন যখন তোমার বুদ্ধি, মোহ কলুষ অবিদ্যা মলিনতা ত্যাগ করিতে পারিবে তখন তোমার এই সংসার দৃষ্টি আর থাকিবে না ও বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে বিভোর হইবে এবং তখন তোমার শ্রুত ও শ্রোতব্য বাক্যে কোন রুচি হইবে না।

তর্ক অপ্রতিষ্ঠ শ্রুতয় বিভিন্না নাসা ঋষি যস্য মতঞ্চ ন ভিন্নং
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতা স পন্থা

তর্ক করিয়া কোন প্রতিষ্ঠালাভ হয় না যেহেতু বেদ সকল ভিন্ন ভিন্ন ও এমন কোন ঋষি নাই যাহার মত ভিন্ন নহে, ধর্ম্মের তত্ত্ব সকল গুহার মধ্যেই নিহিত থাকে ও মহাপুরুষগণ যে পথে গমন করে তাহাই যথার্থ পথ।

বরাহ মূরতি দেখায়ে আকৃতি দেখিতে সুবল সখা।
পুন সে ধরিল অতি মনোহর এ-নব মূরতি বেশ॥
ছাড়িয়া সে তনু দেখাইল জনু ধরি হলধর রূপ।
কাঁধেতে লাঙ্গল দেখিতে হে ভাল বড়ই রসের কূপ॥
তেজি সেই কায়া আর ধরে মায়া ধরিলা মৎস্যের তনু।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বিরাজিত মূরতি হইলা তনু॥
তাহা ছাড়ি সখা আর দিল দেখা কূর্ম্মের আকৃতি অতি।
বরাহ বামন আদি আর যত অবতার তথি॥
তাহা দেখাইল ভাই সে সুবল "দেখহ কালিয়া শ্যাম।
এসব মুরতি তাহার পীরিতি কহত আমার ধাম॥
পরিধান নীল বসন ভূষণ অতি সে চাঁচর কেশ।
নব সে নলিন ভূবন মোহন চিত্রের পুতলি যৈছে॥
কণক মঞ্জীর সুচারু গঠন বৈকত দেখিল তৈছে
সোনার প্রতিমা বিজুরি উজর নয়ান ভঙ্গিমা তায়
কনক কটোরি বদরী সমান দেখি মন মূরছায়
তাহে অপরূপ কৃষ্ণ অবতার হইল সুবল সখা।
অতি অনুপম যেন নবঘন জলদ সমান দেখা॥
কনক কিঙ্কিণী কলহংস জিনি পীতের বসন সাজে।
এ চুয়া চন্দন অঙ্গে সুলেপন মৃগমদ আদি রাজে॥
বনমালা গলে কিবা শোভা করে শোভিত কৌস্তুভ তায়
যমুনাতে যেন চাঁদ ঝলমল দেখিতে তেমতি প্রায়॥
শিখী মনোহর অধিক সুন্দর শিরে পুচ্ছ শোভে তায়।

শ্রবণে মকর কুণ্ডল দোলয় যেমতি রবির প্রায় ॥
ভালে সে শোভিত চন্দনের চাঁদ তাহে গোরচনা সাজে।
নয়ন কমল অতি নিরমল তাহে কাজরের রেখা
যমুনা কিনারে মেঘের ধারাটি অধিক দিয়াছে দেখা।
বিচিত্র চামর কেশের আঁটনি বাঁধিয়া বিনোদ চূড়া
নানা সে কুসুম অতি সে সুষম তাহা মালা দিয়া বেড়া
তা'পরে ময়ূর শিখণ্ড আরোপি করেতে মোহন বাঁশী।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা কটাক্ষ চাহনী অমিয়া মধুর হাসি ॥
মদন কম্পিত হয়ল বেকত সেই সে মূরতি দেখে।
এই সব খেলা করেন সুবল দেখেন প্রাণের হরি ॥

ধরি নাপিতিনী বেশ, মহলেতে পরবেশ,
যেখানে বসিয়া আছে রাই।
হাতে দিয়া দরপণি, খোলে নখ রঞ্জিনী,
বলে বৈঠ দেই কামাই ॥
খুলিল কনক বাটী, আনিল বিমল ঘটী
ঢালিল সুবাসিত বারি।
করে নখ রঞ্জিনী, চাঁচয়ে নখের কণি,
শোভিত করল যেন চাঁদে ॥
আলসে অবস প্রায়, ঘুম লাগে আধ গায়,
হাত দিল নাপতিনী কাঁধে।
নাপিতিনী একে শ্যামা, ননীর পুতলি ঝামা,
ঝুলাইছে মনের আনন্দে ॥
ঘসিয়া ঘসিয়া পায়, আলতা লাগায় তায়,
রচয়ে মনের হরষেতে।
রচয়ে বিচিত্র করি, চরণে হৃদয়ে ধরি,
তলে লেখে নাম আপনার।

নাপিতিনী বলে 'ধনি' দেখহ চরণখানি
ভাল মন্দ করহ বিচার ॥"
তবে শুনি তার বাণি, দেখয়ে চরণখানি,
তাহার হেটে শ্যামের যে নাম।
বুঝি আনমনে চাহে, নাপিতিনী পানে কহে
"বোল কহ আপনার নাম ॥"
"শ্যাম নাম কহে মোরে জগৎ মোহিবার তরে,
ফিরি আমি নগরে নগরে।"
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে, নাপিতিনী এহ নহে,
কামাইয়া যাহ নিজ ঘরে ॥

সখী সম্বোধনে

কানড় কুসুম যিনি, কালিয়া বরণখানি,
তিলেক নয়ানে যদি লাগে।
ছাড়ায় সকল কাজ, তেজি কুল ভয় লাজ,
মরিব কালিয়া অনুরাগে ॥
ফিরিয়া নয়ান কোণে, না চাহিও তার পানে,
কালিয়া বরণ যার দেখ
কালিয়া ভূষণ কালা, মনেতে গাঁথিয়া মালা,
জাগিয়া জপিয়া প্রাণ গেল
নিশিদিশি অনুখন, প্রাণ করে উচাটন,
বিরহ অনলে জ্বলে তনু।
ছাড়িলে ছাড়ন নয়, পরিণামে কিবা হয়,
কি মোহিনী জানে কালা কানু ॥
দারুণ মূরলী স্বর, না মানে আপন পর,
মরমে ভেদিয়া যার থাকে।

পরিশিষ্ট

(১) সচ্চিদানন্দ অর্থাৎ সত্ত্বা স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দ-স্বরূপ (অস্তি, ভাতি প্রিয়মোদ)

(২) পূর্য্যষ্টক—পঞ্চ তন্মাত্র অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ স্পর্শ শব্দ ও মন বুদ্ধি অহংঙ্কার এই আটই লইয়া ব্রহ্ম জীবভাব ধারণ করেন। যখন এই পূর্য্যষ্টক নষ্ট হইয়া যায় তখন হৃৎপদ্ম যন্ত্র আর কার্য্যকরী হয় না ও আস্তে আস্তে গগনে মিশিয়া যায় ইহাই জীবের মৃত্যু।

(৩) ষট্‌সম্পত্তি সাধন ঃ—শম, দম, তিতিক্ষ, শ্রদ্ধা, উপরতি সমাধান। শম অর্থাৎ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, দম অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযম, তিতিক্ষা অর্থাৎ ত্যাগ, শ্রদ্ধা অর্থাৎ গুরু বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাস, উপরতি অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা শূন্য সমাধান অর্থাৎ সমাধিমগ্ন।

(৪) সাধন চতুষ্টয় যথা ঃ—(১) আত্মানাত্ম বস্তু বিবেক অর্থাৎ আত্মা ব্রহ্মই নিত্য আর যাহা কিছু সমস্তই অনিত্য।

(২) ইহা মুত্রয ফলভোগ বিরাগ অর্থাৎ ইহকালে কি পরকালে ফল ভোগে বৈরাগ্য, পূর্ব্বলিখিত (৩) শমদমাদি ষটসম্পত্তি, (৪) মুমুক্ষুত্বং অর্থাৎ মুক্ত হইবার বাসনা।

(৫) চিত্ত হইতে পৃথককৃত চেতনকেই প্রত্যক্ চেতন কহে।

(৫) সংবিদ্—মিথ্যা যে জ্ঞান তাহাই সংবিদ—সংবিদের কার্য্যই সত্যবস্তুকে মিথ্যা করিয়া দেখায় সুতরাং যতদিন এই মিথ্যা সংবিদ্ জীবের মধ্যে থাকে ততদিন জীব মুক্তি পায় না। অসংবিদই ব্রহ্মজ্ঞান যে জীব অসংবিদ হইতে পারে তিনিই মুক্ত হন।

সংবিদ্ স্বরূপে অর্থাৎ পরমাত্মায় যখন জীব চিন্তাপরায়ণ হয় তখন তাহার মুক্তির উপায় হয়।

সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাব হইলে উহাকে সমত্বযোগ বলে।

অবিদ্যা শুন্য আত্মাই প্রত্যেক্ আত্মা বলিয়া কথিত।

মায়া সম্বলিত চৈতন্যের গ্রন্থি বিচ্ছেদকে আত্মার মায়ারূপ উন্মোচন জ্ঞপ্তি কহে। এই চিৎ জড় গ্রন্থি বিচ্ছেদ হইলে জীব মুক্তি পায়।

মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা এই ৪টার দ্বারাও চিত্ত-শুদ্ধি হয়।

ধ্যান সমাধি যোগ অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি অভিলাষ না থাকাই সুদৃঢ় ধ্যান সমাধি। বিয়য়ের প্রতি সাতিশয় বৈরাগ্যই সমাধি নামে অভিহিত এইরূপ হইলে মানুষই ব্রহ্ম হয়।

নির্ব্বিকল্প সমাধি পরিপাকে জীবন্মুক্ত হয়, ইহাই ধ্যান সমাধি।

সহকারি নিমিত্ত কারণ না থাকিলে কোন কার্য্যই হয় না যথা—মৃত্তিকা ঘটের নিমিত্ত কারণ ও জল সহকারী কারণ।

কূটস্থ অর্থাৎ মায়াযুক্ত ঈশ্বরই কূটস্থ এবং মায়া বা অবিদ্যা শূন্য আত্ম চৈতন্যই তুরীয় ব্রহ্ম।

আত্মার অনেক নাম আছে উহার মধ্যে ব্রহ্ম, শিব, অদ্বৈত চতুর্থ।

দেহ ও দেহী। দেহ দেহীর প্রতিবিম্ব স্বরূপ ভ্রান্তিময়. দেহী অবিনশ্বর ও দেহ বিনশ্বর। নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন ন কারয়ন্।

ব্রহ্মের সাযুজ্য অর্থাৎ মিলন, সষ্টিতাং সমানলোকতাং সালোক্য ও সামিপ্য এই ৪টী ভাব ভক্ত চেষ্টা করিলে পাইয়া থাকে।

জীবন্মুক্ত—সর্ব্বব্যাপার শূন্য ও সর্ব্ববাসনা বিহীন হইয়া সকল উপাধি ত্যাগ করিতে পারিলে জীবন্মুক্ত হওয়া যায়।

যোগ ও ক্ষেম—অর্জ্জন ও রক্ষণ আত্মার প্রকাশই জীবন্মুক্ত ব্রহ্মাই সোহং শব্দে অভিহিত।